POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاٰخَرِيۡنَ مِنۡهُمۡ لَمَّا يَلۡحَقُوۡا بِهِمۡ ؕ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ○ ذٰلِكَ فَضۡلُ اللّٰهِ يُؤۡتِيۡهِ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الۡفَضۡلِ الۡعَظِيۡمِ ○

এবং (তিনি তাহাকে আবির্ভূত করিবেন) তাহাদের মধ্য হইতে অন্য লোকের মধ্যেও যাহারা এখন পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই। এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। ইহা আল্লাহর ফযল, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন, এবং আল্লাহ্ পরম ফযলের অধিকারী। (জুমআ: ৩-৪)

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلّی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 11-12

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 14-21 মার্চ, 2024 3-10 রমযান 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

উম্মতের বুজুর্গগণের দৃষ্টিতে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর অত্যুচ্চ মর্যাদা

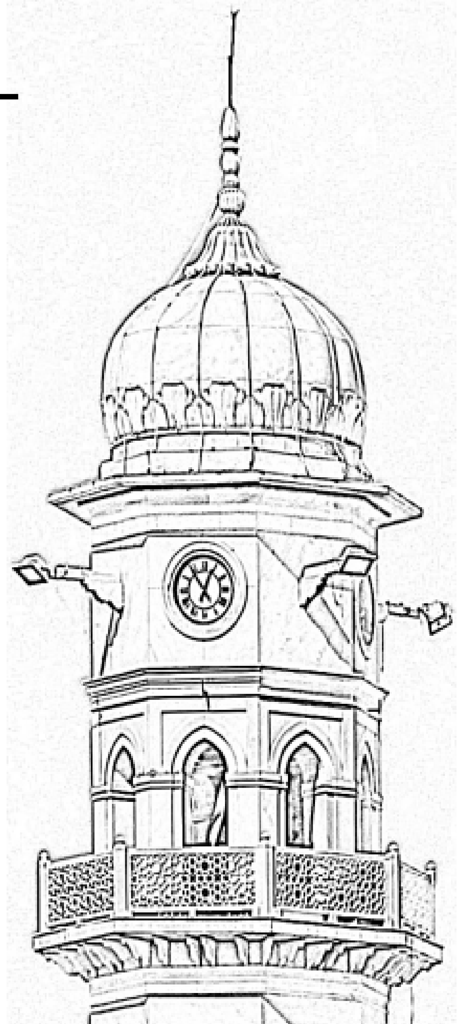

ইমাম মাহদী এর হৃদয় হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর হৃদয় হবে

হযরত ইমাম মহীউদ্দীন ইবনে আরাবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

'শেষ যুগে যে ইমাম মাহদীর আগমণ হবে, তিনি শরিয়তের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে আঁ হযরত (সা.)-এর অনুসারী হবেন এবং মারেফ, জ্ঞান এবং সত্যের নিরিখে আঁ হযরত (সা.) ব্যতিরেকে সকল আম্বিয়া ও আওলিয়াগণ তাঁর অনুসারী হবেন। কেননা ইমাম মাহদী এর হৃদয় হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর হৃদয় হবে।"

(শারাহ ফুসুসুল হাকাম, পৃ: ৫১)

ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ এর মাঝে সৈয়্যদুল মুরসালীন (সা.)-এর জ্যোতিসমূহের প্রতিফলন ঘটবে

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দাস দেহেলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ

"উম্মতে মুহাম্মাদীয়ায় আগমণকারী মসীহ মওউদ এর মাঝে আঁ হযরত (সা.)-এর জ্যোতিসমূহের প্রতিফলন ঘটা তাঁর অধিকার হবে। সাধারণ মানুষের ধারণা, সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি যখন পৃথিবীতে আসবেন, তখন তিনি কেবল একজন উম্মতি হয়ে আসবেন। এমনটা মোটেই না। তিনি 'মহম্মদ' বিশেষ্যের পূর্ণ ব্যাখ্যা হবেন এবং তাঁরই দ্বিতীয় প্রতিলিপি হবেন।একজন সাধারণ উম্মতী ও তাঁর মাঝে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।"

(আল খাইরুল কাসীর, হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহেলভী, পৃ: ৭২)

সমস্ত আম্বিয়াগণের সঙ্গে ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ এর সম্পর্ক

হযরত ইমাম বাকের রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

'ইমাম মাহদী যখন আসবেন, তিনি ঘোষণা করবেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের মাঝে যদি কেউ ইব্রাহিম ও ইসমাঈলকে দেখতে চায় তবে সে শুনে রাখুক যে আমিই ইব্রাহিম ও ইসমাঈল। আর যদি কেউ মূসা ও যশুয়া কে দেখতে চায়, তবে শুনে রাখুক, আমিই মূসা ও যশুয়া। আর যদি তোমাদের মাঝে কেউ ঈসা ও শামুনকে দেখতে চাই তবে শুনে রাখুক যে আমিই ঈসা ও শামুন। আর কেউ যদি মহম্মদ মুস্তফা (সা.) এবং আমীরুল মোমেনীন (আলী) কে দেখতে চায় তবে শুনে রাখুক যে আমিই মহম্মদ মুস্তফা (সা.) এবং আমীরুল মোমেনীন।"

(বাহারুল আনোয়ার, খণ্ড-৫৩, অধ্যায়- মা ইয়াকুনু ইনদায যাহুরিহি)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মসীহ মওউদ (আ.) সংখ্যা

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অত্যুচ্চ মর্যাদা

কুরআন মজীদ, হাদীস এবং অতীতের ঐশী কিতাবসমূহের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা সৈয়্যাদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে মসীহ ও মাহদী রূপে আবির্ভূত করেন। সেই যুগটি এমন এক যুগ ছিল যা কুফর ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তাঁর মহান উদ্দেশ্যকে কুরআন মজীদে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে- لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্মের উপর ইসলামকে জয়যুক্ত করা।

সৈয়্যাদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর সেই মহান উদ্দেশ্যকে আঁ হযরত (সা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন - لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رَجُلٌ أَوْ رِجَالٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ অর্থাৎ ঈমান যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলেও পৌঁছে যায় তবে ইমাম মাহদী সেই ঈমানকে পুনরায় পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সুমহান মর্যাদা ও মাহাত্ম্যকেই তুলে ধরে। একজন মানুষের ধ্যানধারণাকে পাল্টে ফেলাও অনেক কঠিন কাজ, সেখানে সমগ্র জগতের ধ্যানধারণা পরিবর্তনের বিষয় এটি। কিন্তু ইসলামের খোদা যখনই কোন কিছু মনস্থির করেন, তখন সেই কাজ অবশ্যই হয়। তাঁর কাছে কোনও কাজই কঠিন নয়। যিনি ইসলামকে স্বল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র জগতের মধ্যে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন, তিনি আজও পৃথিবীর মানুষের ধ্যানধারণায় আমূল পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতা রাখেন। তিনি চাইলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে, এর প্রতিটি কোণে একত্ববাদকে পৌঁছে দিতে পারেন। তিনি চাইলে প্রত্যেক হৃদয় ও প্রবৃত্তির মধ্যে নিহিত তৌহিদের সেই সুপ্ত সুর বাজিয়ে তুলতে পারেন এবং মানবজাতিকে স্বীয় ভালবাসার বেষ্টনীতে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্টে ধরে রাখতে পারেন যে তারা উন্মাদের ন্যায় তাঁর দরবারে এসে লুটিয়ে পড়বে। ইসলামের খোদার মধ্যেই এই ক্ষমতা রয়েছে। -وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ।

আর এর জন্য অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে ইসলামের একাধিপত্যের লক্ষ্যকে পূর্ণতা দিতে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে আবির্ভূত করেছেন। তিনি এর বীজ বপন করেছেন, এই চারাবৃক্ষ এখন বিকশিত হচ্ছে, ফুলে - ফলে সুশোভিত হচ্ছে আর পৃথিবীর দুশ'টিরও বেশি দেশে এর শাখা বিস্তৃত হয়েছে। আলহামদোলিল্লাহ। তাঁর আবির্ভাব এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনা কতটা জরুরী সে সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি।

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: 'এমন এক সময়ে আমি আবির্ভূত হয়েছি যখন ইসলামী আকীদাসমূহ (ধর্ম-বিশ্বাস) মত-বিরোধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং কোন বিশ্বাসই মতভেদশূন্য ছিল না। .... আমার সত্যতার সমর্থনে আর কোন প্রমাণ উপস্থিত করা আমার জন্য প্রয়োজন ছিল না, কেননা প্রয়োজন নিজেই বলিষ্ঠ প্রমাণ। কিন্তু তবু খোদা আমার সত্যতার স্বপক্ষে অনেক নিদর্শন প্রকাশ করেছেন।"

(জরুরাতুল ইমাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩, পৃ: ৪৯৫)

তিনি আরও বলেন: আমি সেই সকল লোকদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি যারা এই ধরাপৃষ্ঠে বসবাস করেন, তারা এশিয়ার হোক, ইউরোপের হোক বা আমেরিকার। (তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃ: ৫১৫)

তিনি আরও বলেন: "তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক তবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনমূলক সিজদা কর। কেননা যে যুগের প্রতীক্ষা করতে করতে তোমাদের সম্মানিত বাপ-দাদাগণ গত হয়েছেন এবং অগণিত আত্মা যে যুগের জন্য আগ্রহ পোষণ করতে করতে চলে গেছেন, সেই যুগ তোমরা লাভ করেছ। এখন এর কদর করা বা না করা এবং এথেকে উপকার গ্রহণ করা বা না করা তোমাদের উপর নির্ভর করছে।"

(ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বাণী আমাদেরকে চিন্তা করতে বাধ্য করে যে, আমরা যে প্রতিশ্রুত মসীহর যুগ পেয়েছি, আমরা সেই মহান উদ্দেশ্য ও মহান জামাতের উন্নতি ও প্রসারের জন্য ভরপুর চেষ্টা করছি কি না? নাকি কেবল কিছু টাকা চাঁদা হিসেবে দিয়েই যাবতীয় দায়দায়িত্ব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত বলে মনে করছি? সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে কিছু কথা উপস্থাপন করছি।

সূরা জুমআয় وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ বাক্যে যেখানে আঁ হযরত (সা.)-এর পুনরাবির্ভাবের যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, আসলে সেখানে মসীহ মওউদ (আ.)কেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রকারান্তে তাঁর আবির্ভাব হল ছায়া হিসেবে আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাব। তাঁর আগমণ বস্তুত মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর আগমণ।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: 'وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ' আয়াত অনুসারে আমি সেই খাতামুল আম্বিয়া নবীরই প্রতিচ্ছায়া আর খোদা আজ থেকে কুড়ি বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়ায় আমার নাম মহম্মদ ও আহম্মদ রেখেছেন আর আমাকে আঁ হযরত (সা.)-এর সত্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।"

(ইক গলতি কা ইযালা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮)

অতএব, যাঁর সত্তাকে আল্লাহ্ তা'লা ছায়া বা প্রতিরূপ হিসেবে আঁ হযরত (সা.)-এর সত্তা বলে আখ্যায়িত করেছেন, নিঃসন্দেহে তার মাকাম ও মর্যাদা অতীব উচ্চ হবে। এখানে খুব সংক্ষেপে একথাটাও বলে দিতে চাই যে, সৈয়্যাদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর রচনাবলীর মধ্যে বার বার একথা প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর যে মর্যাদা সেটা আঁ হযরত (সা.)-এর পূর্ণ অনুবর্তিতা ও তাঁর প্রতি পূর্ণ ভালবাসা ও আবেগের কারণেই লাভ হয়েছে। তাঁর নিজের বলতে কিছুই নেই, তাঁর যা কিছু আছে, সবই আঁ হযরত (সা.) থেকে পাওয়া। তিনি কোনওভাবেই আঁ হযরত (সা.)-এর থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বা সমকক্ষ হওয়ার দাবি করেন নি। মৌলবীদের এমন কুৎসিত অপবাদে আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। তিনি তো দাবি করেছেন-

'জান ও দিলম ফিদায়ে জামালে মহম্মদ আস্ত
খাকাম নিসার কোচায়ে আলে মহম্মদ আস্ত।'

অর্থ: আমার মন ও প্রাণ মহম্মদ (সা.)-এর সৌন্দর্যে বিমোহিত। মহম্মদ (সা.)-এর বংশধরদের অলি-গলিতে আমার সত্তা বিলীন হয়ে গেছে।

এখানে একথাটাও স্পষ্ট করে দেওয়া সমীচীন মনে করি যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর জিল বা প্রতিরূপ হওয়ার বিষয়টি কুরআন করীম বর্ণনা করেছে আর কুরআন করীমের আলোকে উম্মতের বুজুর্গরাও এর উপর আলোকপাত করেছেন। অতএব, এটা কোন মনগড়া কথা নয়। কুরআন করীম সূরা জুমআয় আঁ হযরত (সা.)এর এক দ্বিতীয় আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করেছে। অতএব, আঁ হযরত (সা.)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাব ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্তায় ছায়া ও প্রতিরূপ হিসেবে প্রকাশ পাওয়া অবধারিত ছিল। এখন এ বিষয়ে উম্মতের বুজুর্গদের কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি।

হযরত ইমাম আব্দুর রাজ্জাক কাশানী (রহ.) (মৃত্যু-৭৩০ হিজরী) বলেন:

'শেষ যুগে যে ইমাম মাহদীর আগমণ হবে, তিনি শরিয়তের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে আঁ হযরত (সা.)-এর অনুসারী হবেন এবং মারেফ, জ্ঞান এবং সত্যের নিরিখে আঁ হযরত (সা.) ব্যতিরেকে সকল আম্বিয়া ও আওলিয়াগণ তাঁর অনুসারী হবেন। কেননা ইমাম মাহদী এর হৃদয় হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর হৃদয় হবে।"

(শারাহ ফুসুসুল হাকাম, পৃ: ৪২-৪৩)

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দাস দেহেলভী (রহ.) (১১১৪-১১৭৫ হিজরী বলেন: "উম্মতে মুহাম্মাদীয়ায় আগমণকারী মসীহ মওউদ এর মাঝে আঁ হযরত (সা.)-এর জ্যোতিসমূহের প্রতিফলন ঘটা তাঁর অধিকার হবে। সাধারণ মানুষের ধারণা, সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি যখন পৃথিবীতে আসবেন, তখন তিনি কেবল একজন উম্মতি হয়ে আসবেন। এমনটা মোটেই না। তিনি 'মহম্মদ' বিশেষ্যের পূর্ণ ব্যাখ্যা হবেন এবং তাঁরই দ্বিতীয় প্রতিলিপি হবেন।একজন সাধারণ উম্মতী ও তাঁর মাঝে

এরপর ১০ পাতায়....

সূচিপত্র

অতীতের বুজুর্গগণদের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ	১
সম্পাদকীয়	২
হুযুর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত খুতবা জুমা	৩
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর মাহাত্ম্য, কুরআনের আলোকে	৭
আয় অনুপাতে চাঁদা দান ও ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও কল্যাণ	১১
আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির অবতরণ ও জামাতের উন্নতি	১৪
আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আলোকিত ভবিষ্যত	২০

*****❖*****❖*****❖*****

জুমআর খুতবা

সেই পবিত্র ব্যক্তির কানে যখন এই কথা পৌঁছল- أُعْلُ هُبَلْ. أُعْلُ هُبَلْ অর্থাৎ হুবলের মর্যাদা উচ্চ হোক, হুবলের মর্যাদা উচ্চ হোক, তখন একত্ববাদের বিষয়ে তাঁর আত্মাভিমান উদ্বেলিত হয়ে উঠল। কেননা এখন মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রশ্ন ছিল না, আবু বকর ও উমরের প্রশ্ন ছিল না, এখন আল্লাহ্ তা'লার সম্মানের প্রশ্ন ছিল। তাই তিনি (সা.) অত্যন্ত উদ্দীপনা ও আবেগ নিয়ে বললেন, তোমরা উত্তর কেন দিচ্ছ না? সাহাবাগণ বললেন, হে রসুলুল্লাহ! আমরা এর কি উত্তর দিব? তিনি (সা.) বললেন-' তোমরা বল- اللهُ عَزَّوَجَلَّ. اللهُ عَزَّوَجَلَّ হুবল কি জিনিস, আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদা উচ্চ হোক,আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদা উচ্চ হোক। আঁ হযরত (সা.)-এর পক্ষ থেকে একত্ববাদের আত্মাভিমানের কি অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ ছিল!

আমার প্রিয়জন ও আত্মীয়স্বজন এবং ভাইয়েদের গিয়ে বলবে, মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার আর তিনি আমাদের জাতির কাছে আমানতস্বরূপ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমাদের হৃদয়ও এই সম্পদের মূল্য উপলব্ধি করবে। তথাপি আমিও নিজের কর্তব্য হিসেবে তোমাদের নিকট এই বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি যে, যতদিন আমরা জীবিত ছিলাম এই আমানতের অমর্যাদা হতে দিই নি। এই আমানত রক্ষায় নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছি। এখন আমরা মৃত্যু পথযাত্রী আর আমানত রেখে যাচ্ছি। আমি আমার সকল পুত্র,ভ্রাতা ও তাদের সন্তানদের কাছে প্রত্যাশা রাখি, তারা এই পবিত্র আমানতকে নিজেদের প্রাণাধিক জ্ঞান করে একে রক্ষা করবে আর এই কাজে কোন রকম অবহেলা ও উদাসীনতা হতে দিবে না।"

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মধ্যেও রসুল প্রেমের এমন স্পৃহা সৃষ্টি করুন। আর যখন এই চেতনা তৈরী হবে তখন আমরা আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গেও সম্পর্ক উন্নত করব আর নিজেদের দুর্বলতা দুর করারও চেষ্টা করব যাতে আমরা সঠিক ইসলামি রঙে নিজেদের ইবাদত, নৈতিকতা ও আচার আচরণ ও অভ্যাস গড়ে তুলে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

ইয়েমেনের প্রথম আহমদী ডক্টর মনসুর শুবুতি সাহেবের স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৯ ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (৯ তবলীগ, ১৪০২৩হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: উহুদের যুদ্ধের বরাতে আবু সুফিয়ানের জয়ধ্বনির কথা উল্লেখ করা হচ্ছিল, যেখানে সে তার উপাস্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করছিল। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টি সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। রেওয়ায়েতে আছে, আবু সুফিয়ান যখন চিৎকার দিয়ে বলে যে, তোমাদের মাঝে কি মুহাম্মদ (সা.), আবু বকর ও উমর জীবিত আছেন? তখন নিরাপত্তার স্বার্থে মহানবী (সা.)সাহাবীদেরকে উত্তর দিতে বারণ করেন। কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে আবু সুফিয়ান যখন তাদের হুবল প্রতিমার জয়ধ্বনি দেয় আর বলে,' لَنَا عُزّٰى وَلَا عُزّٰى لَكُمْ অর্থাৎ আমাদের সমর্থনে আমদের উজজা আছে, তোমাদের কোন উজজা নেই। তখন মহানবী (সা.) খোদার একত্ববাদের আত্মাভিমানে উদ্বেলিত হয়ে সকল শঙ্কাকে উপেক্ষা করে সাহাবীদের বলেন, তোমরা বল যে,' لَنَا مَوْلٰى وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ ' অর্থাৎ, হে আবু সুফিয়ান! 'আমাদের সাহায্যকারী অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ্ আছেন, কিন্তু তোমাদের কোন সাহায্যকারী ও অভিভাবক নেই।' তিনি বলেন, এটি 'اَنْتَ مَوْلٰنَا' এর সত্যতার এক অসাধারণ বাস্তব প্রমাণ ছিল যে মাথার উপর অস্ত্র ঝুলতে দেখেও তিনি একথাই বলেছেন,'আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করতে পারেন।" (তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৬০)

অতঃপর তিনি (রা.) একস্থানে বলেন, "মুসলমানদের কানে যখন এই সংবাদ পৌঁছল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) শহীদ হয়ে গিয়েছেন তখন তারা দ্রুত ফিরে আসেন এবং তাঁর উপর থেকে লাশগুলিকে সরিয়ে দেন। তাঁরা জানতে পারলেন যে, আঁ হযরত (সা.) এখনও জীবিত আছেন, তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। সেই সময় সর্বপ্রথম তাঁর হেলমেটের কীলক বের করা হল। এই কীলকটি বের হচ্ছিল না। শেষে একজন সাহাবী নিজের দাঁতে করে টেনে বের করেন যার কারণে তাঁর এক দাঁত ভেঙ্গে যায়। এরপর আঁ হযরত (সা.)-এর মুখে পানি ছিটা দেওয়া হলে তিনি চেতনা ফিরে পান। অধিকাংশ সাহাবা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। গুটিকতক সাহাবার একটা দল তাঁর পাশে ছিল। তিনি (সা.) তাদেরকে বললেন,আমাদের এখন পাহাড়ের পাদদেশে চলে যাওয়া উচিত। এরপর তিনি তাদেরকে নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে চলে যান এবং এরপর অন্যান্য সেনারা ক্রমশ একত্রিত হতে শুরু করে। কাফেরদের সেনাবাহিনী যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন আবু সুফিয়ান উচ্চস্বরে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নাম ধরে বলছিল, আমরা তাকে হত্যা করেছি।'

সাহাবাগণ উত্তর দিতে চাইলেন, কিন্তু মহানবী (সা.)তাদের বাধা দিলেন। তিনি বললেন, এটা সঠিক সময় নয়। আমদের লোকেরা ছত্রভঙ্গ অবস্থায় রয়েছে, কিছু শহীদ হয়েছে কিছু আহত অবস্থায় রয়েছে। আমরা খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষ এখানে আছি আর তারাও ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত অবস্থায় আছে। পক্ষান্তরে কাফের বাহিনী তিন হাজার আর তারা সুস্থ সবল রয়েছে। এমতাবস্থায় উত্তর দেওয়া সমীচীন হবে না। তারা যদি আমাকে হত্যার দাবি করে তবে তাদের বলতে দাও। তাঁর নির্দেশ মেনে সাহাবাগণ নীরব থাকেন। আবু সুফিয়ান যখন কোন উত্তর পেল না তখন সে বলল, 'আমরা আবু বকরকেও হত্যা করেছি। তিনি (সা.) সাহাবাদেরকে পুনরায় উত্তর দিতে বাধা দিলেন এবং বললেন, চুপ থাক। সে বললে বলতে দাও। সাহাবাগণ এবারও নীরব থাকেন। আবু সুফিয়ান যখন কোন উত্তর পেল ন তখন সে বলল, 'আমরা উমরকেও হত্যা করেছি।' হযরত উমর ভীষণ তেজোদ্দীপ্ত স্বভাবের ছিলেন। তিনি এর উত্তর দিতে উদ্যত হলেন, কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে নিষেধ করলেন। পরে তিনি বলেন, হযরত উমর পরে বলেন, 'আমি উত্তর দিতেই যাচ্ছিলাম যে, তোমরা বলছ উমরকে হত্যা করেছ। কিন্তু উমর এখনও তোমাদের মাথা ফাটানোর জন্য মজুদ রয়েছে। যাইহোক রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে উত্তর দিতে নিষেধ করেন। আবু সুফিয়ান যখন দেখল যে কোন উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না তখন সে জয়ধ্বনি দিতে শুরু করল- أُعْلُ هُبَلْ. أُعْلُ هُبَلْ। অর্থাৎ হুবল দেবতার জয় হোক, যে দেবতাকে আবু সুফিয়ান মহান মনে করত। (অর্থাৎ শেষমেশ আমাদের হুবল মহম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করেছে) আঁ হযরত (সা.) যেহেতু সাহাবাদের উত্তর দিতে নিষেধ করেছিলেন,তাই তিনি তাঁরা এবারও নীরব থাকলেন। কিন্তু খোদার সেই রসুল যিনি নিজের মৃত্যু সংবাদ শুনেও বলেছিলেন নীরব থাক, উত্তর দিও না, হযরত আবু বকর এর মৃত্যু সংবাদ শুনে বলেছিলেন নীরব থাক উত্তর দিও না। হযরত উমর এর মৃত্যুর সংবাদ শুনেও বলেছিলেন নীরব থাক, উত্তর দিও না, আর যিনি বার বার বলছিলেন আমাদের সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ অবস্থায় রয়েছে আর শত্রুদের পক্ষ থেকে আমদের উপর আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাই নীরবে তার কথা শুনতে থাক- সেই পবিত্র ব্যক্তির কানে যখন এই কথা পৌঁছল- أُعْلُ هُبَلْ. أُعْلُ هُبَلْ অর্থাৎ হুবলের মর্যাদা উচ্চ হোক, হুবলের মর্যাদা উচ্চ হোক, তখন একত্ববাদের বিষয়ে তাঁর আত্মাভিমান উদ্বেলিত হয়ে উঠল। কেননা এখন মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রশ্ন ছিল না, আবু বকর ও উমরের প্রশ্ন ছিল না, এখন আল্লাহ্ তা'লার সম্মানের প্রশ্ন ছিল। তাই তিনি (সা.) অত্যন্ত উদ্দীপনা ও আবেগ নিয়ে বললেন, তোমরা উত্তর কেন দিচ্ছ না? সাহাবাগণ বললেন, হে রসুলুল্লাহ! আমরা এর কি উত্তর দিব? তিনি (সা.) বললেন-' তোমরা বল- اللهُ عَزَّوَجَلَّ. اللهُ عَزَّوَجَلَّ হুবল কি জিনিস, আল্লাহ্ তা'লার

মর্যাদা উচ্চ হোক, আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদা উচ্চ হোক। আঁ হযরত (সা.)-এর পক্ষ থেকে একত্ববাদের আত্মাভিমানের কি অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ ছিল!

তিনি (সা.) তিন বার সাহাবাগণকে উত্তর দিতে বাধা দেন যা থেকে বোঝা যায় যে তিনি (সা.) বিপদের আশঙ্কা নিয়ে সচেতন ছিলেন। তিনি জানতেন যে, ইসলামী সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে, খুব কম সংখ্যা মানুষ তাঁর সঙ্গে আছেন। অধিকাংশ সাহাবী তাঁর আহত হয়েছেন আর বাকিরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। শত্রুরা যদি জানতে পারে যে ইসলামী সেনাদলের একাংশ সমবেত হয়েছে, তবে তারা পাছে আক্রমণ করে বসে! কিন্তু এমন পরিস্থিতিতেও খোদা তা'লার সম্মানের প্রশ্ন এলে আঁ হযরত (আ.) চুপ করে থাকা বরদাস্ত করেন নি। তিনি ধরে নেন, শত্রুরা জানতে পারুক বা না পারুক, তারা আক্রমণ করে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিক, কিন্তু এখন আমরা আর চুপ করে থাকব না। তাই তিনি সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা চুপ করে আছ কেন? উত্তরে কেন বলছ না যে- اَللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ۔ اَللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ। (তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৪১-৩৪২)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই পুরো ঘটনাটি তফসীরে কবীরে বর্ণনা করেছেন। এর বিস্তারিত বিবরণ পড়তে হলে তফসীরে কবীরে পুড়ন। আরও অনেক কিছু জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সেখানে পেয়ে যাবেন।

অন্যত্র তিনি বলেন: 'মক্কার যে সমস্ত প্রমূখ নেতারা মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে হত্যা করতে চেয়েছিল আজ পৃথিবীতে কি তাদের নাম উচ্চারণকারী কেউ আছে? উহদে আবু সুফিয়ান হেঁকে বলেছিল, 'তোমাদের মাঝে কি মহম্মদ (সা.) আছেন?' এর উত্তর না পেয়ে সে বলল, 'আমরা মহম্মদ (সা.) কে হত্যা করেছি। পুনরায় সে ডেকে বলল, 'তোমাদের মধ্যে কি আবু বকর আছেন?' এরও কোন উত্তর না পেয়ে সে বলল, ''আমরা আবু বকরকে হত্যা করেছি।' এরপর সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের মাঝে কি উমর আছেন?' এরও উত্তর না পেয়ে সে বলল, 'আমরা উমরকেও হত্যা করেছি।' (বুখারী, কিতাবুল মাগাযি)

কিন্তু আজ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গিয়ে সেই নাম সম্বোধনকারীর সঙ্গ কাফেরদের নেতা আবু জাহেলের নাম ধরে ডাক এবং জিজ্ঞাসা কর যে তাদের মধ্যে কি আবু জাহাল আছে? তোমরা দেখতে পাবে, মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.)-এর নামে কোটি কোটি কণ্ঠ উচ্চকিত হতে শুরু করবে আর সমগ্র জগত বলে উঠবে, হ্যাঁ মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের মাঝে রয়েছে, কেননা আমরা তাঁর প্রতিনিধি হওয়ার সম্মান লাভ করেছি। কিন্তু আবু জাহলের নাম উচ্চারণ করলে কোন স্থান থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাবে না। আবু জাহলের সন্তানেরা আজও পৃথিবীতে রয়েছে কিন্তু কারো সাহস নেই নিজেদেরকে আবু জাহলের বংশধর হিসেবে পরিচয় দেওয়ার। হয়তো উতবা ও শায়বার বংশধরেরা আজও পৃথিবীতে আছে, কিন্তু কেউ কি বলে যে তারা উতবা ও শায়বার বংশধর?"

(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯০-২৯১)

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা রসুলে করীম (সা.)-এর নামকেই সমুন্নত করেছেন এবং রেখেছেন।

অতঃপর এ বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, 'আম্বিয়াগণের উপর যে সব বিপদাপদ আপতিত হয় সেগুলির মধ্যেও খোদা তা'লার শত সহস্র রহস্যাবলী নিহিত থাকে। আঁ হযরত (সা.)এর উপর বহু বিপদ এসেছিল। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, উহদের যুদ্ধের সময় আঁ হযরত (সা.) সত্তরটি তরবারির আঘাত পেয়েছিলেন আর বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা দেখে কাফেরা ভীষণ আনন্দিত হয়েছিল। যেমন, একজন কাফের এই বিশ্বাস নিয়ে যে আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর প্রমুখ সাহাবাগণ শহীদ হয়েছেন, সে উচ্চস্বরে ডেকে বলল, তোমাদের মাঝে কি মহম্মদ (সা.) আছেন? আঁ হযরত (সা.) বললেন, নীরব থাক, এর উত্তর দিও না। নীরবতা দেখে সে আনন্দিত হল এবং ভাবল হয়তো মারা গেছে তাই উত্তর আসছে না। অনুরূপভাবে সে হযরত আবু বকর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখনও এদিক থেকে নীরবতা ছিল। এরপর সে হযরত উমর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। হযরত উমর আর থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন, হতভাগা কি বকছিস? সকলেই জীবিত আছেন। এমন অপ্রিয় ঘটনা দেখাও জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু এর পরিণাম এই হল যে, রসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, এখন এরপর কাফেররা আমাদের উপর আর আক্রমণ করবে না।" সম্ভবত খন্দক বা পরিখার যুদ্ধের পর আঁ হযরত (সা.) একথা বলেছিলেন। উহদের যুদ্ধের পর খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এটা যেহেতু মালফুযাত থেকে উদ্ধৃত, তাই হতে পারে কলমচী এই অংশটুকু ভুল বশত বাদ দিয়ে ফেলেছেন। খন্দকের যুদ্ধের পর তিনি বলেছিলেন যে, এখন এরপর কাফের বাহিনী আমাদের উপর আক্রমণ করবে না। "বরং আমরা কাফেরদের উপর আক্রমণ করব। মক্কা থেকে বের হওয়ার মুহূর্তটি আঁ হযরত (সা.) জন্য কতই না বেদনাদায়ক ছিল।" (মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৬৬-২৬৭)

কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অবস্থার পরিবর্তন করে দেন।

হযরত হানযালা (রা.)-এর শাহাদতের ঘটনা বর্ণনা করে তাঁর সহধর্মিনী হযরত জামিলা (রা.) বলেন, আমার স্বামী যখন মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের সংবাদ শোনেন তখন তার গোসল করা ফরজ ছিল, কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এতটা অস্থির ও ব্যাকুল অবস্থায় রওনা হন যে, ফরজ গোসল করার গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন নি, তরবারি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওনা হন। যুদ্ধের সময় তিনি একবার কাফেরদের সেনাপতি আবু সুফিয়ানের মুখোমুখি হন। আবু সুফিয়ান ঘোড়ায় আরোহিত ছিল। হযরত হানযালা তার ঘোড়ার উপর আক্রমণ করে তাকে আহত করে দেন, ফলে আবু সুফিয়ান মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। নীচে পড়ে যাওয়া মাত্রই সে চিৎকার করতে শুরু করে। এদিকে হযরত হানযালা দ্রুত নিজের তরবারি উঁচিযে আবু সুফিয়ানকে জবাই করতে মনস্থির করেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার দৃষ্টি পড়ে শাদ্দাদ বিন অউসের উপর। একটি রেওয়াতে অনুসারে তার নাম শাদ্দাদ বিন আসওয়াদ ছিল। যাইহোক, শাদ্দাদ হযরত হানযালাকে তরবারি উঁচিয়ে আবু সুফিয়ানের উপর আক্রমণোদ্যত দেখা মাত্রই হযরত হানযালার উপর তরবারি দিয়ে আঘাত করে শহীদ করে দেয়। আঁ হযরত (সা.) হযরত হানযালার নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে বললেন, তোমাদের সাথী অর্থাৎ হানযালাকে ফেরেশতারা গোসল দিচ্ছে। অপর এক রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে 'আমি দেখছি যে, ফিরিশতারা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে রৌপ্যের একটি পাত্রে স্বচ্ছ পরিস্কার পানি দ্বারা তাকে গোসল দিচ্ছে।

হযরত হানযালা (রা.)-এর সহধর্মিনীর নাম ছিল জামিলা। তিনি মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সালুল এর কন্যা এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আবি বিন সলুল এর বোন ছিলেন। হযরত জামিলা (রা.) বলেন, তিনি অর্থাৎ হযরত হানযালা এমন অবস্থায় যুদ্ধের জন্য গিয়েছিলেন যখন তাঁর জন্য গোসল করা ফরজ ছিল। অর্থাৎ গোসল করা জরুরী ছিল। আঁ হযরত (সা.) হযরত জামিলা (রা.)-এর কণ্ঠস্বর শুনে বললেন,'এই কারণেই ফিরিশতারা তাকে গোসল দিচ্ছিল।" হযরত হানযালা (রা.) এর সঙ্গে হযরত জামিলার বিবাহের এটিই ছিল প্রথম রাত্রি যার পর দিন সকালে উহদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত জামিলা বর্ণনা করেন যে, হানযালা যখন শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার ঘোষণা শুনলেন, তিনি অবিলম্বে গোসল না করেই বের হয়ে যান। সেই রাতেই হযরত জামিলা স্বপ্নে দেখেন যে, হঠাৎ করে আকাশে একটি দরজা উন্মুক্ত হয়েছে আর তাঁর স্বামী হযরত হানযালা (রা.) সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করছেন। এরপর হঠাৎ সেই দরজাটি বন্ধহয়ে যায়। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জামিলা (রা.) নিজের জাতির চারজন মহিলাকে এ বিষয়ের সাক্ষী করেছিলেন যে, হানযালা তাঁর সঙ্গে সহবাস করেছেন। এটা তাঁকে এজন্য করতে হয় যাতে তাঁর অন্তঃসত্তা হওয়া নিয়ে মানুষের মনে কোন সন্দেহ না তৈরী হয়। মানুষের মনে সংশয় তৈরী হয়ে থাকে, লোকে অনেক রকম কথা তৈরী করে ফেলে। বর্তমান যুগেও এমন মানুষ আছে যারা মানুষকে অপবাদ দিয়ে বেড়ায়। যাইহোক জামিলা (রা.) নিজে সেই সন্দেহ দুর করার উদ্দেশ্যে সাক্ষী রেখেছিলেন। হযরত জামিলা নিজে বলেন, এমনটি এজন্য করেছি যে, আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম আকাশে একটি দরজা উন্মুক্ত হয়েছে যাতে তিনি প্রবেশ করেছেন আর সেই দরজাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই আমি বুঝতে পারি হানযালার সময় হয়েছে আর আমি তার দ্বারা সেই রাত্রিতে অন্তঃসত্তা হয়ে পড়েছিলাম। এর ফলে আব্দুল্লাহ্ বিন হানযালার জন্ম হয়। কুরায়েশ হযরত হানাযালাকে হত্যা করার পর তাঁর মরদেহ বিকৃত করে নি। অর্থাৎ কান, নাক চোখ ইত্যাদি অঙ্গ কেটে ফেলে নে। কেননা, তাঁর পিতা আব আমির রাহিব কুরায়েশদের সঙ্গে ছিল।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৭-৩২৮)

হযরত সাআদ বিন রাবি (রা.)-এর শাহাদতের ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত সাআদ বিন রাবি (রা.) বদর ও উহদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং উহদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। উহুদের যুদ্ধের দিন রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, কে আমার কাছে সাআদ বিন রাবির সংবাদ নিয়ে আসবে? এক ব্যক্তি নিবেদন করল, আমি। সেই ব্যক্তি নিহত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে তাঁর সন্ধান করতে লাগল। হযরত সাআদ সেই ব্যক্তিকে দেখে বলল, তুমি কেমন আছ? সে বলল, আমাকে রসুলুল্লাহ্ (সা.) পাঠিয়েছেন তোমার সংবাদ নিয়ে আসার জন্য। হযরত সাআদ বললেন, আঁ হযরত (সা.) এর সমীপে আমার সালাম নিবেদন করে এই সংবাদ দিবে যে, আমি বর্শার ১২টি আঘাত পেয়েছি আর আমার সঙ্গে লড়াইকারী সকলেই দোযখে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ যাদের সঙ্গে আমার লড়াই হয়েছে তাদেরকে আমি হত্যা করেছি। আর আমার জাতিকে বলে দিও, যদি রসুলুল্লাহ্ (সা.) শহীদ হয়ে যান আর তোমাদের মধ্য থেকে জীবিত থেকে যায় তবে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট কোন অজুহাত থাকবে না।

বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি তাঁর কাছে গিয়েছিল তিনি ছিলেন হযরত উবাই বিন কাআব (রা.)। হযরত সাআদ (রা.) হযরত আবি বিন কাআব (রা.) কে বললেন, আমার জাতিকে বলবে, সাআদ বিন রাবি তোমাদেরকে বলেছে, আল্লাহকে ভয় কর। আরও একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, আর তোমরা আকাবার রাত্রিতে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলে তা স্মরণ কর। আল্লাহর কসম! আল্লাহর সমীপে তোমাদের জন্য কোন অজুহাত থাকবে না যদি কাফেরা তোমাদের নবী (সা.)-এর নিকট পৌঁছে যায় আর তোমাদের মধ্য থেকে কারো একটি চোখও কর্মক্ষম থাকে অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি জীবিত থাকে। অর্থাৎ তোমাদের প্রাণ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের জন্য উৎসর্গ করে দিতে হবে। এই ছিল সাহাবাগণের আবেগ ও উচ্ছ্বাস। মৃত্যুমুখেও তারা চিন্তিত

ছিলেন যে কেবল রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে রক্ষা করতে হবে। হযরত আবি বিন বিন কাআব বর্ণনা করেন, আমিও সেখানে ছিলাম। অর্থাৎ সাআদ এর কাছেই ছিলাম যখন সাআদ বিন রাবি মৃত্যু বরণ করেন। সেই সময় তিনি আঘাতে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ছিলেন। আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে ফিরে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনালাম যে এই সব কথোপকথন হয়েছে, তাঁর এই অবস্থা ছিল আর তিনি এইভাবে শহীদ হয়ে গেছেন। একথা শুনে আঁ হযরত (সা.) বললেন- আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা করুন। সে তার জীবদ্দশাতেও আর মৃত্যুর পরেও আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের হিতাকাঙ্খী ছিল।

হযরত সাআদ বিন রবি এবং হযরত খারজা বিন যায়েদ (রা.) একই কবরে সমাহিত হন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৬) আল ইসতিয়াব, ২য় খন্ড, পৃ: ৫৯০) (উসদুল গাবা, ২য় খন্ড, পৃ: ৪৩৩)

হযরত সাআদ (রা.)এর শাহাদতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন-'আঁ হযরত (সা.) ও যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন আর শহীদদের লাশগুলির তদারকি শুরু করেছিলেন। যে দৃশ্য সেই সময়" যুদ্ধ যখন শেষ হল "মুসলমানদের সামনে ছিল তা তাদের হৃদয়কে ক্ষমবিক্ষত করে তুলেছিল।" আঁ হযরত (সা.) আহতও ছিলেন, কিন্তু তবু তিনি ময়দানে নেমে পড়েছিলেন। শহীদদের লাশগুলি দেখাশোনা শুরু হয়। অতঃপর বলেন, 'সত্তর জন মুসলমান রক্ত ও ধুলো মাখা অবস্থায় পড়েছিলেন আর আরবদের পাশবিক প্রথা 'মুসলা' বা মরদেহ বিকৃত করার প্রথা ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ দৃশ্যের অবতারণা করছিল।" তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্তন করা হয়েছিল, তাদের চেহারা বিকৃত করা হয়েছিল। "সেই সব নিহতদের মধ্যে কেবল ছয়জন মুহাজির ছিলেন আর বাকিরা ছিলেন আনসার। কুরায়েশদের নিতদের সংখ্যা ছিল ২৩জন। আঁ হযরত (সা.) যখন নিজের চাচা এবং দুধ-ভাই হামযা বিন আব্দুল মুত্তলিব এর লাশের কাছে পৌঁছলেন তখন তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। কেননা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী নিষ্ঠুর হিন্দা তাঁর মরদেহকে মারাত্মকভাবে বিকৃত করে রেখেছিল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিনি (সা.) সেখানে নীরব দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁর চেহারায় দুঃখ ও ক্রোধের লক্ষণ স্পষ্ট ছিল। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর প্রকৃতিতও এ বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হয় যে মক্কার অমানুষদের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত না অনুরূপ আচরণ করা না হবে ততদিন তাদের হুঁশ ফিরবে না।" তারা শিক্ষা পাবে না। "কিন্তু তিনি (সা.) এমন ভাবনা থেকে বিরত হন এবং ধৈর্য ধারণ করেন। বরং এর পর থেকে তিনি মরদেহ বিকৃত করা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্তন করার প্রথাটিকে ইসলামের চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেন-শত্রুরা যা-ই করুক না কেন, এই ধরণের পাশবিক পন্থা অবশ্যই বিরত থাক এবং এবং পুণ্যের পথ অবলম্বন কর। " অতঃপর তিনি লেখেন- 'কুরায়েশ অন্যান্য সাহাবাদের লাশের সাথেও কমবেশি একই পাশবিক আচরণ করেছিল। যেমন আঁ হযরত (সা.) এর ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.)-এর লাশকেও তারা জঘন্যভাবে বিকৃত করেছিল। আঁ হযরত (সা.) একটি লাশ থেকে অপর লাশের দিকে যতই অগ্রসর হয়েছেন তাঁর চেহারায় দুঃখ ও বেদনার ছাপ আরও বেশি করে প্রকট হতে থেকেছে।" (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫০০)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই সকল শহীদ এবং তাদের আত্মত্যাগের উল্লেখ করে আনসারদের সর্দার সাআদ বিন রাবি আনসারির বিষয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি তাঁর অনুরাগ ও ভালবাসার কথা উল্লেখ করে বলেন- উহুদের যুদ্ধের একটি ঘটনা রয়েছে। যুদ্ধের পর আঁ হযরত (সা.) হযরত আবি বিন কাআব (রা.) কে বললেন, গিয়ে আহতদের দেখে এস। তিনি খুঁজতে খুঁজতে হযরত সাআদ বিন রাবি (রা.)-এর কাছে এসে পৌঁছলেন যিনি মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়েছিলেন আর তাঁর প্রাণ প্রায় যায় যায় অবস্থা। তিনি তাকে বললেন, নিজের আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনকে কোন সংবাদ দিতে হলে আমাকে বলে দিন। হযরত সাআদ হাসি মুখে বললেন, আমি অপেক্ষা করছিলাম কোন মুসলমানের এদিকে আসার যাকে আমি কোন সংবাদ দিতে পারি। তুমি আমার হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার কর যে, আমার বার্তা অবশ্যই পৌঁছে দিবে।" এমন পরিস্থিতিতেও এতটুকু জ্ঞান ছিল যে তিনি বললেন আমার হাতে হাত দাও। পোক্তা অঙ্গীকার করার এটা একটা পন্থা, এতে করে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে তাঁর বার্তা যেন অবশ্যই পৌঁছে দেওয়া হয়। "এরপর তিনি যে বার্তা আমাকে দিলেন সেটা এই হল 'আমার মুসলমান ভাইয়েদেরকে আমার সালাম পৌঁছে দিও আর আমার জাতি ও আমার আত্মীয় স্বজনদের বলবে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের নিকট খোদা তা'লার সর্বশ্রেষ্ঠ আমানত। আমরা নিজেদের প্রাণ দিয়ে এই আমানত রক্ষা করে এসেছি। এখন আমরা বিদায় নিচ্ছি, এই আমানত রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদের সোপর্দ করছি। পাছে তোমরা তাঁর সুরক্ষায় কোন দুর্বলতা প্রদর্শন কর।"

হযরত মুসলেম মওউদ (রা.) বলেন: 'দেখ! একজন মৃত্যু পথযাত্রী মানুষের হৃদয়ে কোন কোন ভাবনার উদয় হয়। সে চিন্তা করে তার স্ত্রীর কি হবে, সন্তানদের দেখাশোনা কে করবে, কিন্তু এই সাহাবী এমন কোন বার্তা দিলেন না। কেবল এতটুকু বললেন, আমরা আঁ হযরত (সা.)কে রক্ষা করতে করতে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি, তোমরা এই পথেই আমাদেরকে অনুসরণ কর। তাদের মধ্যে এই ঈমানী শক্তি ছিল যার দ্বারা তাঁরা এই পৃথিবীকে ওলট পালট করে ফেলেছিলেন এবং পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের সিংহাসন উল্টে দিয়েছিলেন। রোমান বাদশা অভিভূত হয়েছিল যে এরা কারা।

পারস্য সম্রাট তার সেনাপতিকে লিখল, যদি তোমরা এই আরবদের পরাস্ত করতে না পার তবে ফিরে এস, বাড়িতে এসে চুড়ি পরে বসে থাক।" অর্থাৎ মেয়েদের মত বাড়িতে বসে থাক। যুদ্ধের ময়দানে কেন যাও? বাদশাহ তার সেনাপতিকে বলল, এরা গোসাপ ভক্ষণকারী জাতি, এদেরকে তোমরা প্রতিহত করতে পারছ না?" জঘন্য খাদ্য গ্রহণকারী জাতি এরা। 'সে উত্তর দিল, এরা তো মানুষ বলে মনে হয় না।" সেনাপতি বলল, এদেরকে তো দেখে মানুষ বলে মনে হয় না। " এরা তো মূর্তিমান বিপদ। এরা তো তরবারি ও বর্শার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।" (তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৮)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই ঘটনাটিকে এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন-'উহুদের যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন রসুলুল্লাহ (সা.) এক সাহাবীকে আহত সেনাদের দেখাশোনার জন্য রওনা করেন। তিনি এক আনসারী সাহাবীকে গুরুতর আহত অবস্থায় দেখেন। তিনি তার কাছে গিয়ে বললেন, ভাই তোমার কোন বার্তা থাকলে আমাকে দাও। আমি তোমার আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের কাছে পৌঁছে বি। সে বলল, আমিও সন্ধান করছিলাম কোন সাহায্যকারীর যার মাধ্যমে আমি আমার আত্মীয় স্বজনদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে পারি। তোমাকে পেয়ে ভালই হল। আমার হাতে তোমার হাত রেখে অঙ্গীকার কর যে আমার বার্তা আমার পরিবারের মানুষদের কাছে পৌঁছে দিবে। তিনি হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার করলেন,'আমি তোমার বার্তা অবশ্যই পৌঁছে দিব।' সেই আহত সাহাবী বললেন, আমার প্রিয়জন ও আত্মীয়স্বজন এবং ভাইয়েদের গিয়ে বলবে, মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার আর তিনি আমাদের জাতির কাছে আমানতস্বরূপ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমাদের হৃদয়ও এই সম্পদের মূল্য উপলব্ধি করবে। তথাপি আমিও নিজের কর্তব্য হিসেবে তোমাদের নিকট এই বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি যে, যতদিন আমরা জীবিত ছিলাম এই আমানতের অমর্যাদা হতে দিই নি। এই আমানত রক্ষায় নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছি। এখন আমরা মৃত্যু পথযাত্রী আর আমানত রেখে যাচ্ছি। আমি আমার সকল পুত্র,ভ্রাতা ও তাদের সন্তানদের কাছে প্রত্যাশা রাখি, তারা এই পবিত্র আমানতকে নিজেদের প্রাণাধিক জ্ঞান করে একে রক্ষা করবে আর এই কাজে কোন রকম অবহেলা ও উদাসীনতা হতে দিবে না।"

(তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৮৫)

অন্যত্র তিনি বলেন, 'আনসার নেতা আহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন। আর কয়েক মুহূর্তেই তাঁর মৃত্যু ঘটবে। একজন সাহাবী খুঁজতে খুজতে তাঁর কাছে এসে পৌঁছন এবং এসে বসে পড়েন। তিনি তার অবস্থা কেমন তা জানতে চান এবং বলেন, তার স্ত্রী-সন্তান ও আত্মীয়স্বজনদের জন্য কোন বার্তা থাকলে আমাকে বলুন। তিনি বললেন, আমি এই অপেক্ষাতেই ছিলাম যে কোন মুসলমানকে পাই আর তার হাতে বার্তা প্রেরণ করি। প্রত্যেকেই জানে যে মৃত্যুর সময় বাড়িতে কেমন পরিস্থিতি থাকে। " বাড়িতে হলেও মানুষের মৃত্যুর সময়টা ভীষণ কঠিন হয়ে থাকে। "মৃত্যু পথযাত্রীর এটিই বাসনা থাকে যে আরও কিছু সময় পাওয়া গেলে স্ত্রী-সন্তান, ভাই বোনদের সঙ্গে আরও কিছু কথা বলে নিই, তাদেরকে কোন উপদেশ দিয়ে যাই। কিন্তু সেই সাহাবী স্ত্রী-সন্তানের কাছে ছিলেন না, বাড়িতে ছিলেন না, কোন হাসপাতালে নরম বিছানায় শুয়ে ছিলেন না। বরং পাথুরে জমিতে পড়ে ছিলেন। কিন্তু এমতাবস্থাতেও তিনি এই বার্তা দেন নি যে আমার স্ত্রীকে সালাম বলে দিও আর তাকে বলে দিও যে ছেলে মেয়েদের ভালভাবে প্রতিপালন করতে অথবা আমার সম্পত্তি এইভাবে বন্টন করবে বা অমুক স্থানে আমার যে সম্পদ আছে তা নিয়ে নিও। (তিনি নেতা ছিলেন তাই) বললেন, আমার ছেলে ও ভাইদেরকে আমার পক্ষ থেকে এই বার্তা পৌঁছে দিও যে, মহম্মদ (সা.) তোমাদের কাছে খোদা তা'লার এক মূল্যবান আমানত। যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ ছিল সেই আমানতকে রক্ষা করেছি আর এখন নিজের প্রিয় ভাই ও সন্তানদেরকে আমার শেষ উপদেশ হল, তারাও যেন নিজেদের প্রাণ দিয়ে এই আমানতকে রক্ষা করে। এতটুকু বলার পরই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৩, পৃ: ৪৫-৪৬)

রসুল প্রেমের এমন বহিঃপ্রকাশ মানুষকে বিস্মিত করে তোলে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মধ্যেও রসুল প্রেমের এমন স্পৃহা সৃষ্টি করুন। আর যখন এই চেতনা তৈরী হবে তখন আমরা আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গেও সম্পর্ক উন্নত করব আর নিজেদের দুর্বলতা দূর করারও চেষ্টা করব যাতে আমরা সঠিক ইসলামি রঙে নিজেদের ইবাদত, নৈতিকতা ও আচার আচরণ ও অভ্যাস গড়ে তুলে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

এখন কয়েকজন মরহুমীনদের কথা উল্লেখ করব। তাদের জানাযা আমি পড়াব। প্রথম স্মৃতিচারণ হল ইয়েমেনের মাননীয় ডক্টর মনসুর শুবুতি সাহেব। মনসুর শুবুতি সাহেব ইয়েমেনে আল্লাহর পথে বন্দী ছিলেন। আহমদীয়াতের কারণে সেখানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় আর বন্দী দশাতেই ২৬ শে জানুয়ারী ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।' যেহেতু তিনি খোদার পথে বন্দী ছিলেন আর আহমদীয়াতের কারণে তাঁকে বন্দী করা হয়,

সেখানে উপযুক্ত চিকিৎসার সুবিধাও ছিল না, তাঁর প্রতি কিছুটা নির্যাতনও করা হয়েছে নিশ্চয়। কম বেশি যা বিবরণ রয়েছে, সেখানে বন্দী দশাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাই তাঁকে শহীদই বলা হবে আর এদিক থেকে তিনি ইয়েমেনের প্রথম আহমদী শহীদ।

মরহুম যাদের রেখে গেছেন তারা হলেন, তাঁর বৃদ্ধা মা, স্ত্রী এবং দুই সন্তান আয়মান ও বেলাল। মরহুমের ভাই নাসের সুয়ুতি এখানে লন্ডনে থাকেন। তিনি বলেন, তাঁর মৃতদেহ ১লা ফেব্রুয়ারী তাঁর ছেলের হাতে তুলে দেওয়া হয় কিন্তু সকল আহমদী যেহেতু বন্দী অবস্থায় আছেন- সেখানে তারা প্রায় সকল আহমদীদেরকে, পুরুষদেরকে বন্দী করে রেখেছে। তাই অ-আহমদীরা তাঁর জানাযা পড়ানোর পর তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। নাসের সুয়ুতি সাহেব বলেন, তাঁর দাদু আব্দুল্লাহ মহম্মদ উসমান সুবুতি ইয়েমেনের প্রথম ইয়েমেনি বংশোদ্ভূত আহমদী ছিলেন। ডক্টর মনসুর সুবুতি সাহেবের পিতা মাহমুদ আব্দুল্লাহ্ সুবুতি ইয়েমেনের প্রথম শাহিদ মুরুব্বী ছিলেন। মরহুমের মাতা শাহরুখ নাসরীন সাহেবা, সৈয়্যদ বশীর আহমদ শাহ সাহেব (রাবোয়া) এবং ফারাখ খানাম সাহেবার (রাবোয়া) কন্যা। ফারাহ খানাম সাহেবা জুনুদ পরিবারের সদস্যা। তিনি তাঁর মা হালিমা বানু সাহেবা এবং ভাই হাজি জুনুদুল্লাহ্ সাহেবের সঙ্গে আঁ হযরত (সা.)-এর নির্দেশ পালনের তৌফিক লাভ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে- যখন ইমাম মাহদীর আগমণ ঘটবে তখন তাঁর বয়আত করবে, বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হলেও। তাঁরা কাশগর থেকে বরফের পাহাড় পেরিয়ে কাদিয়ানে এসে বয়আত করেছিন। মনসুর সুবুতি সাহেবের মা সেই পরিবারের সদস্যা ছিলেন। তাঁর নানি সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা বরফ পাড়ি দিয়ে এসেছিলেন।

শাহাদতের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর ছেলে বেলাল সুবুতি লেখেন, নিরাপত্তা রক্ষীরা জোর করে আমাদের বাড়িতে ঢোকে। আমার পিতাকে ধাক্কা দেন। তাঁর বুকে বন্দুক রাখেন। এরপর আমাকে ও আমার পিতাকে ধরে নিয়ে যেতে উদ্যত হলে আমার পিতা বলেন, আমাকে মেরে ফেল, কিন্তু আমার ছেলেকে নিয়ে যেও না। অ-আহমদীদের মধ্যে জানাযা পড়া হল তখন তাঁর এক আহমদী ছেলে জানাযায় ছিল, যার বয়স কেবল ষোলো বছর, আর কোন আহমদী পুরুষ সেখানে ছিল না। যাইহোক, তিনি বলেন, তারা আমার পিতার কাছ থেকে টাকাপয়সা ছিনিয়ে নিয়ে বলে তোমাকে বিদেশ থেকে কেউ টাকা পাঠায়। আমার পিতা বলেন, আমাকে কেউ বিদেশ থেকে টাকা পাঠায় না, এগুলো আমার পরিশ্রমের উপার্জন।

তথাকথিত উলেমা অ-আহমদীদের মাঝে সর্বত্রই এই বিভ্রান্তি তৈরী করে রেখেছে যে আমরা পশ্চিমা দেশগুলি থেকে টাকা নিই এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের হয়ে প্রচার করি (নাউযুবিল্লাহ)। বরং এর বিপরীতে প্রত্যেক আহমদী নিজেই আর্থিক কুরবানী করে ইসলামের বাণী পৃথিবীতে পৌঁছে দিচ্ছে এবং মানবতার সেবা করছে। যাইহোক এর বিবরণ অনেক দীর্ঘ।

এরপর তাঁর স্ত্রী যে বার্তা পাঠিয়েছেন সেটা আমি বর্ণনা করে দিচ্ছি। তিনি বলেন, যারা তাঁকে কয়েদ করে নিয়ে গিয়েছিল তারা আমাকে সেই স্থানটি দেখিয়েছিল যেখানে আমার স্বামীকে বন্দী করে রেখেছিল।তারা বলেন, আমার স্বামী নিজের কক্ষে অধিকাংশ সময় নামায ও নফল নামাযে কাঁদতেন। তারা আরও বলেন, ডক্টর সাহেবকে এই কারণে কয়েদ করা হয়েছিল যে, কিছু আহমদী এই সংবাদ দিয়েছিল যে ডক্টর সাহেবকে ব্রিটেন থেকে টাকা আসে যা তিনি ইয়েমেনে সামরিক বাহিনী তৈরীর জন্য খরচ করেন। অহেতুক মিথ্যা অপবাদ। কিন্তু তদন্ত করার পর এই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আমরা তাকে মুক্তি দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু অস্থিরতার কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। যাইহোক এটা তাদের বয়ান যা তারা তাঁর স্ত্রীকে দিয়েছিল। হতে পারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মনোভাব ভিন্ন ছিল আর অধঃতন কর্তৃপক্ষ আরও বেশি স্বেচ্ছাচারি প্রকৃতির হয়ে থাকে আর তাদের কঠোরতার কারণে তার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলেছে।

যাইহোক তাঁর ভাই নাসের শুবুতি তাঁর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমাদের ভাই ডক্টর মনসুর শুবুতি অত্যন্ত দয়ালু প্রকৃতির ও হিতাকাঙ্খী ভাই ছিলেন। লেখাপড়ায় অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। সারা দেশে প্রথম দশজন ছাত্রের মধ্যে একজন ছিলেন যাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী, নিয়মিত তাহাজ্জুদগুজার ছিলেন। ফজরের পর তিলাওয়াত করতেন। চাঁদার দিক থেকেও অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। আত্মীয়স্বজনদের আগে অন্যদের চিকিৎসা করতেন এবং সহায়তা করতেন। রুগীদের সাথে সব সময় হাসিমুখে কথা বলতেন। গরিব রুগীদের থেকে কোন পয়সা নিতেন না। সঙ্গে ওষুধও দিতেন আর হাসপাতালে ভর্তি করানোর প্রয়োজন হলে এই কাজে সাহায্য করতেন। গরিবদের অপারেশন হলে নিজের বেতন থেকে অপারেশনের ফি রেখে দিতেন। এরপর তিনি ব লেন, আমাদের প্রতিবেশিদের মধ্য থেকে যখনই কেউ অসুস্থ হত আমার ভাইয়ের কাছে চিকিৎসার জন্য আসত। আর তিনি যখন সানা নামক অন্য শহরে চলে যান, তখন প্রতিবেশীদের মন খারাপ হয়ে যায়। মাতাপিতার প্রতি তিনি অনেক সদয় আচরণ করতেন। তাদেরকে হজ্জও করিয়েছেন।

ডক্টর সাহেবের মাতা শাহরুখ নাসরিন সাহেবা বলেন, যখন তিনি অন্তঃসত্তা ছিলেন তখন স্বপ্নে দেখেন যে জয়নব নামে রাবোয়ার এক পুণ্যবতী মহিলা আমার মাকে কোলে তুলে নিয়ে বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আসছেন। আমি হুযূর (আ.)-এর সন্ধানে এদিক ওদিক দেখতে থাকি কিন্তু কাউকেই দেখতে পাই না। এরপর আমার ঘুম ভেঙে যায়। ডক্টর সাহেব আশৈশব তবলীগের বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। স্কুলে দ্বিনীয়াতের শিক্ষককে আহমদীয়াতের তবলীগ করতেন। শিক্ষক মহাশয়ও কোন বিনা বাক্যে তাঁর সব কথা শুনতেন।

তাঁর এক ছেলে আয়মান শুবুতি জার্মানীতে থাকেন। তিনি বলেন, আমার মরহুম পিতা কখনও আমাকে বকাঝকা করেন নি বা প্রহার করেন নি। শুধু একবারের প্রহার আমার মনে আছে। আমি তেরো বছরের ছিলাম। সেই সময় আমি বা-জামাত নামায পড়তে অগ্রাহ্য করেছিলাম। সেই সময় কিছুটা মার খেয়েছিলাম। আর কখনও পিটুনি খাই নি। আমার পিতা সব সময় আমাকে বিপদের সময় দোয়া করার উপদেশ করতেন। তিনি নিজেও এর উপর আমল করতেন। আমি তাঁকে সেজদায় কাঁদতে দেখেছি। যখন স্কুলে ছিলাম তখন আমাদেরকে ফজরের নামাযে জাগাতেন। বা-জামাত নামায পড়তেন। এরপর তিলাওয়াত করতেন। শল্য চিকিৎসায় তিনি পিএইচ.ডি করেছিলেন। এরজন্য তিনি জর্ডন গিয়েছিলেন। সেখানে পাঁচ বছর ছিলেন। আমিও সেখানে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। সেখানে যে মসজিদে বা নামায সেন্টারে জুমআর নামায হত, সেটা এক ঘন্টা দূরত্বে ছিল। প্রত্যেক জুমআয় গাড়ি চালিয়ে সেখানে যেতাম। অধ্যয়নের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। জামাতের বই-পুস্তক প্রচুর পড়তেন। জর্ডন থেকে যখন ফিরে এলেন তখন তার ব্যাগ অনেক ভারি ছিল। আমি তখন মনে করেছিলাম হয়তো তিনি অনেক উপহার নিয়ে এসেছেন। শিশুদের যেমন শখ থাকে মাবাবা উপহার নিয়ে আসবেন। কিন্তু ব্যাগের মধ্যে কোন উপহার ছিল না, তফসীর কবীরের আরবী অনুবাদ এবং আরও কিছু জামাতী বই-পুস্তক ছিল।

আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যেতেন, তারা অ-আহমদী হলেও যেতেন। আমাকে এবং মাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আমি যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম যে অ-আহমদী আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাত করা কেন জরুরী? তিনি বলতেন, আঁ হযরত (সা.) আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার আদেশ দিয়েছেন। যদি রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখি তবে আল্লাহ্ তা'লা অসন্তুষ্ট হবেন।

মারওয়াহ শুবুতি সাহেবা বলেন, অনেক সম্মানীয়, নীতিবান, পুণ্যবান এবং হাসিমুখের মানুষ ছিলেন। স্নেহপরায়ন, সহায়তাকারী, সৎ, দানশীল, দয়ালু, সম্মানীয় এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। লেখাপড়ায় সব সময় অগ্রণী ছিলেন আর সমগ্র ইয়েমেনে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। খিদমতে খালক এবং আহমদীয়াতের খিদমতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। আহমদী ও অ-আহমদী সকলের প্রিয় ছিলেন। আহমদী অ-আহমদী সকলেই তাঁর মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যাথিত।

অ-আহমদীদের অভিমত এখানে এসেছে। ইয়েমেনে ডক্টর সংগঠন এই বিবৃতি দিয়েছে যে, অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো হচ্ছে যে জেনারেল সার্জারী কনসালটালট্যান্ট ডক্টর মনসুর শুবুতি সাহেব পরলোক গমণ করেছেন। অমুক দিন তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। মেডিক্যাল কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ পরে লেখে, তাঁর রহস্যময় মৃত্যুতে চিকিৎসা মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এ যাবৎ পাওয়া তথ্য অনুসারে গ্রেপ্তারীর পূর্বে ডক্টর মনসুর সাহেব বহাল তবিয়তে ছিলেন। তাঁর গ্রেপ্তারির কারণও প্রকাশ্যে আনা হয় নি আর দুই সপ্তাহ পর্যন্ত এটাও জানা যায় নি যে তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃত্যুর এক বা দুই দিন পূর্বে তাঁকে অত্যন্ত গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় প্রকাশ্যে আনা হয়।

তাঁর কিছু অ-আহমদী বন্ধুরাও সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন। এক অ-আহমদী ডক্টর খালিদ আদিব সাহেব বলেন, আমি এই প্রথম সানা হাসপাতালের আপাতকালীন বিভাগে কাজ করতে গিয়ে দেখি এক তরুণ ডক্টরকে চারদিক থেকে অনেক ডাক্তার ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলে একজন সঙ্গী উত্তর দিল, ইনি ডক্টর শুবুতি সাহেব যিনি জেনারেল সার্জারী কনসালট্যান্ট এবং সকল ডাক্তারের চেয়ে বেশি নিরলস ভাবে নিজ কর্তব্যে তৎপর থাকেন। সমস্ত ডক্টর ও ছাত্ররা তাঁর সঙ্গে ডিউটি করা পছন্দ করত। কেননা তিনি সকলকে বেশি বেশি করে শেখানোর ও বোঝানোর চেষ্টা করতেন। ধন-সম্পদ, পদ ও খ্যাতির মোহ তাঁর মোটেই ছিল না। মরহুম অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির, সদা তৎপর, স্বাস্থ্য সচেতন, হাসিমুখ এবং উচ্চ নৈতিকতার অধিকারী ছিলেন। অহংবোধ ও পার্থিবতার মোহ থেকে যোজন যোজন দূরে ছিলেন।

জনৈক ব্যক্তি লেখেন, তাঁর মৃত্যু ইয়েমেনের জন্য বিরাট ক্ষতি। ইয়েমেন এমন ব্যক্তিকে হারাল যে অত্যন্ত স্বচ্ছ হৃদয় ছিল, যিনি আর্ত মানবতার সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে।

আর এক বন্ধু লেখেন, ডক্টর শুবুতি সাহেবের হাতে আরোগ্য ছিল। অত্যন্ত উচ্চ নৈতিকতার অধিকারী ছিলেন। দক্ষিণ ইয়েমেনের সমস্ত পত্রপত্রিকায় তাঁর মৃত্যু নিয়ে বিভিন্ন শিরোণামে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের হত্যা। স্বনামধন্য চিকিৎসকের মৃত্যু। সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় চিকিৎসকের অপহরণ। ইত্যাদি আরও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

যাইহোক কেউ একজন একথাও লিখেছে যে, তাঁর সুবাদে ইয়েমেনে এখন আহমদীয়াতের নাম ছড়িয়ে পড়েছে। আর আল্লাহ্ তা'লা চাইলে তিনি হয়তো তবলীগের মাধ্যম হয়ে উঠবেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন। তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর আত্মীয়স্বজনদেরকে ধৈর্য ও মনোবল দান করুন আর অবস্থার উন্নতি হোক। বাকি সেখানে যে ছোট্ট জামাতটি বেঁচে আছে, তাদের সেখানে যে আল্লাহর রাস্তায় যে বন্দী রয়েছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের মুক্তির দ্রুত উপকরণ সৃষ্টি করুন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাহাত্ম্য, কুরআনের আলোকে

-হাফিজ মখদুম শরীফ, নাজির নশর ও ইশাআত, কাদিয়ান
-অনুবাদক: জাহিরুল হাসান, ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ-
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-
وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا
هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا (سورۃ الفرقان آیت 31)

এবং এই রসুল বলবে, 'হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমার জাতি এই কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তু বানাইয়া লইয়াছে।

মুসলমানোঁ পে তব আদবার আয়া
কি জব তালিমে কুরআঁ কো ভুলায়া

তখন মুসলমানরা অধঃপতিত হয়/ যখন শিক্ষা তারা পবিত্র কুরআনের ভুলে যায়।

অধমের বক্তব্যের বিষয়বস্তু হল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনী, কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্বের আলোকে।

সুধী শ্রোতৃবৃন্দ! সৈয়্যদানা হযরত আকদস মহম্মদ মুস্তফা (সা.) শেষ যুগে যে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আগমণের সংবাদ দিয়েছিলেন তাঁর আবির্ভাবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কুরআন করীমের আশিসমূহ, শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব এবং সত্যতার প্রকাশ ঘটানো। যেমন সূরা জুমআর وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ আয়াতটি নাযেল হল তখন সাহাবাগণ নিবেদন করলেন: হে রসুলুল্লাহ! তারা কারা হবেন যাদের উপর আপনি পুনরায় আয়াত পাঠ করে শোনাবেন, তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন? আঁ হযরত (সা.) উত্তর দিলেন- ঈমান যখন সপ্তর্ষিমণ্ডলে চলে যাবে, তখন পারস্য বংশীয় এক ব্যক্তি সেই তাকে ফিরিয়ে আনবেন। কিছু রেওয়ায়েতে জ্ঞান ও কুরআন পরিত্যক্ত হওয়ার উল্লেখ রয়েছে এবং ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব মানুষের হৃদয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

সুধীশ্রোতৃবৃন্দ! বিলুপ্ত ঈমান এবং পরিত্যক্ত কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'লা কাদিয়ানের এই অখ্যাত গ্রামে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কে আবির্ভূত করলেন। তিনি (আ.) এসে ঘোষণা দিলেন-

আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ অনুসারে কুরআন শরীফের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আমাকে প্রেরণ করেছেন।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৩)

ইক বড়ি মুদ্দত সে দীঁ কো কুফর থা খাতা রাহা/ আব একীঁ সমঝো কি আয়ে কুফর কা খানে কা দিন।

অর্থাৎ এক দীর্ঘ সময় ধরে কুফর ধর্মকে গ্রাস করে রেখেছিল, এখন নিশ্চিত জেনে রাখ, কুফরকে গ্রাস করার দিন এসেছে।

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! যুগের শোচনীয় অবস্থার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন-

বস্তুত এটি এমন এক যুগ যা স্বাভাবিকভাবে দাবি করছিল যে কুরআন শরীফ তার সেই সব গোপন রহস্যাবলী প্রকাশ করুক যা এযাবৎ তার অন্তরে লুক্কায়িত ছিল। ...... অতএব নিশ্চয় জেনে রেখো, সেই দ্বার উন্মোচিত হয়েছে আর কুরআন করীমের গোপন রহস্যাবলী এই জগতের দাম্ভিক দার্শনিকদের নিকট প্রকাশ করে দেওয়া খোদা তা'লার অভিপ্রায়। এখন ইসলামের শত্রু অর্ধ-জ্ঞানী মোল্লার দল এই সংকল্পকে প্রতিহত করতে পারবে না। যদি তারা নিজেদের অকর্ম থেকে বিরত না হয় তবে তাদেরকে ধ্বংস করা হবে এবং প্রতাপশালী খোদা তাদের উপর এমনভাবে প্রহার করবেন যে তারা ধুলোয় মিশে যাবে। এই নির্বোধদের বর্তমান পরিস্থিতির উপর আদৌ দৃষ্টি নেই। তারা কুরআন করীমকে পরাভূত, দুর্বল, শক্তিহীন এবং হেয় হিসেবে দেখতে চায়। কিন্তু এখন সে এক রণবীরের মত বের হবে। হ্যাঁ, সে এক সিংহের ন্যায় ময়দানে অবতীর্ণ হবে আর পৃথিবীর সমস্ত দর্শনবিদ্যাকে গ্রাস করে ফেলবে এবং নিজের আধিপত্য দেখাবেন এবং لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করবেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمْ কে আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণতা দান করবেন। এখন সেই মরিয়মের পুত্র যার আধ্যাত্মিক পিতা পৃথিবীতে প্রকৃত শিক্ষক ছাড়া আর কেউ নন, যিনি তাই আদমের মত। পবিত্র কুরআনের অনেক গুপ্তধন মানুষের মাঝে বিতরণ করা হবে। এমনকি মানুষ গ্রহণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে এবং لَا يَقْبَلُهٗ اَحَدٌ এর স্বার্থক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে এবং প্রতিটি সহজাত প্রকৃতি তার সামর্থ্য অনুযায়ী পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

(এযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৪৬৪-৪৬৭)

ফুরকানের নূর আসলে এমন যা অন্য সকল জ্যোতি থেকে দ্যুতিময় আর বরকতময় তিনি যাঁর কাছ থেকে এই জ্যোতির্মণ্ডিত (স্রোতস্বিনীর) নদীর উদ্ভব হয়েছে।

শ্রোতামণ্ডলী! সৈয়্যদানা হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) এর এই উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট যে, শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য দুইভাবে প্রকাশ পাবে। এক, لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ এর অন্তর্গত বাহ্যিকভাবে সখল ধর্মের উপর পবিত্র কুরআনের সুক্ষ্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের রত্নভান্ডার প্রকাশের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের সত্যতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য সকল ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং ইসলামকে জয়যুক্ত করা হবে। এবং অন্যদিকে وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمْ এর অন্তর্গত মুহাম্মদী উম্মাহর মধ্যে মহান আল্লাহ্ এবং ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলি সম্পর্কে যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয়কে অভ্যন্তরীনভাবে দূর করে, কুরআনের শিক্ষার মাধ্যমে এবং কলুষিত বিশ্বাস ও ধর্মবিশ্বাসকে নির্মূল করার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ইসলাম ধর্মকে মহিমান্বিত করা হবে।

শ্রোতামণ্ডলী! সকল ধর্মের কাছে পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ও সত্যতা প্রকাশের জন্য মহান আল্লাহ্ হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)কে পবিত্র কুরআনের বিশেষ জ্ঞান ও উপলব্ধি দান করেন এবং তাঁকে তরবীয়ত করেন। সৈয়্যদানা হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তিনি আমার প্রতি স্নেহদৃষ্টি দিয়েছেন, আমাকে গ্রহণ করেছেন, আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমাকে লালন পালন করেছেন আর আমাকে নিজের পক্ষ থেকে সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও সঠিক চিন্তাধারা দান করেছেন। অনেক জ্যোতি আমার হৃদয়ে সঞ্চারা করা হয়েছে যার কল্যাণে সেইজ্ঞান আমি লাভ করেছি যা অন্যরা জানে না আর তাঁর পক্ষ থেকে আমি তা পেয়েছি যা আমার বিরোধিরা বুঝতেও পারে না। আর এর ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রে আমি এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছি অধিকাংশ মানুষের চিন্তা-ভাবনাই সেখানে পৌঁছতে পারে না। এটি নিছক তাঁর অনুগ্রহ বিশেষ এবং তিনি শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকারী।"

(হামামাতুল বুশরা, রূহানী খাযায়েন, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৮৪-২৮৫)

তিনি (আ.) আরও বলেন:

'এটা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ এবং তাঁর অসীম করুণা যে তিনি চান তাঁর দ্বীনের সম্মান আমার মত একজন অধমের হাতে প্রকাশ পাক। ইসলামের বিরুদ্ধে আমাদের বিরোধীরা যে আপত্তি ও প্রচারণা চালিয়েছে আমি একবার গণনা করেছি এবং আমার মতে ও অনুমানে তাদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার এবং আমি মনে করি যে এখন সংখ্যাটি আরও বেড়েছে। কেউ যেন এটা মনে না করে যে ইসলামের ভিত্তি এমন দুর্বল বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যে এর বিরুদ্ধে তিন হাজার আপত্তি উঠতে পারে। এমনটা কখনই নয়। এসব আপত্তি সংকীর্ণমনা ও অজ্ঞদের দৃষ্টিতে আপত্তি। কিন্তু আমি আপনাকে সত্য বলছি যে আমি যেখানে এই আপত্তি গুলিকে গণনা করেছি, আমি এটাও বিবেচনা করেছি যে এই আপত্তিগুলির গভীরে এমন কিছু বিরল সত্য রয়েছে যা অন্তদৃষ্টির অভাবে আপত্তিকারীদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

এটা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা যেখানে অন্ধ আপত্তিকারীরা এসে আটকে গেছে। অন্যদিকে মারেফাত ও তত্ত্ব জ্ঞানের এক গুপ্তভাণ্ডার রয়েছে এবং মাহান আল্লাহ্ তা'লা আমকে প্রেরণ করেছেন যেন এই সমাধিস্থ ধন-সম্পদগুলোকে বিশ্বের সামনে প্রকাশ করি এবং এই উজ্জ্বল রত্নগুলোর উপর যে অপবিত্র আপত্তির কাদা নিক্ষেপ করা হয়েছে। (অর্থাৎ পবিত্র কুরআন করীমের উপর) আমি এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র করি। পবিত্র কুরআনের সম্মানকে প্রতিটি অশুভ শত্রুর আপত্তি থেকে পবিত্র করার জন্য মহান আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান এই সময়ে প্রবল উত্তেজনায়।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮)

যে গুপ্তধন হাজার বছর ধরে সমাধিস্থ ছিল/ একন কোন প্রার্থী পাওয়া গেলে দিতে পারি তা।

তিনি (আ.) বলেন: সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমার হাতে এবং আমারই মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা এবং সকল বিরোধী ধর্মের অকার্যকরতার প্রমাণ করবেন। .... আমার হাত থেকে স্বর্গীয় নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছে এবং আমার কলম থেকে কুরআনের সূক্ষ্ম ও তত্ত্বজ্ঞান জ্বলজ্বল করছে।"

(তারিয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, ১৫তম খণ্ড, পৃ: ২৬৫-২৬৮)

শ্রোতামণ্ডলী! আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে সুলতানুল কলম এবং তাঁর কলমকে যুলফিকারে আলি উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি প্রায় নব্বইটি পুস্তক রচনা করেছেন যা রূহানী খাযায়েন নামে একটি সেটে আকারে পাওয়া যায়। তাঁর তিনশত বিজ্ঞাপন তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। মালফুযাত

যুগ ইমামের বাণী

হে পুণ্যকর্ম ও সাধুতার প্রতি আহুত জনমন্ডলী! নিশ্চয় জানিও খোদাতা'লার প্রতি আকর্ষণ তোমাদের মধ্যে তখনই জন্মিবে এবং তখনই তোমাদিগকে পাপের ঘৃণিত কলঙ্ক হইতে পবিত্র করা হইবে, যখন তোমাদের হৃদয় একীন-পূর্ণ হইবে।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ৯৪)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

যুগ ইমামের বাণী

যে ব্যক্তি মানব জাতির প্রতি ক্রোধ-বৃত্তি বৃদ্ধি করে সে ক্রোধ দ্বারাই ধ্বংস হয়। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ৯৪)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum and Family, Bhagbangola, (MSD)

এর দশ খণ্ড, জ্ঞান ও মারেফাতে পরিপূর্ণ তাঁর সাতশ' পত্রাবলীর সমষ্টি পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বর্ণিত উর্দু কবিতার পঙক্তি, ফারসি ও আরবি কবিতা, এবং তাঁর বর্ণিত তফসীরুল কুরআন আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়েছে তিনি তাঁর এসব রচনায়, কবিতায় ও পঙক্তিতে পবিত্র কুরআনের সুমহান মহিমা ও মর্যাদা এবং এর অতুলনয়ি সৌন্দর্য বিশ্বের কাছে প্রকাশ করেছেন। এর অনন্য সাধারণ সৌন্দর্য প্রকাশের মাধ্যমে একটি জগতকে এর সামনে আবর্তিত করে দিয়েছেন। এবং পবিত্র কুরআনের অসাধারণ সূক্ষ্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের উপর থেকে পর্দা উন্মোচন করে তিনি এর দিকনির্দেশনার জ্যোতি ও অনুগ্রহ বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। এবং সর্বোপরি তিনি যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, পবিত্র কুরানই হল পৃথিবীর সার্বজনীন শরীয়ত, যা অনন্তকালের জন্য একটি জীবন্ত বিধান হওয়ার অধিকারী। যার শিক্ষা সর্বদার জন্য, যা প্রতিটি যুগ এবং তার চহিদা মেটাতে সক্ষম।"

শ্রোতৃমণ্ডলী! খাকসার সময় সংক্ষিপ্ততার কথা মাথায় রেখে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্য থেকে কয়েকটি উল্লেখ করব।

যৌবনের শুরুতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে কাশফের মাধ্যমে জানানো হয়েছিল যে, তিনি কুতুবি নামক একটি কিতাব রচনা করবেন। আর কুতুবি শব্দের মধ্যে এমন প্রজ্ঞা রয়েছে যে, এটি তার শক্তিশালী প্রমাণাদি ও স্থির ও অটল যুক্তির কারণে দিগন্তে তারার নায় উদিত হবে এবং সমগ্র বিশ্বকে সত্য দ্বীনের দিকে নিয়ে আসবে। 'বারাহীনে আহমদীয়া' প্রকাশের মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই দিব্যদর্শনটি বাস্তবায়িত হয়। এই গ্রন্থটি একটি নতুন ধর্মতত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর সাত ডজন বইয়ের অগ্রদূত হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল।

তিনি তাঁর এই অসাধারণ রচনা বারাহীনে আহমদীয়া'-র মাধ্যমে সকল ধর্মের নেতা এবং দার্শনিকদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে পবিত্র কুরআনের বাস্তবতা এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যতার প্রমাণে কুরআন থেকে যে ৩০০টি যৌক্তিক ও বলিষ্ঠ প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে, যদি কোন অমুসলিম স্বীয় ঐশী গ্রন্থ থেকে তার ধর্ম বিশ্বাসের বৈধতা প্রমাণ করে অথবা যদি সে সমান সংখ্যক প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে না পারে,তবে তার ইলহামী কিতাব থেকে অর্ধেক বা তৃতীয় অংশ বা চতুর্থ অংশ বা পঞ্চম অংশ বের করে দেখাতে হবে। অথবা যদি যুক্তি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে আমাদের যুক্তিগুলো সংখ্যা ভিত্তিকভাবে খণ্ডন করে দেখায়, তাহলে আমার দশ হাজার টাকার মূল্যের সম্পত্তি অনতিবিলম্বে তার কাছে হস্তান্তর করা হবে।" তিনি (আ.) বলেন-

"প্রকৃত,এই গ্রন্থটি সত্যানুসন্ধানীদের জন্য একটি সুসংবাদ এবং ইসলাম অস্বীকাকারীদের বিরুদ্ধে একটি ঐশী প্রমাণ, যার জবাব কেয়ামত পর্যন্ত তারা দিতে পারবে না এবং এই কারণে দশহাজার টাকা পুরস্কারের একটি বিজ্ঞাপন এর সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যাতে ইসলামের সত্যতাকে অস্বীকারকারী প্রত্যেক শত্রুর বিরুদ্ধে পূর্ণ প্রমাণ থাকুক এবং স্বীয় ভ্রান্ত ধারণা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসে অহংকারী ও প্রতারিত না হয়। "

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৩)

কেউ পরীক্ষা দিতে আসে নি/ আমরা প্রত্যেক প্রতিপক্ষকে আমাদের বিরুদ্ধে আহ্বান করেছি।

সুধী দর্শকমণ্ডলী!

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র কুরআনের মহাত্ম্য পরিবেশনায় তাঁর অনন্যসাধারণ একটি বিস্ময়কার কৃতিত্ব হল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইসলামী নীতি দর্শন' রচনা যা আজও পুণ্যচেতা ও ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তিদের মধ্যে তার আকর্ষণ অব্যাহত রেখেছে। গ্রন্থটির অসাধারণ মহিমা ও মর্যাদা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-

'ধর্ম মহোৎসব, যা লাহোর টাউন হলে ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৯৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এই অধমের একটি নিবন্ধ সেখানে পাঠ করা হবে। এটি এমন একটি নিবন্ধ যা মানবীয় শক্তির চেয়ে উচ্চতর এবং খোদায়ী নিদর্শনগুলির মধ্য থেকে একটি এবং বিশেষকরে তাঁর সমর্থনে লেখা। এর মধ্যে কুরআন শরীফের সেই সব সূক্ষ্ম ও তত্ত্বজ্ঞান বর্ণিত হয়েছে যেগুলির দ্বারা সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হবে যে প্রকৃতপক্ষে এটি হল খোদার বাণী এবং বিশ্বজগতের প্রভু প্রতিপালকের বিধান। আর যিনি এই নিবন্ধটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঁচটি প্রশ্নেরই উত্তর শুনবেন, আমি বিশ্বাস করি যে তার মধ্যে এক নতুন ঈমানের জন্ম হবে এবং এক নব জ্যোতির প্রস্ফুটন ঘটবে তার মধ্যে। এবং খোদা তা'লার পবিত্র বিধানের একটি ব্যাপক ব্যাখ্যা তার হস্তগত হবে।.. আমাকে সর্বজ্ঞানী খোদা ঐশী বাণীর মাধ্যমে অবগত করেচেন যে এটি এমন একটি বিষয় যা সবার উপরে প্রাধান্য পাবে। এবং এতে সত্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সেই জ্যোতি বিদ্যমান, যা অন্যান্য জাতিগুলি, যদি তারা উপস্তিত থাকে এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তা শোনে তবে তারা লজ্জিত হবে। এবং কখনই স্বীয় গ্রন্থে এই বৈশিষ্ট দেখাতে পারবে না।.. কারন মহান আল্লাহ্ তা'লা ইচ্ছা করেছেন যে এই দিনে এই পবিত্র গ্রন্তের মহিমা প্রকাশিত হোক। আমি দিব্যদর্শনে এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ করেছি যে, আমার গৃহে অদৃশ্য থেকে একটি হাত রাখা হয়েছে। আর এর স্পর্শে.... গৃহ থেকে একটি জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমার হাতেও এই জ্যোতি এসে পড়ে তখন আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে বললেন- 'আল্লাহ আকবার খারবতু খাইবার'। এর ব্যাখ্যা হল, এই গৃহ বলতে আমার হৃদয়কে বোঝানো হয়েছে, যা জ্যোতির অবতরণ ও বিলুপ্তির স্থান এবং সেই জ্যোতি হল কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান।

আর খায়বার বলতে সেই সব খারাপ ধর্মকে বোঝায় যেখানে শিরক ও মিথ্যার সংমিশ্রণ রয়েছে এবং মানুষ খোদার স্থান দেওয়া হয়েছে বা খোদার গুণাবলীর মর্যাদাহানী হয়েছে। তাই আমাকে বলা হয়েচে যে এই নিবন্ধটি প্রসারিত হওয়ার পর, ভণ্ড ধর্মের মিথ্যাগুলি উন্মোচিত হবে এবং কুরআনের সত্যতা দিনে দিনে পৃথিবীতে প্রসারিত হবে যতক্ষণ না এটি তার বৃত্ত সম্পূর্ণ করে অতঃপর আমি দিব্যদর্শনে এই অবস্থা থেকে ঐশীবাণীর দিকে স্থানান্তরিত হয়েছিলাম এবং এই ইলহাম হল- اِنَّ اللّٰهَ مَعَكَ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْمُ اَيْنَمَا قُمْتَ অর্থাৎ খোদা তোমার সঙ্গে আছেন এবং তুমি যেখানে দাড়িয়ে আছ সেখানে খোদা দাঁড়িয়ে আছেন। এটি ঐশী সমর্থনের জন্য একটি রূপক মাত্র।

(তারিয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃ: ২২৬-২২৭)

শ্রোতামণ্ডলী! ইসলামী নীতি দর্শন সম্পর্কিত এই প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআনের বাস্তবতা ও মারেফাত, ঐশী জ্ঞান ও ইরফানের একটি অনন্য ও অসাধারণ ব্যাখ্যা এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কর্তৃক কুরআনের মহিমা প্রকাশের প্রচেষ্টায় একটি মাইল ফলক। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর ঐশী সমর্থনপ্রাপ্ত প্রবন্ধটি শুধু স্থানীয়ভাবে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ ও বিশ্বের বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে এমন এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল যে শুধু মহান চিন্তাবিদরাই নয়, সেই সময়ের সংবাদপত্রগুলিও এই নিবন্ধটির প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠে প্রকাশে ঘোষণা করে যে এই নিবন্ধটি সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। যেমন এক সংবাদপত্র লিখছে-

মির্যা সাহেব পবিত্র কুরআন থেকে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন (যেমনটি যথাযথ ছিল) এবং উপযুক্ত যুক্তি ও দর্শন দিয়ে ইসলামের সমস্ত প্রধান মূলনীতি ও নীতিমালা ব্যাখ্যা ও অলঙ্কৃত করেছেন। "

(আখবার চৌদবী সদী, রাওয়ালপিণ্ডী, ১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭)

পাদ্রী ইমাদুদ্দীন 'যাইনুল আকওয়াল' নামে এক পুস্তক লিখে পবিত্র কুরআনকে আক্রমণ করেছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের সূক্ষ্ম ও তত্ত্বজ্হান প্রকাশ করে এর প্রত্যুত্তরে নুরুলহক পুস্তকটি রচনা করেন। এ ধরণের দৃষ্টান্ত দু-একটি নয়, অসংখ্য তাঁর লেখনীতে পাওয়া যায়। তিনি প্রত্যেক ধর্মের মানুষকে তাদের স্বীয় ঐশী গ্রন্থ দিয়ে তাদের ধর্মের দাবি ও যুক্তি প্রমাণের আমন্ত্রণ জানান। তর্ক-বিতর্ক, বক্তৃতা এবং লেখনীতে একই মৌলিকতা ও নীতি ব্যবহার করে তিনি পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ও মহিমা বৃদ্ধি করেছেন। কারণ পবিত্র কুরআন তার বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ শিক্ষার কারণে সকল আসমানী গ্রন্তের মধ্যে অনন্য ও অসাধারণ।

(কুরআনের রূপ ও সৌন্দর্য হল প্রতিটি মুসলমানের প্রাণ/কামার হলো চাঁদ অন্যদের আর আমাদের চাঁদ হল কুরআন।

তার দৃষ্টান্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।/ দয়াবান খোদার পবিত্র বাণীতে এটা কিভাবে হতে পারে/ এর প্রতি শব্দে চিরন্তন বসন্তের আনাগোনা চলছে/ এই বৈশিষ্ট না শরতের আছে, না এর কোন বাগিচা বিদ্যমান)

শ্রোতামণ্ডলী! হযরত আকদস মওউদ (আ.) বিধর্মীদের বিরুদ্ধে পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য প্রমাণ করেছেন, সেখানে তিনি উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার অভ্যন্তরীণভাবে পবিত্র কুরআনের প্রতি আরোপিত ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ধারণাগুলি দূর করে যে সর্বশক্তিমান খোদার গুণ এখন রহিত হয়েছে। তিনি আগে কথা বলতেন, এখন কথা বলেন না। মুজিব-উদ-দাওয়াত (দোয়াগ্রহণকারী) আল্লাহর প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস উঠে গিয়েছিল এবং তারা ওহী ও প্রত্যাদেশকে অস্বীকার করেছিল। স্যার সৈয়্যদ আহমদ খানের মতো পণ্ডিতগণ দোয়ার দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

শ্রোতামণ্ডলী! হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমণের মূল উদ্দেশ্য এবং তাঁর সবচেয়ে বড় অলৌকিক ঘটনা হল তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং প্রার্থনা গ্রহণকারী খোদাকে উপস্থাপন করেছিলেন। এবং জীবিত খোদার স্বরূপ তাঁর অস্তিত্বের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি প্রমাণ করেছেন যে পবিত্র কুরআনকে সত্যিকার অর্থে অনুসরণ করার মাধ্যমে একজন জীবিত

যুগ ইমামের বাণী

খোদাতা'লার দিকে আস এবং তাঁহার প্রতি প্রত্যেক বিরোধ ভাব পরিহার কর। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ৯৪)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

যুগ ইমামের বাণী

সংযমী হও, যেন তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং তোমরা খোদাতা'লার আশিস প্রাপ্ত হও। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ৯৪)

দোয়াপ্রার্থী: Ayesha Begum, Harhari, Murshidabad

খোদাকে লাভ করেন এবং খোদার আন্তরিক কথোপকথনের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন কুরআন তার আধ্যাত্মিক গুণাবলী এবং ব্যক্তিগত জ্যোতি দিয়ে তার প্রকৃত অনুসারীদের আকর্ষণ করে।এবং তার হৃদয়কে আলোকিত করে তোলে, অতঃপর মহান নিদর্শন দেখিয়ে আল্লাহ্ তা'লা সাথে এমন সম্পর্ক স্থাপন করে যে, এমন তরবারি দিয়েও সেগুলিকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে না যা কেটে টুকরো টুকরো করতে উদ্যত হয়। সে হৃদয়ে চোখ খুলে দেয় এবং পাপের নোংরা ঝর্ণা বন্ধ করে দেয় এবং খোদার মধুর কথোপকথনের সম্মান প্রদান করে। এবং সে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করে এবং যখন প্রার্থনা কবুল হয় তখন তাঁর বাণী দ্বারা অবহিত করে। আর যে ব্যক্তি, পবিত্র কুরআনের প্রকৃত অনুসারী এমন ব্যক্তির বিরোধিতা করে, আল্লাহ্ তার কাছে স্বীয় ভয়ংকর নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে প্রকাশ করেন যে তিনি তার মান্যকারীর সাথে আছেন।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩০৫-৩০৯)

তিনি আরও বলেন, 'আমি শ্রোতাদের আশ্বস্ত করছি যে, যে খোদার সাক্ষাতে মানুষের মুক্তি ও অনন্ত সমৃদ্ধি, তাকে পবিত্র কুরআন অনুসরণ ছাড়া পাওয়া যাবে না।.. আর নিশ্চয় বুঝবেন যে, যেমন আমাদের পক্ষে চোখ ছাড়া দেখা বা কান ছাড়া শোনা বা জিহ্বা ছাড়া কথা বলা সম্ভব নয়, তেমনি কুরআন ছাড়া এই প্রিয়তমের মুখ দেখাও সম্ভব নয়। আমি তরুণ ছিলাম, এখন আমার বয়স হয়েছে, কিন্তু এই নির্মল ঝর্ণা ছাড়া এই ঐশী জ্ঞানের পেয়ালা পান করেছেন এমন কাউকে পাই নি।

(ইসলামী উসুল কি ফিলাসফী, রুহানী খাযায়েন, ১০মখণ্ড, পৃ: ৪৪২-৪৪৩)

আল্লাহর বাণী/ তা ছাড়া জ্ঞান অসম্পূর্ণ/ সারা বিশ্বের সমস্ত দোকান অনুসন্ধান করা হয়েছে/ তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র আধার এটাই পাওয়া গেছে।/ সত্যের একত্ববাদের চারাগাছটি শুকিয়ে গিয়েছিল।/ এই ঝর্ণাটি অদৃশ্য থেকে দেখা দিয়েছে।

শ্রোতামণ্ডলী! মুসলমানদের মধ্যে , কুরআন করীম সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা নাসিখ ও মনসুখ মাথা চাড়া দিয়েছিল। আল্লামা মুহাম্মাদ বিন হাজাম এ বিষয়ে মুসলমানদের আকিদা বর্ণনা করেছেন।

'পবিত্র কুরআনে রহিত আয়াতের অর্থ হল কুরআনে একটি আয়াত লেখা হয়েছে, কিন্তু তা আমলযোগ্য নয়, শুধু তিলাওয়াত করা উচিত। এটি কার্যকর করার আদেশ নয় কারণ মনসুখ (রহিত) আয়াত হওয়ার কারণেএটির আদেশ বাতিল হয়ে গেছে।

(নাসিখ মনসুখ, পৃ: ১৪৬)

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ শাহ মুহাদ্দিস দেহলভী পাঁচটি আয়াত, আল্লামা সুয়ুতি ২০টি এবং কিছু আলেম রহিত আয়াতের সংখ্যা ৫০০ পর্যন্ত বলেছেন। যার কারণে কুরআনের বাকি অংশ নির্ভরযোগ্য ছিল না। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) এ ভ্রান্ত বিশ্বাসকে খণ্ডন করে পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তিনি (আ.) বলেন–

'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, পবিত্র কুরআন হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ এবং এর একটি বিন্দু বা কমা এর নিয়ম, সীমা, আদেশ ও বিধানের চেয়ে কোন অংশে বেশি বা কম হতে পারে না। আর এখন আল্লাহ্ পক্ষ থেকে এমন কোন প্রত্যাদেশ বা ঐশী বাণী হতে পারে না যা কুরআনের বিধানকে সংশোধন বা রহিত ক রতে পারে বা কোন বিধান পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হতে পরে। কেউ যদি এ রকম চিন্তা-ভাবনা করে তবে সে মু'মিন সম্প্রদায় থেকে বাদ পড়ে নাস্তিক ও কাফির।"

(ইযালায়ে আওহাম, রুহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬৯-১৭০)

সম্মানীয় শ্রোতা! আহলে হাদীসের পক্ষ থেকে পবিত্র কুরআনের উপর হাদিসকে প্রাধান্য দেওয়ার ফিতনা পবিত্র কুরআনের মর্যাদাহানির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এই ক্ষেত্রেও তিনি (আ.) পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ও মহিমা প্রদর্শন করেছেন। তিনি আরও বলেন- "কুরআনের মাহাত্ম্য এখন আর মুসলমানদের মধ্যে নেই। শিয়া, তারা তাদের ইমামদের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেয় এবং অন্যান্য দলগুলি কুরআনের উপর বিচারক হিসেবে হাদিসকে নিযুক্ত করে।"

(মালফফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৪)

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে বলেন-

'আজ রাতে আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয় যে একটা ফলদার বৃক্ষ উত্তম ও সুন্দর ফলে সুসজ্জিত হয়ে রয়েছে। এবং কিছু জামাত (লোক) কষ্ট এবং জোর করে একটা আগাছাকে তার উপর তুলে দিতে চাইছে। যার কোন মূল নেই, শুধুমাত্র তুলে রাখা হয়েছে। সেই আগাছাটি আফতেমুন (এক প্রকার আগাছা-অনুবাদক) সদৃশ। যেমন যেমন আগাছাটি বৃক্ষটির উপর উঠছে তার ফলগুলি বিনষ্ট করে দিচ্ছে। আর সেই সুন্দর বৃক্ষটিতে এক প্রকার কদর্য রূপ সৃষ্টি হচ্ছে। আর যে ফলের আশা করা হচ্ছিল তা বিনষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। বলা ভাল, কিছু ইতিমধ্যে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তখন আমার হৃদয় এটা দেখে ঘাবড়ায় এবং বিগলিত হয়ে যায়। তখন আমি একজনকে যে পুণ্যবান ও পবিত্রমানুষরূপে সেখানে দণ্ডায়মান ছিল তাকে জিজ্ঞাসা করি যে, এটা কি বৃক্ষ? আর সেই আগাছাটির পরিচয় কি? যে এমন দৃষ্টিনন্দন একটা বৃক্ষকে আবর্তে ধরে রেখেছে। সে উত্তরে আমাকে জানায় যে, এই বৃক্ষটি হল আল্লাহ্ তা'লার বাণী কুরআন আর ওই আগাছাটি হল সেই সমস্ত হাদীস এবং অন্যান্য উক্তিসমূহ যা কুরআনের পরিপন্থী অথবা যেগুলোকে বিরোধিতাকারী বলে মনে করা হয় তাদের আধিপত্যই বৃক্ষটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এবং তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলেছে। তখন আমার চোখ খুলে যায় ।"

(রিভিউ বার মোবাহেসা বাটালবী ও চকড়ালবী, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ২১২)

বাগিচা শুষ্ক হয়ে গেছে, ফল সব ঝরে গেছে/ আমি খোদার কৃপা এনেছি অতঃপর ফলের সঞ্চার হয়েছে

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর উপর একটি ইলহাম হয়েছিল- يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ

তিনি বলেন, আমাকে হযরত ইয়াহইয়ারর সঙ্গে সম্পর্ক দেওয়া হয়েছে, কারণ ইয়াহইয়াকে ইহুদীদের সে সব জাতির সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে, যারা আল্লাহর কিতাব তওরাতকে পরিত্যাগ করে হাদীসের প্রতি প্রবল অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল এবং সব কিছুতে হাদীস পেশ করত। একইভাবে এ যুগে আহলে হাদীসের লোকদের সাথে আমাদের মোকাবেলা হয়, আমরা কুরআন পেশ করি আর আর তারা হাদীস পেশ করে চলেছে।

তিনি বলেন,

'পবিত্র কুরআন হাদীস থেকে সব কারণেই শ্রেষ্ঠ এবং এটি হাদীসে সত্যা বিচারের মানদণ্ড। এবং আমি পবিত্র কুরআন প্রকাশকরার জন্য সর্বশক্তিমান খোদা কর্তৃক নিযুক্তহয়েছি যাতে আমি মানুষের কাছে পবিত্র কুরআনের সঠিক উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে পারি। "

(আল হক মোবাহাসা লুধিয়ানা, রুহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩০)

তিনি আরও বলেন,

'এখন খোদা কুরআনের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করতে চান। আল্লাহ্ আমাকে এর জন্য নিযুক্ত করেছেন এবং আমি তাঁর অনুপ্রেরণা ও প্রত্যাদেশ দ্বারা পবিত্র কুরআন অনুধাবন করতে পারি।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৫০)

তিনি আরও বলেন,

'আমার মর্যাদা একজন সাধারণ আলেমের মত নয়, আমার মর্যাদা নবীদের। আমাকে স্বর্গীয় মানুষ করুন। তাহলে মুসলমানদের মধ্যে বিবদমান এই সমস্ত ঝগড়া-বিবাদের একযোগে নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে হাকাম হিসেবে আগমণ করেছে। তিনি যে পবিত্র কুরআনের অর্থ করবেন তা সঠিক হবে এবং তিনি যে হাদীসটিকে সঠিক ঘোষণা করবেন সেটিই হবে সঠিক হাদীস। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৯)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর জামাতকে উপদেশ করে বলেন-

'তোমাদের জন্যএকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল পবিত্র কুরআনকে পরিত্যক্ত হিসাবে ছেড়ে দিও না, কারণ এতে তোমাদের জীবন রয়েছে। যারা কুরআনে সম্মান করবে তারা আসমানে সম্মানিত হবে। যারা প্রতিটি হাদীস ও প্রতিটি কথার উপরে কুরআনকে প্রথম স্থান দেয় তারা আসমানে প্রথম স্থান পাবে। কুরআন ছাড়া পৃথিবীতে মানবজাতির জন্য কোন গ্রন্থ নেই।"

(কিশতিয়ে নূহ, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ১৫)

তিনি আরও বলেন,

'আমি 'কুরআন' শব্দটি নিয়ে চিন্তা করলাম, তখন আমার মনে হল যে, এই বরকতময় শব্দটিতে একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, অর্থাৎ এই কুরআন পাঠযোগ্য একটি গ্রন্থ এবং এক যুগে এটি আরও বেশি পাঠযোগ্য গ্রন্থ হয়ে উঠবে, যখন কিনা অন্যান্য গ্রন্থগুলি তার সঙ্গে পড়ার ক্ষেত্রে শরিক করা হবে। তখন ইসলামের সম্মান রক্ষার জন্য এবং মিথ্যাকে নির্মূল করার জন্য এই একটি গ্রন্থই পাঠযোগ্য হবে এবং অন্যান্য বই অবশ্যই ত্যাগের যোগ্য হবে। এবং তিনি (আ.) বলেন, ফুরকানের একই অর্থ রয়েছে.অর্থাৎ এই একটি কিতাব হবে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী এবং হাদীসের কোন কিতাব বা অন্য কিতাব এই মর্যাদা ও ভিত্তির অধিকারী হবে না।..... এখন সব বই ছেড়ে দিনরাত আল্লাহর কিতাব অধ্যায়ন কর।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৬)

প্রিয় শ্রোতা! পবিত্র কুরআনের অবমাননার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি কারণ ছিল জিহাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি যে, বিধর্মীদেরকে জোরপূর্বক ইসলামে বাধ্য করা যায় এবং জিহাদ মানে শুধু মাত্র তরবারির জিহাদ। মুসলমানদের মধ্যেও খুনি মাহদীর ধারণা বিদ্যমান ছিল। তিনি (আ.) পবিত্র কুরআন থেকে জিহাদের সঠিক ব্যাখ্যা এবং প্রকৃত জিহাদ যে নফসের জিহাদ তা ব্যাখ্যা করেন এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রকাশ ও প্রচারকে তিনি 'জিহাদে কবির' (অর্থাৎ জিহাদ বা সর্বাপেক্ষা বড় জিহাদ) নামে সংজ্ঞায়িত করেন।

একইভাবে তিনি পবিত্র কুরআনের ৩০টি আয়াত থেকে খৃষ্টের জীবনী সংক্রান্ত বিশ্বাসকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে ইসলামকে নব জীবন দান করেছেন এবং কুরআনের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করেছেন। তিনি তাঁর কবিতার পঙক্তিতে বলেন-

ফুরকান (অর্থাৎ কুরআন) সরাসরি তার মৃত্যু ঘোষণা করে/ মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছে/ তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাননি/ এটি ত্রিশটি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত

শ্রোতামণ্ডলী! আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে খায়রে উম্মত (উত্তম উম্মত অথা উম্মতে মোসলেমা) কে সকল আধ্যাত্মিক পুরস্কারে সুসংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন মুসলমানরা খাতামান্নাবীঈন আয়াতের অনুপযুক্ত ব্যাখ্যা করে এবং সকল প্রকার ভবিষ্যদ্বাণীর দরজা বন্ধ বলে মনে করে। তিনি খাতামান্নাবীঈন

আয়াতের প্রকৃত রহস্য উপস্থাপন করে বলেন যে, খাতামের অর্থ হল মোহর এবং মহানবী (সা.) কে পূর্ণতার জন্য একটি মোহর দেওয়া হয়েছিল।

এখন নবুয়্যতের পুরস্কার কেবল সেই ব্যক্তিই পেতে পারে যে তার সাথে মোহম্মদী মোহরকে বহন করে। দামান মুস্তফার সাথে যুক্ত থাকুন। (অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর আঁচলের সাথে নিজেকে সংযুক্ত রাখুন) তিনি (আ.) বলেন-

'যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তা হলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হতে বিমুখ না হও তা হলে এটি তোমাদেরকে নবী সদৃশ করতে পারে। কুরআন শরীফ ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্র সর্বপ্রথমেই পাঠককে এই প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছে এবং এই আশ্বাস দিয়েছে যে-

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِمۡ

(সূরা ফাতিহা: ৬-৭)

অর্থাৎ আমাদেরকে সেই পুরস্কার লাভের পথ প্রদর্শন কর যা পূর্ববর্তীগণকে প্রদর্শন করা হয়েছে। যাঁরা নবী-রসুল, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ ছিলেন। ' সুতরাং নিজেদের সাহাস বৃদ্ধি কর এবং কুরআন শরীফের আহ্বান অগ্রাহ্য করো না, কারণ এটি তোমাদেরকে ঐ সকল আশিস প্রদান করতে চায় যা তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে প্রদান করা হয়েছিল।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ২৭)

সুধী মণ্ডলী! কুরআনের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য, আল্লাহ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে একটি মহান নিদর্শন, কুরআনের তফসীরও দান করেছিলেন। তাঁর সমস্ত পুস্তক কুরআন শরীফের তফসীরের অনবদ্য উৎস, যেখানে তিনি অলৌকিকভাবে কুরআনের ভাষা, অর্থাৎ আরবী ভাষায় তফসীরের জন্য কিছু পুস্তক রচনা করেছিলেন এবং বিরোধীদেরকে এর বিরুদ্ধে তাফসীর লেখার চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁর সাথে প্রতিযোগিতা করার সাহস করে নি। পীর মেহের আলি শাহ গোলড়বীকে একটি তফসীর লেখার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি 'এজাজুল মসীহ' নামে আরবীতে সূরা ফাতিহার একটি প্রাঞ্জল ও বাগ্মী তফসীর প্রকাশ করেন। এই পুস্তক সম্পর্কে তাঁর ইলহাম হয়-

مَنْ قَامَ لِلْجَوَابِ وَ تَنَمَّرَ
فَسَوْفَ يَرَى اَنَّهُ تَنَدَّمَ وَتَذَمَّرَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এই পুস্তকটির প্রতিক্রিয়া লেখার জন্য প্রস্তুত হয় সে শীঘ্রই দেখতে পাবে যে সে এটির জন্য অনুশোচনা করেছে এবং অনুশোচনায় শেষ হয়েছে। ঐশী বাণী অনুযায়ী পীর মেহের আলি শাহ এই তফসীরের বিরোধিতা করে একটি শব্দও লেখার সাহস পান নি এবং শেষ পর্যন্ত অনুশোচনা ও লাঞ্ছনায় পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়। এই পুস্তকটি বাগ্মীতার আরব দেশের সংবাদপত্রগুলি স্বীকার করেছিল। তিনি বলেন যে, পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতার ছায়াতলে আমাকে আরবী ভাষার বাগ্মীতাতার নিদর্শন দেওয়া হয়েছে। তার সাথে পাল্লা দিতে পারে এমন কেউ নেই। (জরুরাতুল ইমাম, ১৩তম খণ্ড, পৃ: ৪৯৬-৪৯৭)

তিনি আরও বলেন যে, আমি অনেকবার বলেছি যে আমার বিরোধীরাও একটি সূরার তফসীর রচনা করুক আর আমিও করি। তারপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দেখা হোক, কিন্তু কেউ সাহস করে নি।

মুহাম্মদ হোসেন এবং অন্যরা বলেন যে তারা আরবী ভাষা জানে না এবং যখন পুস্তকগুলি উপস্থাপন করা হয় তখন তারা নিকৃষ্ট আরবী বলে তা এড়িয়ে যায়। কিন্তু এটা হয় নি যে তিনি এক পৃষ্ঠা তৈরী করে উপস্থাপন করতেন এবং দেখিয়ে দিতেন যে মূল আরবী হল এরূপ। অতএব, এই নিদর্শনাবলী যা আমি বিশেষভাবে আমার সত্যতার জন্য লাভ করেছি। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮৩)

পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণ পবিত্র কুরআনের লিপিবদ্ধ নবী ও জাতির ঘটনাকে কেবল একটি গল্প বলে বর্ণনা করতেন এবং কিছু আয়াতকে এমনভাবে ব্যাখ্যা কতেন যাতে নবীগণের মানহানি হয়। প্রতিশ্রুত মসীহ পবিত্র কুরআনে নবীদের কাহিনীকে জ্ঞান, দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণীর রঙ দিয়ে পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ও তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করেছেন এবং নবীগণের পবিত্রতা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তিনি (আ.) বলেন-

"পবিত্র কুরআনে যত গল্প আছে, সেগুলো আসলে গল্প নয়, গল্পের রঙে লেখা ভবিষ্যদ্বাণী। হ্যাঁ, গল্প কাহিনী শুধুমাত্র তওরাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু পবিত্র কুরান প্রতিটি কাহিনীকে মহানবী (সা.) ও ইসলামের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং এসব কাহিনীর ভবিষ্যদ্বাণীও নিখুঁতভাবে পূর্ণ হয়েছে।

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃ: ২৭১)

তিনি আরও বলেন- 'পবিত্র কুরআন তার সমস্ত শিক্ষাকে বিজ্ঞান ও দর্শনের আকারে উপস্থাপন করে। তাই মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলি এবং নবীদের উপর অনুগ্রহ করে তাদের শিক্ষাকে বাস্তবিক আকার দিয়েছে যা গল্পের রঙে বিদ্যমান ছিল। আমি সত্যি সত্যি বলছি, পবিত্র কুরআন না পড়লে কেউ এসব গল্প ও কাহিনী থেকে মুক্তি পেতে পারে না। অতএব, পবিত্র কুরআন বার বার পাঠ করুন, তবে নিছক একটি সাধারণ গল্প হিসেবে নয়, একটি দর্শন হিসেবে। "

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১৩)

শ্রোতামণ্ডলী! হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের একটি অসাধারণ অলৌকিক ঘটনা যা কুরআনের মাহাত্ম্যকে দ্বিগুণ করে, সাতটি দৈহিক ও আধ্যাত্মিক স্তর প্রকাশ করে বলেছেন:

"পৃথিবীতে যত গ্রন্থ আছে সেগুলিকে আসমানী কিতাব বলা হয়, যে প্রজ্ঞাবান ঋষিরা আত্মা ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে লিখেছেন অথবা যারা সুফিদের শিক্ষা রচনা করেছেন, এটা তাদের কারো মনেই আসে নি যে এই প্রতিযোগিতাটি জাগতিক ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের প্রদর্শনী। যদি কেউ আমার এই দাবি অস্বীকার করে এবং মনে করে যে এই প্রতিযোগিতাটি আধ্যাত্মিক ও জাগতিক, অন্য কেউ দেখিয়েছে, সেক্ষেত্রে অন্য কোন গ্রন্থ থেকে এই বৈজ্ঞানিক অলৌকিক ঘটনার দৃষ্টান্ত দেখানো তার জন্য ফরজ এবং আতি তাওরাত, ইঞ্জিল এবং হিন্দুদের বেদ দেখেছি। কিন্তু আমি সত্য বলছি, পবিত্র কুরআন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে আমি এ ধরণের তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ অলৌকিক ঘটনা পাই নি।

[তফসীর হযরত মসীহ মওউদ (আ.), ৬ষ্ঠ খণ্ড]

হে আল্লাহ! তোমার ফুরকান হল একট জগতের সমান / যা যা প্রয়োজন ছিল সবই প্রদত্ত এতে/ এ জগতে আর কার সাথে এই জ্যোতির তুলনা করা যায়? প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে ছি অনন্য।

প্রিয় দর্শক! সব শেষে, সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আ.) এর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন:

"সুতরাং এই মহান আসমানী কিতাব এই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের অধিকার পূরণ করা আজ প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব। নিজেকে বাঁচান এবং বিশ্বকে বাঁচান। যারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে ন কিন্তু আহমদী হন নি, তাদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত সত্য ইসলাম ও সত্যের সন্ধানে আহমদীয়াতের কোলে আশ্রয় নেবেন, ইনশাআল্লাহ। প্রত্যেক আহমদীর উচিত এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। আজ যখন ইসলাম বিদ্বেষী শক্তিরা সকল প্রকার ছল-চাতুরী ব্যবহার করে বাজে কথার ঝড় তুলেছে, তখন আমাদের কাজ হল এই ঐশী বাণীকে আগের চেয়ে বেশি পাঠ করা, বোঝার, ধ্যান করা, চিন্তা করা, বিবেচনা করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা এবং যিনি এই ঐশী বাণী প্রকাশ করেছেন (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা) তার সাতনে মাথা নত করা, যাতে আপি এই বাণীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা কল্যানরাজির অধিকারী হতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এই তওফীক দান করুন। আমীন।

(বদর, ১লা মে, ২০০৮, খুতবা জুমআ প্রদত্ত ৭ই মার্চ, ২০০৮)

কুরআন মুখস্ত করা মানেই বিশুদ্ধ বিশ্বাস/ শেষ দিনের চিন্তা থাকা হল পাথেয় সংগ্রহ করা/ সৎ ও মহৎ গুণ হল অমৃতগুণ/

এই দিনটিকে বরকতময় করে তুলুন মহান আমার প্রভু যিনি আমার পর্যবেক্ষনকারী।

****

বিরাট পার্থক্য রয়েছে।"

(আল খাইরুল কাসীর, হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহেলভী, পৃ: ৭৩)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে সমস্ত আম্বিয়াগণের সম্পর্ক:

হযরত ইমাম বাকের (আ.) (৫১-১১৪ হিজরী) বলেন:

'ইমাম মাহদী যখন আসবেন, তিনি ঘোষণা করবেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের মাঝে যদি কেউ ইব্রাহিম ও ইসমাঈলকে দেখতে চায় তবে সে শুনে রাখুক যে আমিই ইব্রাহিম ও ইসমাঈল। আর যদি কেউ মুসা ও যশুয়া কে দেখতে চায়, তবে শুনে রাখুক, আমিই মুসা ও যশুয়া। আর যদি তোমাদের মাঝে কেউ ঈসা ও শামুনকে দেখতে চাই তবে শুনে রাখুক যে আমিই ঈসা ও শামুন। আর কেউ যদি মহম্মদ মুস্তফা (সা.) এবং আমীরুল মোমেনীন (আলী) কে দেখতে চায় তবে শুনে রাখুক যে আমিই মহম্মদ মুস্তফা (সা.) এবং আমীরুল মোমেনীন।"

(বাহারুল আনোয়ার, খণ্ড-১৩, পৃ: ২০২)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আদম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যত সংখ্যক আম্বিয়া খোদার পক্ষ থেকে পৃথিবীতে এসেছেন.. তাদের সকলের বিশেষ ঘটনাবলী কিম্বা বিশেষ গুণাবলী থেকে কিছু অংশ এই অধমকে দেওয়া হয়েছে আর এমন কোন নবী অতিক্রান্ত হন নি যাঁর গুণাবলী কিম্বা ঘটনাবলী থেকে কিছু অংশ এই অধমকে দেওয়া হয় নি। প্রত্যেক নবীর প্রকৃতির চিহ্ন আমার প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে।

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, পৃ: ১৩৪)

এই প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ইলহামের মাধ্যমে বলেন-

جَرِیُّ اللّٰہِ فِیۡ حُلَلِ الۡاَنۡبِیَاءِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার পালোয়ান নবীদের বেশে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: 'মৈঁ কভি আদম কভি মূসা কভি ইয়াকুব হুঁ/ নিজ ইব্রাহিম হুঁ নসলেঁ হ্যাঁ মেরি বেশুমার।'

আমি কখনও আদম, কখনও মুসা কখনও ইয়াকুব আবার ইব্রাহিম। আমার বংশ অসংখ্য।

এই যুগে খোদা তা'লা চান, যত সংখ্যক পুণ্যবান, সত্যবাদী ও পবিত্র নবী অতিবাহিত হয়েছেন তাদের নমুনা একই সত্তার মাঝে প্রকাশিত হোক। আর আমিই সেই ব্যক্তি।

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, পৃ: ১৩৫)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মাকাম ও মর্যাদাকে যথার্থরূপে অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন। আমরা যেন তাঁর আদেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্যকারী হই এবং তাঁর মহান লক্ষ্যে ভরপুর অংশ গ্রহণ করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হই। আমীন।

(মনসুর আহমদ মসরূর)

****

আয় অনুপাতে চাঁদা দান এবং ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনারা গুরুত্ব ও কল্যাণ।

–সৈয়্যদ কলীমুদ্দীন সাহেব, মুরুব্বী ও কাজি সিলসিলা আহমদীয়া

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝۲۶۲ (سورة البقرة:262)

মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু হল ‘আয় অনুপাতে চাঁদা দান এবং ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনারা গুরুত্ব ও কল্যাণ।”

আমার তিলাওয়াত কৃত আয়াতের অর্থ-‘যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত এক শস্যবীজের ন্যায়, যাহা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশত শস্যবীজ থাকে। এবং আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন (ইহা অপেক্ষাও) বৃদ্ধি দান করিয়া দেন; এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী। (আল বাকারা: ২৬২)

এই আয়াতে একটি চমৎকার উদাহারণের মাধ্যমে আর্থিক কুরবানীর কল্যাণসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'লার পথে নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় কর তবে যেভাবে একটি শস্যদানা থেকে আল্লাহ্ তা'লা সাতশ শস্যদানা সৃষ্টি করেন, অনুরূপে তিনি তোমাদের ধন-সম্পদকেও বৃদ্ধি করবেন। এমনকি এর থেকেও বেশি উন্নতি দান করবেন। অর্থাৎ বৃদ্ধিলাভের কোন সীমা নেই এবং এর প্রকারভেদেরও কোন সীমা নেই। অনুরূপভাবে বিভিন্নভাবে কুরআন করীমে মোমেনদেরকে আর্থিক কুরবানীর উপদেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাকিদ করা হয়েছে। বস্তুত আর্থিক কুরবানী ইবাদতেরই একটি অংশ, যার সম্পর্ক হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদ উভয়ের সঙ্গেই। সম্পদ দ্বারা ধর্ম প্রচার, মোমেনদের তালিম-তরবীয়ত, দেশ ও জাতির সেবা করা হয় এবং দরিদ্র ও অভাবীদের চাহিদাবলী পূরণের বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয় আর এটি ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! এটি ইসলামের পুনরুত্থানের যুগ যার ভিত্তি আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে রেখেছেন আর তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা এই সিলসিলার উন্নতির অনেক বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। এটি তাঁর অনুগ্রহ যে তিনি আমাদেরকে আখারীনদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমাদের নিজেদের দায়িত্বাবলী অনুধাবন করাও আমাদের কর্তব্য। যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন–

‘দেখ, যারা নবীর যুগ পেয়েছিলেন, ধর্ম প্রচারের জন্য কতভাবেই না তারা আত্মত্যাগ করেছিলেন। যেভাবে এক ধনী তার প্রিয় ধন-সম্পদ ধর্মের পথে উপস্থিত করে দিয়েছেন, সেভাবেই দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়ানো ভিক্ষুক নিজের সাধের রুটির টুকরায় পূর্ণ থলে উপস্থাপন করে দিয়েছেন। খোদা তা'লার পক্ষ থেকে বিজয় আসা পর্যন্ত তারা এইরূপই করেছেন। মুসলমান হওয়া সহজ নয়। মু'মিন উপাধি পাওয়াও সহজ নয়। অতএব, হে লোক সকল! মু'মিনগণকে যে সত্যের রূহ দেওয়া হয়ে থাকে, যদি তোমাদের মাঝে তা থাকে তবে আমার এই আহ্বানকে ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে দেখো না। পুণ্য অর্জনের চেষ্টা কর। খোদা তা'লা আকাশ থেকে তোমাদের দেখছেন, এ পয়গাম শুনে তোমরা কি উত্তর দাও।

(ফতেহ ইসলাম, পৃ:৫২)

তিনি আরও বলেন, আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে সতর্ক করতে। অতএব, জেনে রাখ! খোদা তোমাদের কর্মসমূহ দেখছেন এবং তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করছেন যাতে তোমরা নিজেদের সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে তাঁকে সাহায্য কর। তোমরা কি আনুগত্য করবে? তোমাদের মধ্য থেকে যারা খোদাকে সাহায্য করবে, খোদা তাকে সাহায্য করবেন। আর যা কিছু সে খোদাকে দিয়েছে, খোদা কিছুটা বর্ধিতাকারে তাকে ফেরত দিবেন এবং তিনি সকল অনুগ্রহকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড,পৃ: ১৫৩)

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! ইতিহাস সাক্ষী আছে, যুগের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর এই আহ্বানে তাঁর সাহাবাগণ প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন আর আর্থিক কুরবানীর এমন উৎকৃষ্টমানের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন যাতে ইসলামের প্রথম যুগের স্মৃতি জেগে ওঠে। যেভাবে আঁ হযরত (সা.)এর সাহাবাগণ আর্থিক কুরবানীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিলেন, অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবাগণও ইসলামকে সম্মানের আসনে পৌঁছে দিতে নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছেন এবং আর্থিক কুরবানীর এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যা আগামী প্রজন্মের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

তাই আমাদের প্রত্যেকের আত্মসমীক্ষা করা উচিত যে, তারা কি আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত সামর্থ্য অনুসারে নিষ্ঠাসহকারে তাঁর পথে ব্যয় করছে? যদি করে থাকে তবে তাকে সাধুবাদ। আর যদি এক্ষেত্রে কোন দুর্বলতা বা শিথিলতা থাকে তবে তা তার জন্য উদ্বেগের বিষয়। সে নিজের উপর অত্যাচার করছে এবং নিজেকে পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখছে। খোদার কাজ কখনই থেমে থাকবে না। তাঁর ধর্ম অবশ্যই জয়যুক্ত হবে।

‘গরজ রুকতে নেহিঁ হারগিয খোদা কে কাম বান্দেসে/ ভালা খালিক কে আগে খালক কি কুছ পেশ যাতি হ্যায়।’

অর্থাৎ, বস্তুত, বান্দাদের কারণে খোদার কাজ কখনো থেমে যায় না। স্রষ্টার সামনে সৃষ্টজীব (মানুষ)-এর কি-ই বা ক্ষমতা!

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) স্পষ্টভাবে বলেছেন–

“তোমরা নিশ্চয় জেনে রেখো, এই কাজ স্বর্গীয় আর তোমাদের সেবা কেবল তোমাদের কল্যাণার্থেই। তাই, তোমাদের অন্তরে যেন আত্মশ্লাঘা দানা না বাঁধে কিম্বা যেন এমন চিন্তার উদ্রেক না হয় যে তোমরা আর্থিকভাবে বা অন্য কোন প্রকারের সেবা কর। আমি বার বার তোমাদের বলছি, খোদা আদৌ তোমাদের খিদমতের মুখাপেক্ষী নন। বরং তিনি যে তোমাদের খিদমতের সুযোগ দেন, এটাই তাঁর অনুগ্রহ।”

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৯৮)

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! যেমনটি আমরা সকলে অবগত আছি যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর তিরোধানের পর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মিশনকে অব্যাহত রেখে সেটিকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিতে স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে জামাত আহমদীয়ার মাঝে আশিসময় খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হযরত আকদস (আ.) এর বাণীর আলোকে তাঁর খোলাফাগণ আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে আমাদের বার বার মনোযোগ আকর্ষণ করে আসছেন। এমতাবস্থায় খলীফাতুল মসীহর আহ্বানে সাড়া দেওয়া আমাদের কর্তব্য, যাতে ইসলামের বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক বিজয়ের দিন নিকট থেকে নিকটতর হয় আর আমরা আল্লাহ্ তা'লার নিকট তাঁর জামাভুক্ত বলে পরিগণিত হই। হুযুর (আই.)-এর উত্তরাধিকারী হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলেন–

‘আমরা সব সময় চাই আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও চাইতেন যে জামাতের সদস্যরা যেন খোদার পথে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ উৎসর্গ করে, কিন্তু প্রত্যেক যুগে এই মান পরিবর্তিত হতে থেকেছে।..... আধলি থেকে এই আহ্বান শুরু হয়েছিল, পরে তা পয়সা এবং ক্রমশ দু' পয়সায় পৌঁছে যায়। তখন বলা হল, এখন দু' পয়সার প্রশ্ন ওঠে না, তিন পয়সা করে দাও। তিন পয়সা দিতে থাকলে বলা হল এখন চার পয়সা করে দাও। এরপর এক সময় এল যখন বলা হল নিজের অস্থাবর সম্পদ ও উপার্জন থেকে ওসীয়ত কর। এই ওসীয়ত থেকেও অন্ততপক্ষে এক-দশমাংশ দেওয়ার অনুরোধ করা হল। এরপর বলা হল এক-দশমাংশও অনেক কম, তোমাদের এক-নবমাংশ দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত আর আল্লাহ্ তা'লা যাদেরকে সামর্থ্য দান করেছেন তারা এর থেকে বেশি কুরবানী করুন।”

(মজলিসে মুশাবিরাত-এ প্রদত্ত ভাষণ, ১৯৪৬ সাল)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ইসলামের প্রসার এবং জামাতের ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা ও তরবীয়তের কাজকে সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য হুযুর (আ.)-এর বাণী ও অভিপ্রায় অনুসারে জামাতের সদস্যদের উপর আর্থিক সহায়তা করাকে আবশ্যক বলে ঘোষণা করেন। এর মধ্যে কিছু চাঁদা আবশ্যিক আর কিছু ঐচ্ছিক। আবশ্যিক চাঁদার মধ্যে বিশেষ করে যাকাত, ওসীয়তের চাঁদা, চাঁদা আম এবং জলসা সালানার চাঁদা অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক আহমদী যে আয় করে, তা যে প্রকারই হোক না কেন, যদি না সে ওসীয়ত করে থাকে তবে সে তার উপার্জনের ১/১৬ অংশ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে চাঁদা হিসেবে উপস্থাপন করবে। এটাই হল চাঁদা আম। অনুরূপভাবে জলসা সালানার চাঁদা হল কোন ব্যক্তির আয়ের ১/১২০ অংশ, সে মূসী হোক বা না হোক। এছাড়াও যুগ খলীফার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে ভাবে আর্থিক কুরবানীর আহ্বান করা হয়, সেই সব চাঁদায় প্রত্যেকের নিজের আন্তরিকতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করার বিষয়টি ব্যক্তির উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। এগুলোকে বলা হয় ঐচ্ছিক চাঁদা।

অতএব, নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক আহমদী যার কিছু না কিছু উপার্জন আছে, উপরোক্ত অনুপাত মেনে যদি চাঁদা আম এবং জলসা সালানার চাঁদা দান করে তবে তাকে বলা হবে বা-শারাহ বা নিয়মানুপাত চাঁদাদাতা। অতএব, আমাদের আত্মসমীক্ষা করার প্রয়োজন আছে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার পথে কতটা আর্থিক কুরবানী উপস্থাপন করছি, আমাদের কুরবানী মান কেমন, আমাদের চাঁদা সঠিক অনুপাতে দেওয়া হচ্ছে কিনা, আমরা নিয়মনিষ্ঠভাবে চাঁদা দিচ্ছি কিনা। যদি না হয় তবে আমরা নিজেদের উপর জুলুম করছি এবং নিজেদের ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস করছি। আমরা যদি সঠিক অর্থে আর্থিক কুরবানী না করে থাকি আমরা অনেক বড় পুণ্য ও খোদার কৃপা থেকে বঞ্চিত থাকব। আর এর যে ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে তা কল্পনা মাত্রই অন্তর কেঁপে ওঠে। তাছাড়া এটাও অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে অনেকে বাজেট লেখায় কিন্তু চাঁদা দেওয়ার প্রতি মনোযোগ থাকে না। এমন মানুষদের জন্যও

ভীতির কারণ রয়েছে।

যেমনটি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

‘যে ব্যক্তি খোদা তা’লার ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে কিছু দান করে সে খোদা তা’লার সাথে লেনদেন করে আর সেই লেনদেন পূর্ণ না করার কারণে খোদার নিকট তাকে জবাবদিহি করতে হবে আর যতটা ঘাটতি থেকে যায় সেটা হল তার নামে বকেয়া। যদি সে ইহকালে তা পরিশোধ না করে তবে খোদার সামনে যখন উপস্থিত হবে, তখন খোদা তা’লা বলবেন, যাও জাহান্নামে বকেয়া পরিশোধ করে এস।”

(মজলিসে মুশাভিরাত-এ প্রদত্ত ভাষণ, ১৯৩৩ সাল)

অতএব, আবশ্যক চাঁদার ক্ষেত্রে আমাদের দুটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হবে। এক, আয় অনুসারে নিজের চাঁদার বাজেট লেখানো, দুই-চাঁদা পরিশোধের ক্ষেত্রেও নিয়মানুবর্তীতা থাকা বাঞ্ছনীয় আর এটাই প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য।

আয় অনুপাতে চাঁদা দানের বিষয়ে আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন:

‘যে সব মানুষ আর্থিক স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও মনের মধ্যে কার্পণ্য অনুভব করে, তাদের স্মরণ রাখা উচিত, সমস্ত চাঁদা আল্লাহ্ তা’লা কৃপা একত্রিত করার মাধ্যম। তাই যদি আল্লাহ্ তা’লার উদ্দেশ্যে নিজেদের সম্পদের ১/১৬ অংশ দিয়ে থাকেন তবে তাতে চাঁদাদাতার মঙ্গল। আল্লাহ্ তা’লা অন্যত্র বলেন, আমি তোমাদের সম্পদকে সাতশ গুণ বা ততধিক গুণ বর্ধিতাকারে ফেরত দিয়ে থাকি। তাই আল্লাহ্ তা’লাকে নিজেদের সম্পদের যে উৎকৃষ্ট অংশটুকু তোমরা কেটে দিচ্ছ সেটা তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য। এক্ষেত্রে একজন মোমেনকে এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, সব সময় বৈধ উপায়েই উপার্জন কর, কেননা, আল্লাহ্ তা’লার সমীপে উৎকৃষ্ট সম্পদ তখনই উপস্থাপন করতে পারবে যখন বৈধ উপায়ে তা অর্জিত হয়। ..... তাই চাঁদা দাতা যখন এই সব বিষয়গুলি দৃষ্টিপটে রাখে, তখন তার অর্থকড়ি ও আয়-উপার্জন নিজে থেকেই পবিত্র হয়ে যাবে। এই আর্থিক কুরবানী তার জন্য আত্মশুদ্ধির কারণ হবে। আর এইরূপে সে খোদা তা’লার নৈকট্য অর্জনকারীতে পরিণত হবে এবং আঁ হযরত (সা.) যে দোয়া করেছেন, সেই দোয়ারও উত্তরাধিকারী হবে।”

(খুতবা জুমআ, প্রদত্ত, ৩১শে মার্চ, ২০০৬)

বস্তুত, আর্থিক ত্যাগ স্বীকারকারীদের সঙ্গে খোদা তা’লার যে প্রতিশ্রুতি আছে, আমরা তা থেকে উপকৃত হতে পারব, যখন আমরা আমাদের প্রিয় ইমামের আনুগত্যতায় তাঁর নির্দেশ শিরোধার্য করে পবিত্র উপার্জন থেকে বা-শারাহ চাঁদা দানের বিষয়ে দায়বদ্ধ হব।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল রাবে (রাহে.) বলেন-

“আর যারা খোদা তা’লার পথে কুরবানী করে, আল্লাহ্ তা’লা তাদের কুরবানী রেখে দেন না। আপনারা কি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখেছেন যে কি না আর্থিক কুরবানী করেছে অথচ তার সন্তানেরা অনাহারে রয়েছে? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর পরিবারকেই দেখুন! খোদা তা’লা কৃপা বর্ষণ করেছেন। .... এগুলো সেই সেই কয়েক টুকরো রুটির কল্যাণে লাভ হচ্ছে যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খোদার পথে কুরবান করেছিলেন। নবুয়্যত লাভের পূর্বেই তিনি সমস্ত কিছু খোদার দরবারে নিবেদন করেছিলেন। এটা তারই দান যা ভোগ করা হচ্ছে। কেবল এটাই নয়, শত শত আহমদী পরিবারও এই ধরণের কুরবানীর ফল ভোগ করছে। তাঁদের পিতামাতারা ভীষণ অস্বচ্ছলতার মধ্যে দিনাতিপাত করেছেন। যতটুকু উপার্জন করতেন তার থেকে সঞ্চিত রেখে খোদার দরবারে পেশ করেছেন আর আজ তাদের সন্তানদেরকে চেনা যায় না। কোথা থেকে এসেছে আর কোথায় পৌঁছে গিয়েছে! তাদের থেকে যারা পিছিয়ে পড়েছিল, যারা কুরবানী করা থেকে বঞ্চিত ছিল, তাদের চেহারা ভিন্ন, তাদের পরিবেশ ভিন্ন, তাদের বিবেক-বুদ্ধি ভিন্ন। আর যারা আল্লাহ্ তা’লার পথে কুরবানী করেছিল তাদের সন্তানদেরকে খোদা তা’লা প্রভূত বরকত দান করেছেন। কিন্তু চেনা এবং উপলব্ধি করার দরকার আছে। যতদিন এই অনুভূতি বেঁচে থাকবে এই জামাত এগিয়ে যেতে থাকবে। যদি এই অনুভূতি হারিয়ে যায় আর আমরা এমন বিভ্রান্তির শিকার হই যে এগুলো আমাদেরই বিচক্ষণতা ও প্রচেষ্টার পরিণাম, তবে সমস্ত বরকত আমাদের থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। তবে ভয় কিসের? খোদার পথে দানকারীরা কখনও ব্যর্থ হয় নি।”

(খুতবা জুমআ, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮২)

অতএব, আমাদের আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে, বিশেষ করে আবশ্যিক চাঁদার দিকটি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। খোদা ভীতি ও তাকওয়া সহকারে সামর্থ্য ও আয় অনুপাতে খোদা প্রদত্ত সম্পদ থেকে তাঁর সমীপে নিবেদন করা প্রয়োজন। কেউ যদি সত্যিই কোন অসুবিধের কারণে নিজেকে আয় অনুপাতে চাঁদা দানে সক্ষম না ভাবে, তবে এমন ব্যক্তি পূর্ণ সততার সাথে নিজের সঠিক আয় এবং অস্বাচ্ছন্দের কথা জানিয়ে খলীফাতুল মসীহকে নির্ধারিত অনুপাত থেকে কম অনুপাতে চাঁদা দেওয়ার অনুমতি নিতে পারে। কিন্তু তথ্য গোপন করে ভুল তথ্য দিয়ে পাপের ভাগীদার হওয়া উচিত নয়।

যেমনটি হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন:

“অনেকে অসুবিধের কারণে নির্ধারিত অনুপাত হিসেবে যদি চাঁদা দিতে না পারে তবে, অব্যহতি নিক। ভুল তথ্য দেওয়ার পরিবর্তে নির্ধারিত অনুপাতের চেয়ে কম হারে চাঁদা দেওয়ার অনুমতি গ্রহণ করাই সততার পরিচায়ক। আর আমি এ বিষয়ে একাধিক বার বলেওছি যে, এমন ব্যক্তিদের বিনা প্রশ্নে নির্ধারিত অনুপাতের চেয়ে কম অনুপাতে চাঁদা দেওয়ার অনুমতি দিয়ে দেওয়া হবে। তাই যারা নিজেদের আয় সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়,তারা মিথ্যা বলে পাপ করে। দ্বিতীয়ত, এই ভুল তথ্য দেওয়ার কারণে নিজেদের অর্থ সম্পদের জন্যও অকল্যাণ ডেকে আনে। সব সময় মনে রাখা উচিত যে, যে- খোদা তা’লা নিজ অনুগ্রহে উন্নতি দান করেছেন, তিনিই আবার যে কোন সময়ে এমন লোকদেরকে সমস্যায় ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। অতএব, খোদা তা’লার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব সময় স্বচ্ছতা বজায় রাখা উচিত।

আসল যে কথাটি আমি এখানে বলতে চাই সেটি হল, আর্থিক কুরবানী তরবীয়ত ও আত্মশুদ্ধির একটি মাধ্যম। যদি কিছু পরিমাণ আর্থিক কুরবানী করেও থাকে আর ভুল তথ্য দিয়ে নিজের আয় গোপন করে, তবে আর্থিক কুরবানীকারীদের আত্মশুদ্ধির বিষয়ে আল্লাহ্ তা’লার যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা থেকে তারা লাভবান হবে না। কেননা, আল্লাহ্ তা’লা অন্তর্যামী, তিনি মানুষের সকল বিষয়ে অবগত, কোনও কিছুই তাঁর দৃষ্টি থেকে গোপন নয়। তাই এমন আর্থিক কুরবানীও কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। ”

(খুতবা জুমআ, ৩১শে মার্চ, ২০০৬)

অতএব আয়ের নির্ধারিত অনুপাতে চাঁদা দেওয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করা প্রয়োজন। আমরা যখন সঠিক অর্থে সততা ও তাকওয়া সহকারে চাঁদা দান করব, তখন আর্থিক কুরবানীর কল্যাণ ও আশিসমূহ থেকে অবশ্যই লাভবান হব। আমাদের অর্থসম্পদেও বরকত হবে আর খোদার সন্তুষ্টিও লাভ হবে। অতএব, আমাদের উচিত নিজেদের আবশ্যিক চাঁদার দিকে লক্ষ্য রাখা এবং পূর্ণ সততার সাথে শারাহ বা নিধারিত অনুপাত মেনে চাঁদা দান করা। আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

এখন আমি আমার বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশটি বর্ণনা করব।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর মৃত্যু সন্নিহিত সময়ে জামাতকে দুটি বিষয়ের ওসীয়ত করেছিলেন। এক, কুদরতে সানিয়া বা দ্বিতীয় কুদরত। অর্থ খিলাফতের উদ্ভব। দ্বিতীয়, ঐশী ব্যবস্থা ওসীয়তের অন্তর্ভুক্তি। হুযূর (আ.) তাঁর রচনা ‘আল ওসীয়ত’ পুস্তিকায় বিস্তারিতভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, আল্লাহ্ তা’লা ইসলামের বিজয়ের যে ভিত্তি স্থাপন করেছেন তার জন্য তাঁর পর সেই খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবেন, এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকো। দ্বিতীয়, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য নিজেদের সম্পদ থেকে ওসীয়ত করতে হবে। এখন ওসীয়ত ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি কিছু বলব। وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْقُ।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- “আমাকে একটা জায়গা দেখানো হয়েছে এবং জানানো হয়েছে, এটা তোমার কবরস্থান হবে। আমি একজন ফিরিশতাকে দেখেছি, সে ভূমি জরিপ করছে। তখন সে একস্থানে পৌঁ ছে আমাকে বললো, “এটা তোমার কবরস্থান।” পুনরায় একস্থানে আমাকে একটি কবর দেখানো হয়েছে যা রূপার চেয়েও বেশি উজ্জ্বল ছিল। যার মাটি পুরোটাই ছিলো রূপার। তখন আমাকে বলা হলো, “এটা তোমার কবর।” আরো একটি স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে এবং সেই স্থানের নাম রাখা হয়েছে ‘বেহেশতী মাকবেরা’ এবং প্রকাশ করা হয়েছে যে উক্ত স্থান জামা’তের সেসব মনোনীত ব্যক্তিদের সমাধিক্ষেত্র যাঁরা ‘বেহেশতী’।”

অতঃপর বলেন,

“যখন আমার মৃত্যু সম্বন্ধেও বার বার খোদার ওহী হয়েছে সেজন্য দ্রুত কবরস্থানের ব্যবস্থা করা আমি সঙ্গত মনে করি । এজন্য আমি আমার বাগানের কাছে নিজ মালিকানাধীন জমি, যার মূল্য হাজার টাকার কম হবে না, এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করেছি এবং আমি দোয়া করছি খোদা যেন এতে বরকত দান করেন এবং একেই ‘বেহেশতী মাকবেরায়’ পরিণত করেন। জামা’তের সেসব পবিত্রাত্মা ব্যক্তিদের যেন এটা নিদ্রাস্থান হয়, যাঁরা প্রকৃতই ধর্মকে পৃথিবীর সব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দান করেছেন, সংসার প্রেম পরিহার করেছেন ও খোদার হয়ে গেছেন এবং নিজেদের মাঝে এক পুণ্য পরিবর্তন সাধন করে রসুলু ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের ন্যায় বিশ্বস্ততা ও সত্যনিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করেছেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।”

(আল ওসীয়ত, পৃ: ২০-২২)

“যেহেতু আমি এ কবরস্থান সম্বন্ধে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুসংবাদ পেয়েছি এবং খোদা এটাকে শুধু ‘বেহেশতী মাকবেরা’ই বলেননি বরং এও বলেছেন, অর্থাৎ-‘সর্বপ্রকার অনুগ্রহ এ কবরস্থানে অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং এমন কোন অনুগ্রহ নেই যাতে এ কবরস্থানবাসীদের অংশ

যুগ ইমামের বাণী

“খোদা তা’লা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে জীবনবিধান বানিয়ে নেয়।”

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৩২, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

নেই।' সেজন্য খোদা আপন প্রচ্ছন্ন ওহীর মাধমে আমার মন এ বিষয়ের দিকে ধাবিত করেছেন, যেন এ কবরস্থানের জন্য এমন শর্ত নির্ধারণ করা হয় যে, শুধুমাত্র সেসব লোকেই এতে প্রবেশ লাভ করতে পারবেন যারা সত্যনিষ্ঠা ও পূর্ণ সাধুতা বশত এগুলো পালন করেন। সুতরাং এ শর্তগুলো তিনটি:

১)প্রথম শর্ত হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি এ কবরস্থানে সমাহিত হতে চান তিনি নিজ অবস্থানুযায়ী এই ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা প্রদান করবেন। এই চাঁদা শুধুমাত্র সেসব লোকদের কাছেই দাবি করা হলো অন্য কারো কাছে নয়।

(২) দ্বিতীয় শর্ত–সমগ্র জামা'ত থেকে এই কবরস্থানে শুধুতিনিই সমাহিত হবেন যিনি এই ওসীয়্যত করবেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদের দশমাংশ এই সিলসিলার নির্দেশক্রমে ইসলামের বিস্তার ও কুরআনের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যয় হবে। প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তাঁর ওসীয়্যত এর চেয়েও অধিক লিখে দিতে পারবেন কিন্তু এর চেয়ে কম হবে না।

(৩) তৃতীয় শর্ত–এ কবরস্থানে যারা সমাহিত হবেন, তারা হবেন মুত্তাকী, সর্বপ্রকার হারাম থেকে আত্মরক্ষাকারী, কোন প্রকার শিরক ও বিদাতের কাজ করবেন না এবং খাঁটি ও পরিচ্ছন্ন মুসলমান হবেন।"

(আল ওসীয়ত, পৃ: ২২-২৪)

এখানে এবিষয়টি স্পষ্ট করা সমীচীন হবে যে, কোন ব্যক্তি ওসীয়্যত করার পর ওসীয়তের শর্ত অনুসারে জীবন অতিবাহিত করল, কিন্তু যদি সে বেহেশতি মাকবারায় সমাহিত হতে না পারে, তবে এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার নিকট এই কবরস্তানেই সমাহিত হয়েছেন বলে বিবেচিত হবে।

এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন–

"যদি কোন ব্যক্তি সম্পদের দশমাংশ ওসীয়্যত করেন এবং ঘটনাক্রমে এমন স্থানে তার মৃত্যু হয়, যেমন নদীতে ডুবে অথবা বিদেশের মাটিতে তিনি মারা যান, যেখান থেকে তার লাশ আনা আল্ ওসীয়্যত দুঃসাধ্য হয় তবে তার ওসীয়্যত বজায় থাকবে এবং খোদাতা'লার কাছে এ কবরস্থানেই সমাহিত হয়েছেন বলে বিবেচিত হবেন।" (আল ওসীয়ত, পৃ: ৩০)

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! ওসীয়ত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার যে মহান উদ্দেশ্য রয়েছে তা অনুধাবন করা প্রয়োজন, এর গভীরতা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

এতে আমাদের ঈমান, নিষ্ঠা এবং তাকওয়ার পরীক্ষা রয়েছে। যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন–

"স্মরণ রাখতে হবে যে, এটা খোদাতা'লার কাজ। খোদাতা'লার কাজে তিনি যা চান, তাই করেন। নিঃসন্দেহে এই ব্যবস্থা দ্বারা তিনি মুনাফিক ও মুমিনের মাঝে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করবেন। আমি নিজে অনুভব করি, এই ঐশী ব্যবস্থাপনার সংবাদ পাওয়া মাত্র যেসব ব্যক্তি কোন ইতস্তত না করে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং সাকুল্যে সম্পদের দশমাংশ খোদার পথে দান করেন বরং তদপেক্ষা বেশি নিজেদের উৎসাহ প্রদর্শন করেন, তাঁরা নিজ বিশ্বস্ততার চরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়ে থাকেন।" (আল ওসীয়ত, পৃ: ৩৩)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি আল মুসলেহ মওউদ (রা.) ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ করে বলেন–

'"ওসিয়তের বিষয় অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হজরত মসীহে মাওউদ (আ.) এটিকে এমন বিশেষত্ব প্রদান করেছেন এবং আল্লাহতায়ালার বিশেষ ইলহাম অনুসারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে কোন মোমিন এর গুরুত্ব ও মর্যাদাকে অস্বীকার করতে পারবে না। হজরত মসীহে মাওউদ (আ.) এর প্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা ঐশী ও খোদার পক্ষ হতে এবংঐশীবাণী প্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা। কিন্তু ওসিয়্যতের ব্যবস্থাপনা এমন যা খোদাতায়ালার বিশেষ ইলহাম অনুসারে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আর ওসিয়্যত এর ব্যবস্থাপনা ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার একটা বাস্তবিক প্রমাণ। ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার একটা স্বীকারোক্তি ছিল। তখন অনেক লোক আশ্চর্য ছিল যে তারা ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার যে অঙ্গীকার করেছে তা পূর্ণ হয়েছে কি হয়নি? অতঃপর খোদাতায়ালার রহমত উদ্বেলিত হল এবং তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)এর মাধ্যমে বললেন যে যারা এ কথা জানতে চায় যে তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ হয়েছে কি হয়নি; সুতরাং তাদের জন্য এই ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনা। এর উপর আমল করার ফলে সে নিজের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করতে পারবে। কেননা ওসিয়্যতের মাঝে শর্ত আছে যে,"খোদাতায়ালার ইচ্ছা যে এমন ঈমানে পরিপূর্ণ ব্যক্তিরা একইস্থলে কবরস্থ হোক যেন ভবিষ্যত প্রজন্ম তাদেরকে একইস্থলে দেখে নিজেদের ঈমান সতেজ করে।" অতএব এটা কীরূপে হতে পারে যে কোন ব্যক্তি হজরত মসীহমাওউদ (আ.) এর বর্ণনানুসারে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে ওসিয়্যত করে এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, কিন্তু যদি ঈমানে পরিপূর্ণ না হয় তাহলে সেই সমস্ত লোক তাদের অন্তরে শান্তিহীনতা ছিল এবং তারা এ কারণে অতৃপ্ত ছিল যে জানি না তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ হয়েছে কী হয়নি, তাদের জন্য হজরত মসীহ মাওউদ (আ.) খোদার ইলহাম অনুসারে এই বিধান প্রদান করেছেন যে তারা ওসিয়্যত করুন।"

হজরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আবার বলেন যে,-"ওসিয়্যত করা এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বেহেশতি মাকবারায় দাফন হওয়া ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকারকে পূর্ণ করা। এই ওসিয়্যত সম্পর্কে হজরত মসীহ মাওউদ (আ.) গন্ডি টেনে দিয়েছেন। এবং তা হল এই যে বেশি থেকেবেশি ১/৩ অংশের ওসিয়্যত করা যাবে ও কম করে ১/১০ অংশের। এটাতো মৃত্যুপরবর্তী সময়ের জন্য, আর জীবিতাবস্থার জন্য এই যে খোদানর পথে মানুষ এই সীমা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারে যে সেই আত্মীয় যে তার মাধ্যমে লালিত পালিত হচ্ছে তাকেযেন অন্যের সামনে হাত বাড়াতে না হয়। এই শর্তানুসারে যদি সে অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে দেয় অথবা ৩/৪ অংশ দিয়ে দেয়, মোট কথা যে সে যেন এত পরিমাণ তাদেরকে দেয় যাদের লালন পালনের দায়িত্ব তার কাধে আছে যেন তারা কারোর মুখাপেক্ষি না হয়ে পড়ে।"

(খুতবা জুমা ৪ মে ১৯২৮)

"যখন ওসিয়্যতের ব্যবস্থাপনা পরিপূর্ণতা লাভ করবে, তখন কেবল এর মাধ্যমে তবলিগের কাজই হবে না বরং ইসলামের উদ্দেশ্য অনুসারে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন তার থেকে মিটানো হবে। এবং দুঃখ ও অভাবকে পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দেওয়া হবে।ইনশাআল্লাহ। এতিম ভিক্ষা চাইবে না, বিধবা মানুষের সামনে হাত পাতবে না, অভাবগ্রস্ত চিন্তায় ঘুরে বেড়াবে না, কেননা ওসিয়্যত বাচ্চাদের মা হবে, যুবকদের বাপ হবে,নারীদের সোহাগ(স্বামী) হবে এবং বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকেই এর মাধ্যমে ভাই ভাইয়ের সাহায্য ভালবাসা ও আন্তরিক শুভেচ্ছার সঙ্গে করবে। আর তাদের দান প্রতিদান শুন্য থাকবে না বরং প্রত্যেক দানকারী খোদাতায়ালার নিকট উত্তম প্রতিদান লাভ করবে।ধনী, দরিদ্র কেউ ক্ষতির মধ্যে থাকবে না। জাতি জাতির সঙ্গে লড়বে না বরং সমগ্র পৃথিবরি প্রতি তার অনুগ্রহ ছেয়ে যাবে।"

(নিজামে নও পৃ. ১৩০)

আমাদের প্রিয় ইমাম হজরত আকদশ খলীফাতুল মসীহ পঞ্চম (আই.) নিজামেওসিয়্যতের গুরুত্ব ও কল্যাণ এবং এতে যোগদান করার ব্যাপারে জামাতের সদস্যগণকে বারংবার স্মরণ করাচ্ছেন। আমি তাঁর বক্তব্য হতে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। হুজুর আনোয়ার বলেন–,

"এটা সেই ব্যবস্থাপনা যেটা এই যুগে খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের বিশ্বাস জাগানোর ব্যবস্থাপনা। এটা সেই ব্যবস্থাপনা যা ধর্মের জন্য কুরবাণী প্রস্তুতকারী জামাতের ব্যবস্থাপনা। আর এটা সেই জামাত যারা পৃথিবীতে নির্যাতিত মানবতার সেবাকারী।অতএব প্রত্যেক আহমদী এই সমস্ত কথাগুলো শোনার পর চিন্তা ভাবনা করুক ও লক্ষ্যকরুক যে কত গাম্ভির্যে সঙ্গেও প্রচেষ্টার সঙ্গে এই ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করা উচিত।অনেকে বলে থাকে যে আমাদের নেকীর স্তর সেই মানে পৌঁছায়নি যা হজরত মসীহে মাওউদ (আ.) এর শর্তের মানকে পূর্ণ করতে পারে। তারা শুনে নিন যে এই ব্যবস্থা এমন এক পরিবর্তন সাধনকারী ব্যবস্থাপনা যে যদি সদুদ্দেশ্যে এর মধ্যে শামিল হওয়া যায় এবং শামিল হওয়ার যেমন তিনি বলেছেন যে যদি সংশোধনের চেষ্টা করা হয় তাহলে এই ব্যবস্থাপনার কল্যাণে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন যা অনেক বছরের সফর তা কিছু দিনের মধ্যে এবং কিছু দিনের সফর কয়েক ঘন্টার মধ্যে অতিক্রম করা সম্ভব।অতএব নিজেদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে ও এই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে আহমদীদেরকে শামিলহওয়া উচিত। আর হজরত আকদস মসীহে মাওউদ (আ.) এর এই ব্যবস্থাপনাতে সংযুক্তকারীদের জন্য যে দোওয়া করেছেন সেই দোওয়ার উত্তরাধিকারী হওয়া উচিত।"

(বক্তৃতা জলসা সালানা ইউ.কে ২০০৪)

প্রিয় হুজুর (আই.) আবার ২১ জুলাই ২০০৫ খ্রী. পৃথিবীর আহমদীদের নামে এক বিশেষবার্তায় ওসিয়্যতের মহান ব্যবস্থাপনায় শামিল হওয়ার উপদেশ দিয়ে বলেন,–"সমগ্র পৃথিবীর আহমদীদের জন্য আমার বার্তা এই যে, হজরত মসীহে মাওউদ (আ.)এর এই সমস্ত নির্দেশাবলীর আলোকে তাঁর ইচ্ছানুসারে সম্মুখবর্তী হন এবং মালী কুরবাণীরএই ব্যবস্থায় সংযুক্ত হয়ে যান। নিজের সংশোধনের জন্য এবং নিজের শেষ পরিণতিউত্তম হওয়ার জন্য আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির জন্য আগে পদক্ষেপ করুন এবং তারজান্নাতের উত্তরাধিকারী হন। হজরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে সেই সমস্ত পবিত্র লোকেদের কবর ও দেখানো হয়েছে যারা এই ব্যবস্থাপনায় শামিল হয়ে বেহেশতি হয়ে গেছেন।খোদা তাঁকে বলেছেন এটা বেহেশতি মাকবারা বা বেহেশতিদের কবরস্থান। সুতরাং যেমন আমি বলেছি যে এই ব্যবস্থাপনায় পূর্ণ কর্মক্ষমতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করুন। যারানিজেরা অংশগ্রহণ করেছেন তারা নিজেদের পরিবারবর্গ ও অন্যান্য প্রিয়জনদেরকেও শামিল করানোর চেষ্টা করুন। এবং খোদাতায়ালার মসীহের আওয়াজে 'উপস্থিত আছি' বলে ত্যাগের উন্নতমান প্রতিষ্ঠা করুন।" (আলফজল ইন্টারন্যাশনাল ২৯ জুলাই ২০০৫)

সুধী শ্রোতামন্ডলী! সেই সমস্ত আহমদী সদস্য যারা নিজেদেরকে ওসিয়্যতের মহান ব্যবস্থাপনা হতে বঞ্চিত রেখেছেন তাদের জন্য চিন্তা ভাবনার বিষয়। হজরত আমীরুল মোমেনীন (আই.) বলেন–,

"অনেকে বলে যে আমাদের আমল এমন যে আমাদেরকে ওসিয়্যত করতে ভয় হয়।যদি এমন আমলও হয়ে থাকে তবুও ওসিয়্যত করা উচিত। হতে পারে যে তার কারণে আল্লাহতায়ালা তাদের মাঝে নেকী করার আত্মা ফুৎকার করে দিবেন। বরং ওসিয়্যত করার পর অনেক লোক এমন আছেন যারা আমাকে লিখেন যে নিজ হতেই আগ্রহ

এরপর শেষের পাতায়....

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির অবতরণ এবং আহমদীয়া জামাতের উন্নতি

–আতাউল মুজীব লোন, প্রিন্সিপ্যাল জামিয়া আহমদীয়া,কাদিয়ান
অনুবাদক: মির্জা ইনামুল কবীর, মুয়াল্লিম সিলসিলা, ২৪ পরগনা

জামাতের উন্নতির বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ-
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-
إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

‘ইক কাতরা উসকে ফজল নে দারিয়া বানা দিয়া/ মেঁ খাক থা উসি নে সুরাইয়া বানা দিয়া।’

رَبِّ انْفُخْ رُوْحَ بَرَكَةٍ فِي كَلَامِي هٰذَا
وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ

সম্মানীয় সভাপতি মহাশয় ও সুধী শ্রোতাবগ! যেমনটি আপনারা শুনেছেন, আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু হল- ‘আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির অবতরণ এবং জামাত আহমদীয়ার অগ্রগতি।’

কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রসুল এবং মোমেনীনদেরকে যে বৈশিষ্ট্যবলী বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল ও দেদীপ্যমান নিদর্শন হল আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন ও তাঁর অনুগ্রহরাজি যা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (مؤمن:52)

তিনি আরও বলেছেন–

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۝ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۝ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُونَ ۝

(সাফাত: ১৭২-১৭৪)

অতঃপর বলেন,

كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

(মুজাদিলা: ২২)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আমি সেই সম্মানিত ও প্রতাপশালী খোদার নামে শপথ করছি , যিনি মিথ্যার শত্রু এবং মিথ্যা রচনাকারীদের বিনাশকারী, আমি তাঁর পক্ষ থেকে এসেছি, তাঁর পক্ষ থেকে যথাসময়ে প্রেরিত হয়েছি এবং তাঁর আদেশে দণ্ডায়মান হয়েছি। তিনি প্রতিটি পদে আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাকে বিনষ্ট করবেন না আর আমার জামাতকেও ধ্বংস করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাঁর সকল কার্য সম্পন্ন করেন যার তিনি সংকল্প করেছেন।"

(আরবাঈন, ২য় খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ৩৪৮)

ঈমান, দৃঢ়তা এবং প্রতাপে পরিপূর্ণ এই আশিসময় কথাগুলি সেই পবিত্র সত্তার মুখ নিঃসৃত যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা এই যুগের মানবজাতির হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য আবির্ভূত করেছেন।

১৮৮২ সালের গোঁড়ার দিকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ইলহাম করেন– قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ । খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও মুজাদ্দিদ হিসেবে এটিই ছিল তাঁর প্রথম ইলহাম। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এ বিষয়টিও স্পষ্ট করেন যে, উম্মতে মুহাম্মাদিয়ায় যে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহর আগমণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি তাঁর সত্তার মধ্যে পূর্ণ হয়েছে আর রসুলুল্লাহ্ (সা.)-প্রতি প্রতিনিধি হিসেবে ইমাম মাহদী তথা মসীলে মসীহ (মসীহ সদৃশ) হওয়ার গৌরব তাঁরই।

১৮৮৯ সালের ২৩ শে মার্চ ইসলামের ইতিহাসের সেই আশিসময় ও সোনালী দিন হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে যেদিনটিতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ৪০ জন নিষ্ঠাবান ব্যক্তির বয়আত গ্রহণ করেন। এরই মধ্য দিয়ে সেই পবিত্র জামাতের গোড়া পত্তনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় যা এই শেষ যুগে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধারিত ছিল।

যে সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার আদেশে প্রত্যাদিস্ট হন, সেই প্রারম্ভিক যুগে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ছিলেন। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন সাহায্যকারী ও সঙ্গী ছিল না। তাঁর রচিত একটি নযমের পঙক্তিতে এই সত্য প্রতিলফিত হয়।

‘মেঁ থা গরীব ও বেকস ও গুমনাম বেহুনার/ কোই না জানতা থা কি হ্যায় কাদিয়াঁ কিধার।’

আমি ছিলাম এক অসহায়, অখ্যাত, অজ্ঞাত এবং অযোগ্য ব্যক্তি/কেউ জানত না যে কাদিয়ান কোথায়।

এটি এমন এক সময় ছিল যখন কাদিয়ানের নামও মানুষ জানত না। কিন্তু তাঁকে প্রেরণকারী আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা সর্বশক্তিমান খোদা সেই সময়ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন, যিনি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন–

‘আমি তোমার তবলীগকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।’

‘আমি একের পর এক আশিস দান করব, এমনকি বাদশাহগণ পর্যন্ত তোমার বস্ত্র থেকে আশিস অন্বেষণ করবে।’

"يَأْتِيكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
وَيَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ"

অর্থাৎ তোমার দিকে এমন অধিকহারে মানুষের আগমণ হবে যে পথ গর্তবহুল হয়ে পড়বে।

يَنْصُرُكَ رِجَالٌ نُّوحِي إِلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ

অর্থাৎ সেই সব লোক তোমার সাহায্য করবে যাদের প্রতি আকাশ থেকে ওহী করব।

এই সকল প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রারম্ভিক যুগেই আল্লাহ্ তা'লা বৃষ্টিধারা ন্যায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামাতের উপর স্বীয় অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করেছেন এবং এ যাবত করে চলেছেন।

আল্লাহ্ তাঁলার এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়া এবং জামাতের উপর ঐশী অনুগ্রহের অবতরণের বিষয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি (আ.) বলেন–

"আমার এমন রাত্রি খুব কমই অতিক্রান্ত হয়েছে যখন কিনা আমাকে এই মর্মে আশ্বস্ত করা হয় নি যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি আর আমার স্বর্গীয় সৈন্যরা তোমার সঙ্গে আছে।"

(তোহফা গাল্ডবিয়া-র পরিশিষ্টাংশ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ৪৯)

অতঃপর তিনি অত্যন্ত প্রতাপ ও দৃঢ়তার সাথে ঐশী প্রতিশ্রুতি ও সাহায্যের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাসের প্রদর্শনপূর্বক প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন–

‘দেখ, সেই যুগ সমাগত, বরং আসন্ন যখন খোদা তা'লা পৃথিবীতে এই সিলসিলাকে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য করে তুলবেন। এই সিলসিলা পূর্ব-পশ্চিম এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত হবে আর পৃথিবীতে ইসলাম বলতে কেবল এই সিলসিলাকেই বোঝানো হবে। এই কথাগুলি কোন মানুষের কথা নয়, এটা সেই খোদার ওহী যার পক্ষে কোন কিছুই অসাধ্য নয়।"

(তোহফায়ে গোল্ডবিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ১৮২)

অতঃপর বলেন:

"হে মানব মণ্ডলী! শুনে রাখ! এটি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী- যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজের এই জামাতকে সকল দেশে বিস্তৃত করে দিবেন এবং হুজ্জত ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী দলিল দ্বারা সকলের উপর তাদের বিজয় দান করবেন। ঐদিন আসছে বরং ঐ দিন কাছে যখন পৃথিবীতে কেবলমাত্র এই একটি ধর্ম হবে যাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হবে। খোদা এই ধর্মকে এবং এই জামাতকে উচ্চ মর্যাদা ও অসাধারণ আশিসে বিভূষিত করবেন এবং যে কেউ একে শেষ করে দেওয়ার চিন্তা করবে তাকে ব্যর্থ করে দেওয়া হবে। এই বিজয় চিরকাল কায়েম থাকবে। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। .... আমি তো একটি বীজ বপন করতে এসেছি। সুতরাং আমার হাত দ্বারা ঐ বীজ বপন করা হয়েছে। এখন এটা বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বিকশিত হবে। কেউ একে প্রতিহত করতে পারবে না।"

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৬৬)

সম্মানীয় শ্রোতাবৃন্দ! আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি এবং হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে জ মাত আহমদীয়ার উপর ঐশী অনুগ্রহরাজি কেবল তাঁর যুগেই বর্ষিত হয় নি, বরং তাঁর তিরোধানের পর মহান খোলাফাগণের যুগেও এই ধারা অব্যাহত থেকেছে। আমরা এখন নিজেরাই স্বচক্ষে বিগত দুই দশক ধরে এই অগণিত কৃপারাজি বর্ষিত হতে দেখেছি। আমরা যারা এখানে জলসায় অংশগ্রহণ করেছি, আমাদের প্রত্যেকেই এ বিষয়ের সাক্ষী যে, খিলাফতে খামিসার আশিসমণ্ডিত যুগেও আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মসীহর সঙ্গে কৃত একের পর একের প্রতিশ্রুত পূর্ণ করেছেন এবং করে চলেছেন।

জামাত আহমদীয়ার উপর ঐশী অনুগ্রহরাজির অবতরণ এবং জামাতের উন্নতির বিবরণ এক অতল সমুদ্র যার গভীরতা ও ব্যপ্তি সুবিশাল, এতটাই যে, একজন সামান্য মানুষের পক্ষে এর কূল-কিনারা পাওয়া দুঃসাধ্য বিষয়। যে দৃষ্টিকোণ থেকেই এই বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা হোক না কেন, এমন আযিমুশ শান দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় যে মানুষ বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে। এই দৃশ্য কেবল এক-দুই দিনের নয় কিম্বা এক-দুই বছরের নয়, বরং বিগত ১৪৪ বছর যাবৎ দৃশ্যবলীর এই তরঙ্গ উত্তাল সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় আছড়ে পড়ছে, যা দেখে মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

আধ্যাত্মিক বিপ্লব

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই বিপ্লব সাধনের জন্য জামাতের প্রতি সতত আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন এবং ঐশী অনুগ্রহ অবতরণ হতে থেকেছে। আর এর দ্বারা ঘটে গেছে এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব, যার দৃষ্টান্ত বিগত চৌদ্দশ বছরে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। কাদিয়ানের অখ্যাতনামা এক জনপদ থেকে বিচ্ছুরিত কিরণ ক্রমশ সমগ্র জগতকে মহম্মদী জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) يُحْيِي الدِّينَ وَيُقِيمُ الشَّرِيعَةَ অনুসারে ইসলামের পুনরুত্থান এবং প্রকৃত দ্বীনে মহম্মদীকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের পরিণামে আহমদীয়াত শিরকের মূলে কুঠারাঘাত করেছে এবং খাঁটি একত্ববাদকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং পৃথিবী থেকে অন্ধবিশ্বাস, ত্রুটিপূর্ণ ধ্যানধারণা এবং সামাজিক কদাচারকে নির্মূল করেছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আতের পরিণামে জামাতের সদস্যদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহরাজি অবতীর্ণ হয়েছে, তারা সেই জীবিত ও প্রকৃত খোদাকে লাভ করেছে যাঁর সঙ্গে হযরত মহম্মদ আরাবি (সা.) মানুষের পরিচয় করিয়েছিলেন। নাস্তিকতার বিষাক্ত বিষবাষ্প দ্বারা বহু মানুষ প্রভাবিত হয়েছিল, বলতে গেলে সত্যিকার অর্থেই তারা নাস্তিকে পরিণত

হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা পুনরায় খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আর তারা এমনভাবে ফিরে এসেছে যে, খোদা তা'লার সঙ্গে বার্তালাপও করেছে এবং স্বচক্ষে খোদার জীবন্ত ও সতেজ নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করেছে। তারা أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ এর দৃশ্যের সাক্ষী থেকেছে, দিব্যদর্শন ও দিব্যবাণী লাভে ধন্য হয়েছে এবং খোদার সঙ্গে সাক্ষাতের সুমিষ্ট পানীয় তারা পান করেছে। তারা খোদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, কিন্তু তারা এখন খোদার প্রকৃত পরিচয় লাভ করেছে এবং খোদার তত্ত্বজ্ঞানে এমন সমৃদ্ধ এবং খোদার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী হয়েছে যে তারা খোদা সদৃশ সত্তায় পরিণত হয়েছে এবং অন্যদের পথপ্রদর্শন ও হিদায়াতের কারণ হয়েছে।

ওহ খুদা আব ভি বানাতা হ্যায় জিসে চাহে কালীম/ আব ভি উসসে বোলতা হ্যায় জিস সে ওহ করতা পেয়ার

অর্থ: সেই খোদা আজও তৈরী করেন কলীম (যে ব্যক্তি খোদার সঙ্গে কথা বলে), যাঁকে তিনি পছন্দ করেন/ এখনও তিনি তার সাথে কথা বলেন যাকে তিনি ভালবাসেন।

হযরত মসীহ মও্উদ (আ.) তাঁর অনুরাগীদের সম্পর্কে বলেন–

'আমি হাজার হাজার বয়আত গ্রহণকারীদের মধ্যে এমন পরিবর্তন লক্ষ্য করছি যে, আমি তাদেরকে মুসা নবীর উপর সেই সব ঈমান আনয়নকারীদের থেকে সহস্রগুণ শ্রেয় বলে মনে করি, যারা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর উপর ঈমান এনেছিল। আমি তাদের মাঝে সাহাবাদের ন্যায় ভক্তি ও ভালবাসা এবং পুণ্যের জ্যোতি লক্ষ্য করেছি। আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমার জামাত সাধুতা ও পুণ্যকর্মে যতটা উন্নতি করেছে সেটাও এক প্রকার মো'জেযা। হাজার হাজার মানুষ আন্তরিকভাবে নিজেদের বিলীন করে দিয়েছে। আজ যদি তাদেরকে নিজেদের যাবতীয় ধন-সম্পদ ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয় তবে তারা এর জন্য প্রস্তুত রয়েছে।"

(আল ফজল, ইন্টারন্যাশন্যাল, ১৫-২১ শে ডিসেম্বর, ২০০৬)

খোদার হাতে রোপিত চারাবৃক্ষ

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! জামাত আহমদীয়ার উপর ঐশী অনুগ্রহ অবতরণের আরও একটি দিক হল হাজার হাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা একে অসাধারণ উন্নতি দান করে চলেছেন। কুরআন মজীদে সূরা ফাতাহ-য় ঐশী জামাতের সূচনাকে একটি তুচ্ছ বীজের উপমা দিয়ে বোঝানো হয়েছে, যেটি একটি বীজের ন্যায় অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু ক্রমশ এটি এক বিশালাকার বৃক্ষে পরিণত হয়। বৃক্ষের যারা পরিচর্যা করে সেই মোমেনদের জামাত সেটিকে দেখে আনন্দিত ও বিস্মিত হয়, কিন্তু এতে কাফেরদের ক্রোধ ও উত্তেজনা বেড়ে যায়।

জামাত আহমদীয়া যদি খোদার হাতে রোপিত চারা বৃক্ষ না হত, বরং মানুষের হাতের চমৎকার হত, তবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর সাথেই এই সিলসিলার অস্তিত্ব হারিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। যেমন- ওফাদার পত্রিকা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর লেখে, 'মির্যা সাহেবের পর যদি এই সিলসিলা আহমদীয়া ধ্বংস হয়ে যায় তবে বুঝে নিও মির্যা মিথ্যাবাদী আর যদি উন্নতি করে তাঁর পশ্চাতে জামাত কিম্বা তাঁর কোন উত্তরাধিকারী তাঁর প্রতি ভালবাসায় উন্নতি করতে সফল হয় তবে বুঝে নিও যে মির্যা সত্যবাদী এবং সে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ইলহাম লাভ করেছিল। আর যদি তাঁর জামাত বা উত্তরাধিকাররা ক্রমশ মুছে যেতে থাকে, তবে বুঝে নেওয়া উচিত যে, আল্লাহ তা'লা ধর্মের বিষয়ে এমন ব্যাঘাত ঘটানো কখনই পছন্দ করেন না।" (ওয়াফাদার পত্রিকা, লাহোর, ১৪ই জুলাই, ১৯০৮)

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! আহমদীয়াতের বৃক্ষ যখন اخرج شطاء অনুসারে অঙ্কুর হিসেবে ছিল, তখন তাকে পায়ের নীচে পিষে ফেলার জন্য অস্বীকারকারী ও বিরুদ্ধবাদীরা আপ্রান চেষ্টা করল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর যুগে, আহমদীয়াতের খলীফাগণের যুগেও আর এখন পঞ্চম খিলাফতের যুগেও এই অপচেষ্টা হয়ে এসেছে আর এখনও তা হয়ে চলেছে। কিন্তু খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেই অঙ্কুর ক্রমেই বিকশিত হতে থাকল। একদিকে لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ অনুসারে বিরুদ্ধাবাদীদের ক্ষোভ ও ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পেতে থাকল, অপরদিকে খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রতিনিয়ত এবং প্রত্যহ জামাত আহমদীয়ার পক্ষে নিজ সাহায্য, সমর্থন এবং নিরন্তর আশিস ও অনুগ্রহরাজির ধারা উন্মোচিত করে এসেছেন এবং করে চলেছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদেরকে সম্বোধন করে বলেন-

'তোমরা দেখতে পাও যে, তোমাদের ঘোর বিরোধিতা এবং অহিতকর দোয়া সত্ত্বেও তিনি আমাকে ত্যাগ করেন নি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি আমাকে সমর্থন করে এসেছেন। আমার দিকে নিক্ষিপ্ত প্রতিটি পাথর খণ্ডকে তিনি নিজের হাতে প্রতিহত করেছেন। আমার দিকে নিক্ষিপ্ত প্রতিটি তিরকে তিনি শত্রুদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন।। আমি অসহায় ছিলাম, তিনি আমাকে আশ্রয় দান করেছেন। আমি নিঃসঙ্গ ছিলাম, তিনি আমাকে নিজ অঞ্চল ছায়াতলে আশ্রয় দিয়েছেন। আমি কিছুই ছিলাম না, তিনি আমাকে সম্মানের সঙ্গে খ্যাতি দান করেছেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়কে আমার ভক্তিতে আপ্লুত করেছেন। .... আমি বরাহীনে আহমদীয়া পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার সময় এতটা অজ্ঞাত ব্যক্তি ছিলাম যে এটি অমৃতসর স্থিত একটি ছাপাখানা ছাপানো হত, যার মালিক ছিল রজব আলি নামে জনৈক খৃষ্টান পাদ্রী। এর প্রুফ রিডিং এবং বই ছাপানোর জন্য আমি একা অমৃতসর যাতায়াত করতাম। আসা যাওয়ার সময় কেউই আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করত না, আর আমিও কারো সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না। আমি কোন সম্মানীয় ব্যক্তিও ছিলাম না। তখন সে বিস্ময়ভরে আমার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পড়ার পর বলত, 'এটা কি করে সম্ভব যে এমন একজন সাধারণ মানুষের দিকে সমগ্র জগত দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে? কিন্তু যেহেতু সেই কথাগুলি খোদার পক্ষ থেকে ছিল, আমার কথা ছিল না, তাই সেগুলি যথাসময়ে পূর্ণ হয়েছে এবং হচ্ছে।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১, পৃ: ৭৯)

খিলাফতে আহমদীয়ার যুগে

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর মৃত্যুর পর প্রথম খিলাফতের সময় ব্যক্তিভিত্তিক খিলাফতের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে দিয়ে জামাতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে একের পর এক ফিতনা মাথা চাঁড়া দেয়। আহরারীদের ফিতনা, সারা দেশে বিরোধিতার আন্দোলন শুরু হয়। খিলাফতে সালিসার যুগে জামাত আহমদীয়ার বিরুদ্ধে অন্যায় আইন তৈরী করার ফলে বিরুদ্ধবাদীরা উল্লাস করেছে এবং জামাতের হাতে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দেওয়া কথা হয়। খিলাফতে রাবেয়ার যুগে আরও এক অত্যাচারী শাসক অন্ধ আইন তৈরী করে কঠোরভাবে তা বলবৎ করে জামাতকে দীর্ঘকাল ধরে উৎপীড়ন করার চেষ্টা করে এবং আহমদীয়াতকে (নাউযুবিল্লাহ) ক্যান্সারের সঙ্গে তুলনা করে এটিকে সমূলে উপড়ে ফেলার জিগির তোলে। এখন খিলাফতের খামিসার যুগেও নানান অজুহাতে জামাতের সদস্যদের যাতনা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এমনকি একত্রে জামাতের প্রায় একশ সদস্যকে শহীদ করে দেওয়া হয়।

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! কিন্তু শত্রুরা সব সময় অপদস্তই হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত তাদেরকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকল সংকল্প ও ষড়যন্ত্রকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে তাদের ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আপনারা কি এ সবের সাক্ষী নন ? পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে জামাতকে স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে একের পর এক উন্নতি দান করে চলেছেন এবং পৃথিবীর ২১৩টি দেশে জামাতের বীজ বোপিত হয়েছে।

'তুমহেঁ মিটানে কা যোওম লেকর উঠে হ্যাঁ জো খাক কে বাগুলে/ খুদা উড়া দেগা খাক উনকি, কারেগা রুসওয়ায়ে আম কেহনা।'

অর্থ: যে ধূলিঝড় তোমাকে মুছে ফেলার সংকল্প নিয়ে উঠেছে/ খোদা তা'লা তাদেরকে সর্বসমক্ষে অপদস্ত ও লাঞ্ছিত করবেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন–

"কোন বৃক্ষ এত দ্রুত ফল দান করে না, যত দ্রুত আমাদের জামাত উন্নতি করছে। এটি খোদা তা'লার বিস্ময়কর কাজ, এটি তাঁর এক বিস্ময়কর নিদর্শন।"(মালফুযাত,৪র্থখণ্ড,পৃ: ১৭৬)

ইসলাম প্রসারের পাঁচটি শাখা

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর যুগে ইসলামের পুনরুত্থান নির্ধারিত ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ১৮৯১ সালে ইসলামের প্রতিশ্রুত উন্নতি ও পুনরুত্থানের কাজকে গণ্ডিভুক্ত করতে পাঁচটি শাখার ভিত্তি রাখার ঘোষণা করেন। এই পাঁচটি শাখা হল- ১) বই-পুস্তক রচনা (২) ইশতেহার প্রকাশ ৩) অতিথিদের আগমণ ৫) চিঠিপত্রের আদানপ্রদান ৫) মুরীদ এবং বয়আতগ্রহণের ধারা।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর যুগে ইসলাম রূপী বৃক্ষের এই শাখাগুলি সতেজ ছিল আর আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন এবং নিরন্তর কৃপা ও আশিসরাজির পরিণামে তা ক্রমশ বিকশিত হয়েছে এবং অসাধারণ ফল দান করেছে।

তাঁর মৃত্যুর পর জামাতে ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুসারে খিলাফতে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, যার প্রতিটি আশিসময় যুগে ইসলাম প্রসারের ধারা বিস্তার লাভ করছে এবং এই শাখাগুলি ফুলে ও ফলে আরও সুশোভিত হয়েছে। খিলাফতে খামিসার বৈপ্লবিক যুগে إِنِّي مَعَكَ يَا مَسْرُوْر প্রতিশ্রুতি আমরা নিজের চোখে স্বমহিমায় পূর্ণ হতে দেখছি। সময় সাপেক্ষে সেই শাখাগুলির বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

১) ইসলাম প্রসারের প্রথম শাখাটি হল বই-পুস্তক রচনা

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য উপরোক্ত পাঁচটি শাখার মধ্যে প্রথমটি হল 'বই-পুস্তক রচনা।' এই শাখার অধীনে ইসলাম প্রসারের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর যুগ থেকেই আল্লাহ্ তা'লার অগণিত কৃপা ও অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে। বই-পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদীরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগেই সত্তর আলমারির বিষয়ে আপত্তি ছিল। এখন পৃথিবীতে যে সব বই-পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলোর জন্য সত্তর, সাত হাজার কিম্বা সাত লক্ষ

আলমারিতেও স্থান সংকুলান হবে না। আর মধ্যে কোন অত্যুক্তি নেই। যে সব বই পুস্তক কয়েক হাজার সংখ্যা দিয়ে শুরু হয়েছিল, খিলাফতে খামিসার যুগে সেই সংখ্যা লক্ষে লক্ষে পৌঁছে গেছে। একাধিক দেশে জামাতের নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য বই-পুস্তক ছাপানো হয়।

খিলাফতে খামিসার যুগে বছরে প্রায় নয়-দশ লক্ষ বই ছাপানো হয়। এছাড়াও লক্ষ লক্ষ সংখ্যা লিফলেটস এবং ইশতেহার ছাপানো হয়। খিলাফতে খামিসার যুগে উনিশ কিম্বা ততোধিক ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক নোট ছাপানো হয়েছে। এছাড়া এখনও পর্যন্ত জামাতের মাধ্যমে প্রকাশিত কুরআনের অনুবাদের মোট সংখ্যা ছিয়াত্তরে পৌঁছেছে। জামাতের বই-পুস্তকের অনুবাদের সংখ্যা লক্ষ ও কোটিতে পৌঁছেছে।

২) ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় শাখা (ইশতেহার)

ইসলাম প্রসারের দ্বিতীয় শাখাটি হল ইশতেহার জারি করার ধারা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাবির প্রারম্ভিক তিন বছরে জামাত নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী জামাত কুড়ি হাজার ইশতেহার প্রকাশ করেছিল আর এতেই জামাত আপ্লুত ছিল, আজ সেই সংখ্যা লক্ষ থেকে কোটিতে পৌঁছে গেছে।

হুযুর আনোয়ার শতবার্ষিকি খিলাফত জুবিলির সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, প্রতিটি দেশের জনসংখ্যার অন্তত দশ শতাংশ মানুষের কাছে যেন জামাতের পরিচিতিমূলক ইশতেহার পৌঁছে যায়। তাঁর এই নির্দেশ মেনে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কোটি কোটি সংখ্যায় ইশতেহারের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের কাছে ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছে গেছে।

পত্র-পত্রিকা সাংবাদিকতার একটি শাখা। জামাতে শত শত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। অন্যান্য পত্র-পত্রিকাতেও হাজার হাজার সংখ্যায় জামাতের প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে, যেগুলির মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের কাছে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছে যাচ্ছে।

একবিংশ শতাব্দীতে খিলাফতে খামিসার যুগে সাংবাদিকতা গণ-মাধ্যম (মাস মিডিয়া)-এর রূপ নিয়েছে আর টিভি ও রেডিও চ্যানেলের মাধ্যমেও ইসলাম প্রচারের কাজ অব্যাহত রয়েছে। এম.টি.এ ৮টি চ্যানেল এবং ২৭টি রেডিও চ্যানেল দিবারাত্র পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছে।

৩) ইসলাম প্রচারের তৃতীয় শাখা (অতিথিদের আগমণ এবং সাক্ষাত)

ইসলাম প্রচারের তৃতীয় শাখাটি হল অতিথিদের আগমণ সম্পর্কিত। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, 'সাত বছরে প্রায় ষাট হাজারের কিছু অধিক অতিথি এসেছেন।"

(ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন,৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪)

প্রত্যেক যুগ খলীফার ন্যায় হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর দিনরাত্রি ব্যস্ততার কিছু সময় জামাতের সদস্য এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে আগত অ-আহমদী অতিথি তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাতে ব্যতীত হয়। যেমন প্রতিবছর যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা এবং অন্যান্য বিভিন্ন দেশের জলসায় আগত আধ্যাত্মিক পাখির ঝাঁক উড়ে আসে। এছাড়াও বছরের অন্যান্য সময়েও নিষ্ঠাবান আহমদীদের আনাগোনা লেগে থাকে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ১৮৯১ সালে যে জলসা সালানার গোড়া পত্তন করেছিলেন আজ তা পৃথিবীর আশিটিরও বেশি দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে মসীহ মওউদ (আ.)-এর লঙ্গারও খোলা হয়। লক্ষ লক্ষ অতিথি এই সব জলসায় অংশগ্রহণ করে থাকেন।

১৮৮২ সালে কাদিয়ান যখন এক অখ্যাত স্থান ছিল, সেই সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ইলহাম প্রাপ্ত হন- وَسِّعْ مَكَانَكَ অর্থাৎ তুমি তোমার গৃহকে সম্প্রসারিত কর। এই ইলহামে ভবিষ্যতে দলে দলে অতিথিদের আগমণের বিষয়ে ইঙ্গিত ছিল। সেই সময় হুযুর (আ.) নিজের সামর্থ অনুযায়ী কেবল তিনটি চালাঘরই তৈরী করাতে পেরেছিলেন। কিন্তু এর পর থেকে সারা বিশ্বে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের জন্য গৃহ সম্প্রসারণের দৃশ্য নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। খিলাফতে খামিসা-র যুগে এই সম্প্রসারণ, বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানী, পাকিস্তান এবং ভারতে অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু খিলাফতে খামিসার যুগে আদি মরকয কাদিয়ানে আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায়ে যে সম্প্রসারণ, সংস্কার এবং সৌন্দর্যায়নের কাজ হয়েছে এক কথায় তা অভূতপূর্ব।

৪) ইসলাম প্রচারের চতুর্থ শাখা (চিঠিপত্রের আদানপ্রদান)

ইসলাম প্রচারের চতুর্থ শাখাটি হল চিঠিপত্রের আদানপ্রদান। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: "এখন পর্যন্ত উপরোক্ত সময়ের মধ্যে সম্ভবত নব্বই হাজারের কিছু অধিক পত্র এসেছে যেগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছে।"

(ফতেহ ইসলাম,রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর তিরোধানের পর আহমদীয়াতের সকল খলীফার যুগেও চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা, তালিম-তরবীয়ত এবং তবলীগের কাজ যথারীতি এগিয়ে চলেছে। খিলাফতে খামিসার আশিসমণ্ডিত যুগে জামাতের প্রসার, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আদান-প্রদানের ব্যবস্থায় দ্রুত উন্নতির সাথে এই বিভাগে এক অসাধারণ পরিবর্তন এসেছে। প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে বছরে বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত দশ লক্ষেরও বেশি চিঠি আসে। বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আসা রিপোর্টের হিসেব এর সঙ্গে যুক্ত নয়।

A day in the life of Hazrat Khalifatul Masih a.b.z (youtube/mtaonline)

নিঃসন্দেহে এটা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, খোদা তা'লার এক অদৃশ্য হাত অনবরত খিলাফতকে সমর্থন করে চলেছে।

হুযুর আনোয়ার খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার পর বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে পৃথিবীর প্রমুখ বাদশাহ তথা রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে চিঠি লিখে সম্বোধন করেন যা খিলাফতে খামিসার কর্মকাণ্ডের মধ্যে এক উজ্জ্বল ও ঐতিহাসিক দিক। হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) সারা বিশ্বের প্রমুখ রাষ্ট্রপ্রধানদের আসন্ন বিশ্ব-সংকটের প্রেক্ষিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্তরিক সহযোগিতা এবং প্রচেষ্টার জন্য চিঠিপত্রের সাহায্য নেন।

৫) ইসলাম প্রচারের পঞ্চম শাখা (মুরীদ ও দীক্ষগ্রহণকারী)

ইসলাম প্রচারের পঞ্চম শাখাটি হল-'মুরীদ ও বয়আত গ্রহণকারীদের ধারা।

৪০ জন সদস্য সংবলিত দলটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই ৪ লক্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। ২৭ শে ডিসেম্বর, ১৯০৭ জুমআর দিন জলসা সালানায় হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর ভাষণে বলেন-'এত বিরোধিতা, প্রত্যাখ্যান এবং আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের দিবারাত্র চেষ্টা সত্ত্বেও এই জামাত এগিয়ে চলেছে। এটাও মহাসম্মানিত আল্লাহ্ তা'লার এক বিরাট মো'জেযা বা নিদর্শন। আমার মতে এই মুহূর্তে আমাদের জামাতের সদস্য সংখ্যা চার লক্ষেরও অধিক হবে।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৪)

আজ খিলাফতে খামিসার যুগে সিলসিলা আহমদীয়া ২১৩টি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেগুলির মধ্যে আটত্রিশটি দেশে খিলাফতে খামিসার যুগে আহমদীয়াতের চারাবৃক্ষ রোপিত হয়েছে। যে সংখ্যাটি প্রথমে ৪০ দিয়ে শুরু হয়েছিল, সেটি শত থেকে হাজার এবং হাজার থেকে লক্ষে পৌঁছেছে এর পর তা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কোটিতে পৌঁছেছে। আর খিলাফতে খামিসার ২০ বছরে প্রায় এক কোটি পুণ্যবান মানুষ আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় শুধু ২০২২-২৩ সালেই বয়আতের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ১৭ হাজার ১৬৮জন। ১০১৬ স্থানে প্রথম বার আহমদীয়াতের চারাবৃক্ষ রোপিত হয়েছে। পৃথিবী ব্যাপী ৩৩০ টি নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নতুন মসজিদ এবং জামাতের হাতে আসা মসজিদের সংখ্যা ছিল ১৮৫টি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় চলতি বছরে ১২৪টি নতুন মিশন হাউসের সংযোজন হয়েছে।

(সূত্র-২০২৩ সালের যুক্তরাজ্য জলসায় হুযুর আনোয়ারের ভাষণ)

আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে আল্লাহ্ তা'লা ১৮৯৮ সালে ইলহামের মাধ্যমে বলেন, ''আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।" এই একটি ইলহামই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। পৃথিবীর কোন প্রান্ত নেই যেখানে আহমদীয়াতের জ্যোতি পৌঁছয় নি। এই ইলহামটি পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সুসংবাদ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا পূর্ণতা লাভ করে।

এক অ-আহমদী মৌলবী বর্ণনা করেন, 'আমি মালেয়েশিয়া গিয়েছি সেখানে কাদিয়ানি, ইন্ডোনেশিয়া গিয়েছি সেখানে কাদিয়ানি আর পৃথিবীর শেষ প্রান্ত দক্ষিণে, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে গিয়েছে, সেখানেও কাদিয়ানী, আমার পিতা এবং ভাই জাভেদ পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত নরওয়ে গিয়েছে সেখানে কাদিয়ানী। পূর্বের শেষ প্রান্ত ফিজির এলিয়া দ্বীপে গিয়েছি সেখানে কাদিয়ানী পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্ত ঘানাতেও কাদিয়ান।

(সূত্র- কিতাবুল ফজল, অনলাইন)

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের বাণী এই যুগে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সব বড় ভূমিকা পালন করছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) স্বয়ং। যেমন তাঁর খতুবা ও ভাষণাদি, জলসার সময় দেওয়া ভাষণ, ভার্চুয়াল সাক্ষাত, বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন, প্রেস কনফারেন্স, শান্তি সম্মেলন, পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে ভাষণ দান-এগুলি সবই তবলীগের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। আর পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ১১টি জামেয়া থেকে পাশ করে আসা মুবাল্লিগ ও ওয়াকফীনে নও ও ওয়াকফীনে জিন্দগী এই কাজে সহায়কের ভূমিকা পালন করছেন।

খিদমতে খালক

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় খিদমতে খালকের ক্ষেত্রেও জামাত যে উন্নতি লাভ করছে সেটাও কারো কাছে অবিদিত নয়। নুসরাত জাহাঁ স্কীমের আওতায় ১২টি দেশে ৩৭টি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ৫০ এর বেশি ডক্টর মানবতার মহতি সেবায় নিয়োজিত আছেন। খিলাফতে খামিসায় ৩০০ এর বেশি নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর এর আওতায় ৬৮০টিরও বেশি স্কুল দারিদ্রপীড়িত দেশগুলিতে

এরপর শেষের পাতায়...

আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব

–মহম্মদ হামীদ কাউসার, নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ্, মারকাযিয়া

অনুবাদক: শেখ হুমাউন কবীর, মুরুব্বী সিলসিলা,

اَشۡهَدُ اَنۡ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحۡدَهٗ لَا شَرِيۡكَ لَهٗ
وَاَشۡهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبۡدُهٗ وَرَسُوۡلُهٗ
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ-
بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ-

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন– وَمَا خَلَقۡتُ الۡجِنَّ وَالۡاِنۡسَ اِلَّا لِيَعۡبُدُوۡنِ "এবং আমি জিন ও ইনসানকে শুধু এজন্যই সৃষ্টি করেছি যেন তারা কেবলমাত্র আমারই ইবাদত করে।' (সূরা যারিয়াত: ৫৭)

অন্যত্র বলেন–

الَّذِيۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَالۡحَيٰوةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ اَيُّكُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا

অর্থ: যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যুকে এবং জীবনকে যেন তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন– তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম। (আল মুলুক:৩)

اِنَّا هَدَيۡنٰهُ السَّبِيۡلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوۡرًا

অর্থ: নিশ্চয় আমরা তাহাকে সঠিক পথ দেখাইয়াছি, হয় তো সে কৃতজ্ঞ হইবে, নয় তো সে অকৃতজ্ঞ হইবে।

(সূরা দাহার: ৪)

অতঃপর বলেন:

اَفَحَسِبۡتُمۡ اَنَّمَا خَلَقۡنٰكُمۡ عَبَثًا وَّاَنَّكُمۡ اِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُوۡنَ

অর্থ: তোমরা কি মনে করিয়াছিলে যে, আমরা তোমাদিগকে অযথা সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমাদের দিকে ফিরিয়া আসিবে না?

(আলমোমেনুন: ১১৬)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি মানুষকে সরল ও সঠিক পথের পানে হিদায়াত দান করেছেন। এখন মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে যে সে তার জীবন একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে অতিবাহিত করবেন, না কি অকৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে। اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوۡرًا কোটি কোটি মানুষ খোদা তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এক বিরাট শ্রেণীর মানুষ এমনও আছে যারা অকৃতজ্ঞতার পথে পরিচালিত হচ্ছে, তারা ঔদ্ধত্য ও অহংকারের পথে চলে আল্লাহ তা'লার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসেছে। এমন নাস্তিক ও অধার্মিকদের জন্য আল্লাহ তা'লা কুরআন মজীদে সতর্কবাণী দিয়ে রেখেছেন– وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلۡقَهٗ এবং সে আমাদের সম্বন্ধে সাদৃশ্য বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের জন্ম-বৃত্তান্ত ভুলে যায়। (সুরা ইয়াসিন:৭৯)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করে বলেন="কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে আজও জানে না সে, তাহার এইরূপ এক খোদা আছেন যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমাদের খোদাই আমাদের বেহেশত। আমাদের খোদাতেই আমাদের পরম আনন্দ। কেননা আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি এবং সকল প্রকার সৌন্দর্য তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইয়াছি। প্রাণের বিনিময়েও এই সম্পদ লাভ করিবার যোগ্য। এই মণি ক্রয় করিতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিঃশেষিত হয়, তবুও ইহা ক্রয় করা উচিত। হে (খোদালাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! এই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, ইহা তোমাদিগকে প্লাবিত করিয়া দিবে। ইহা জীবনের উৎস যাহা তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবে। আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন জয়ঢাক দিয়া বাজারে বন্দরে ঘোষণা করিব যে, 'ইনি তোমাদের খোদা' এবং কোন্ ঔষধ দ্বারা আমি চিকিৎসা করিব যাহাতে শুনিবার জন্য তাহাদের কর্ণ উন্মুক্ত হয়?

"কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-১৯, পৃ: ২১)

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে প্রত্যেক যুগে মানুষকে এই শিক্ষা দান করেছেন–

وَلَا يُحِيۡطُوۡنَ بِشَيۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ

তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করিতে পারে না, কেবল তাহা ব্যতীত যাহা তিনি চাহেন। (সূরা বাকারা: ২৫৬)

তাঁর ইচ্ছে ব্যতিরেকে কোন প্রকার জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না, কোন কোন প্রকার উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের তৌফিক লাভ করবে না।

বিগত তিন শতব্দীতে আল্লাহ্ তা'লা এক শ্রেণীর মানুষকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন যে তারা শিল্প ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেছে। কম্পিউটার বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাদের কিছু সাফল্য ছিল। একদল মানুষ এসব উদ্ভাবন ও শিল্পের জন্য এতটাই অহংকারী হয়ে উঠেছিল যে, তারা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছিল। মহান আল্লাহ্ তা'লা এই ধরণের লোকদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন–

قُلۡ هَلۡ نُنَبِّئُكُمۡ بِالۡاَخۡسَرِيۡنَ اَعۡمَالًا ﴿۱۰۴﴾ اَلَّذِيۡنَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِي الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُوۡنَ اَنَّهُمۡ يُحۡسِنُوۡنَ صُنۡعًا ﴿۱۰۵﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمۡ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتۡ اَعۡمَالُهُمۡ فَلَا نُقِيۡمُ لَهُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ وَزۡنًا ﴿۱۰۶﴾

অর্থ: তুমি বল, 'আমরা কি তোমাদিগকে কর্মের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্তদের সংবাদ দিব?

ইহারা ঐ সকল লোক যাহাদের সকল প্রচেষ্টা কেবল পার্থিব জীবনের পিছনে পণ্ড হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহারা মনে করে যে তাহারা ভাল ভাল কাজ করিতেছে।

ইহারা সেই সকল লোক, যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে এবং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতকে অস্বীকার করিয়াছে, ফলে তাহাদের সকল কর্ম বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব কেয়ামত দিবসে আমরা তাহাদিগকে কোন গুরুত্বই দিব না। (সুরা কাহাফ: ১০৪-১০৬)

এই আয়াতে হযরত মহম্মদ (সা.) ও তাঁর মধ্যস্থতার মাধ্যমে প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমানকে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে যে সে যেন আল্লাহ্র এই নির্দেশ অন্যান্য লোকদের কাছে পোঁছে দেয় যে–

তুমি বল, 'আমরা কি তোমাদেরকে কর্মের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্তদের সংবাদ দিব? এরা ঐ সকল লোক যাদের সকল প্রচেষ্টা কেবল পার্থিব জীবনের পেছনে পণ্ড হয়ে গেছে, তথাপি তারা মনে করে তারা ভালো করছে এরা সেই সকল লোক যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে, ফলে তাদের সকল কর্ম বিনষ্ট হয়ে গেছে। অতএব কেয়ামত দিবসে আমরা তাদেরকে কোন গুরুত্বই দিব না।

(সুরা আল-কাহফ: ১০৪-১০৬)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, এই ধরণের নাস্তিক বিজ্ঞানী যারা বিভিন্ন বস্তু উদ্ভাবন করেছে এবং তাদের উদ্ভাবন নিয়ে অহংকার করে, এগুলো সব কিছু বলে মনে করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কিয়ামত দিবসে আমার কাছে এগুলার কোন গুরুত্ব থাকবে না। কারণ এগুলো সবই আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত ক্ষমতার ভিত্তিতে উদ্ভাবিত। খোদা তা'লার প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার পরিবর্তে, এই উদ্ভাবনগুলি তাদের ঔদ্ধত্য হয়ে ওঠার কারণে হয়েছে এবং অহংকারী লোকেরা এর জন্য শাস্তি পাবে।

অন্যদিকে আল্লাহর মুমিন বান্দারা যখন কোন উদ্ভাবন করে, তখন তারা আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। অনেক মুসলিম বিজ্ঞানী যেমন আল-হামিয়ারি, ইব্রাহিম আল ফাজারি, জাবিন বিন হাইয়ান মুহাম্মদ আল-ফাজারি, ইয়াকুব বিন তারিক আল-খোয়ারিজমি, আব্দুল রহমান আল-সুফি, ইবনে আল-হাইশাম, আল-বিরুনী, ইবনে সিনা, আব্দুল রহমান আল -খাজিনি ও প্রফেসর ডক্টর আব্দুস সালামা সাহেব মরহুম প্রমুখ বিজ্ঞানী ছিলেন যারা আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত জ্ঞান দিয়ে অনেক উদ্ভাবন করেছেন এবং অনেক আবিষ্কারের ভিত্তি তৈরী করেছেন।

সমস্ত জ্ঞানকে পরিচালনা করার জন্য নীতিমালা আবিষ্কার করেছিলেন, যার ভিত্তিতে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা অগ্রগতির উচ্চমার্গে পোঁছেছে।

সম্মানীয় শ্রোতামণ্ডলী! যেমনটি আপনারা শুনেছেন যে এই বক্তব্যেল মধ্যে এটিও বর্ণনা করা সমীচীন হবে যে, আল্লাহ তা'লার অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস করার কি কি কল্যাণ ও লাভ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে নিজেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–

وَاِنۡ تَعُدُّوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ لَا تُحۡصُوۡهَا

যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতসমূহ গণনা করতে চাও তাহলে তোমরা তার সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না। (ইব্রাহিম: ১৩-১৪)

আসল কথা হল, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার কল্যাণসমূহ গণনা করতে চায়,তাহলে সেগুলো গণনা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই সংক্ষিপ্ত সময়ে কতিপয় কল্যাণসমূহ উল্লেখ করব।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে সে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন– ,

اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوۡبُهُمۡ بِذِكۡرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكۡرِ اللّٰهِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ

অর্থাৎ যারা ঈমান আনে এবং যাদের হৃদয় আল্লাহ্র স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখো! আল্লাহ্র স্মরণেই হৃদয়প্রশান্তি লাভ করে। এবং তারা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিটি সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে। আর তাদের জীবনের আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গি এটি হয়ে থাকে যে, 'হে খোদা, যদি তোমার অনুগ্রহ হয় অথবা কোন সমস্যায় জর্জরিত হই আমরা তাতেই সন্তুষ্ট যাতে তুমি সন্তুষ্ট।" (সুরা রাদ:২৯)

তাদের অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টা এটাই হয়ে থাকে যে তাদের প্রতিপালক যেন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়। অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত তারা সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে থাকে। তাদের উপমা সেই বাদশ ও গোলামের ন্যায় যেখানে বলা হয়েছে যে, প্রাচীনকালে এক বাদশাহর নিকট খরবুজার ঝুড়ি নিয়ে আসা হল। বাদশাহ মনে করলেন, এই গোলাম আমার এত সেবা করে,আজ আমিও এর কিছু সেবা করব। তাই তিনি খরবুজা কেটে একটি টুকরো গোলামকে

যুগ ইমামের বাণী

'এখনও তোমাদের মধ্যে খোদাতালার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং তোমরা এইজন্য খোদাতালার নিকট দোয়া করিতে থাক যেন তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়'। **(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ৫৮)**

দোয়াপ্রার্থী: Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum

দিলেন। গোলাম সেটি খেয়ে ফেলল। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটার স্বাদ কেমন? গোলাম উত্তরে বলল, খুবই ভাল। এরকমভাবে বাদশা খরবুজার টুকরো কেটে দিতে থাকলেন আর গোলাম খেতেই থাকল। খরবুজারা শেষ টুকরোটি বাদশা নিজেই খেলেন এবং সেটি অনেক তিক্ত ছিল। বাদশাহ গোলামকে বললেন, এই খরবুজা তো অনেক তিক্ত ছিল আর তুমি বড় আনন্দের সাহিত খাচ্ছিলে এবং আমি যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম তখন তুমি বললে এটি খুব সুস্বাদু! তুমি এরকম কেন করলে? তখন সেই গোলাম উত্তরে বলল, বাদশাহ সালামত, আপনার হাতে আমাকে অনেক কিছুই মিঠা খাইয়েছেন আজ যদি এই হাত থেকে একটি তিক্ত খরবুজা খেতে হয় তাহলে সেটিকে অখাদ্য বলার কি প্রয়োজন? আসল আনন্দ তো সেই হাতে যে হাত আমাকে খাওয়াচ্ছে।

এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন মুমিন বান্দার জীবনে যদি পরীক্ষার জন্য কোন তিক্ততা আসে, তবে সে ধৈর্য ও নীরবে তা সহ্য করে এবং এই তিক্ততা দূরীভূত হওয়ার জন্য সেই প্রভুর নিকট প্রার্থনা করে যে প্রভুর প্রতি সে বিশ্বাস ও আস্থা রাখে। এবং আশা করে যে তার প্রভু এই পরীক্ষার পরে তাকে অসংখ্য অনুগ্রহ প্রদান করবেন কারণ এটি তাঁর প্রতিশ্রুতি যে- اِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ یُسۡرًا

অর্থ: নিশ্চয় কষ্ট-কাঠিন্যের সাথে সহজসাধ্যতা বিদ্যমান। (ইনশিরাহ: ৬)

পক্ষান্তরে, একজন নাস্তিক যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না সে যখন দুঃখ-কষ্ট, ও রোগব্যধিতে নিপতিত হয় তখন খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। আর শান্তি ও স্বস্তি হারিয়ে যায়, রাতে ঘুম আসে না। শান্তি আর ঘুমের সন্ধানের জন্য সে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে এবং কেউ কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় আবার কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। কারণ তাদের সন্তুষ্টি ও ধৈর্যের কোন উৎস নেই এবং তারা চরম বঞ্চনার মধ্যে মারা যায়।

فَاعۡتَبِرُوۡا یٰۤاُولِی الۡاَلۡبَابِ-

অর্থ: সুতরাং হে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ! শিক্ষা গ্রহণ কর। (হাশর: ০৮)

সম্মানীয় শ্রোতা মণ্ডলী! পৃথিবীতে দুই ধরণের শিশু হয়ে থাকে, একটি হল যাদের মাথার উপর তাদের পিতা-মার ছায়া থাকে এবং অন্যটি তারা যারা অনাথ। যাদের মাথার উপর তাদের পিতার ছায়া থাকে, যে কোন প্রয়োজনে তারা তাদের পিতার কাছে আবদার করে এবং দয়াবান পিতা তাদের প্রতিটি প্রয়োজন পূরণ করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু যাদের বাবা নেই, তারা তাদের প্রয়োজনের সময় হতাশ হয়ে পড়ে।

মুমিন ও কাফেরদের দৃষ্টান্তও তদনুরূপ হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বাসীগণ নিজ প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখে, আর তাদের ঈমান আল্লাহ্ তা'লার এই প্রতিশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে =

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادۡعُوۡنِیۡۤ اَسۡتَجِبۡ لَكُمۡ

অর্থ: এবং তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। (সূরা মোমেন: ৬১)

এরপর বলেন-

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیۡ عَنِّیۡ فَاِنِّیۡ قَرِیۡبٌ ؕ اُجِیۡبُ دَعۡوَۃَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلۡیَسۡتَجِیۡبُوۡا لِیۡ وَلۡیُؤۡمِنُوۡا بِیۡ لَعَلَّهُمۡ یَرۡشُدُوۡنَ

এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (তুমি) বলো, 'আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই, যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়। এবং আমার উপর ঈমান আনে, যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।'

(সূরা বাকারা: ১৮৭)

হযরতমসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'মুসতাকিল রেহনা হ্যায় লাযিম এ্যায়ে বাশার তুঝকো সদা/ রঞ্জ ও গম ইয়াস ও আলাম ফিকর ও বালা কে সামনে/ বারগাহে এজিদি সে তু নাহ ইউঁ মাইয়ুস হো/ মুশকিল কি চিজ হ্যায় মুশকিল কুশা কে সামনে/ হাজাতেঁ পুরি কারেঙ্গে কিয়া তেরি আযিজ বাশার/ কর বায়াঁ সব হাজাতেঁ হাজাত রাওয়া কে সামনে।

অর্থ: 'খোদা তা'লা প্রদত্ত দুঃখ, সমস্যা, চিন্তা ও ক্রোধের সামনে মানুষকে সব সময় তার ঈমানে অবিচল থাকা উচিত। খোদার আস্তানা থেকে এভাবে নিরাশ হয়ো না। সমস্যা নিরসনকারী খোদার সম্মুকে কোন সমস্যাই স্থায়ী নয়। দুর্বল মানুষ তোমার প্রয়োজনাদি কিভাবে পূর্ণ করবে? তুমি তোমার কামনা বাসনা সেই প্রয়োজন পূরণকারী খোদার সামনে তুলে ধরো।

(দুররে সামীন, পৃ: ১২১)

আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের উপর বিশ্বাসীরা নিজেকে আল্লাহ্ তা'লার নিরাপত্তার বেষ্টনীতে অনুভব করে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বাস রাখে তার একটি লাভ ও কল্যাণ রয়েছে যে সে যে কোন ঝুঁকির সম্মুখীন হলে নিজেকে আল্লাহ্ তা'লার নিরাপত্তার অধীনে অনুভব করে আর فَلَا خَوۡفٌ عَلَیۡهِمۡ وَلَا هُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ (অর্থাৎ, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" আল বাকারা: ৩৯) আল্লাহ্ তা'লার এই প্রতিশ্রুতির প্রতি তার অটল বিশ্বাস থাকে।

অতএব, মহানবী হযরত মহম্মদ মোস্তফা (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর জীবনীতে এ প্রসঙ্গে অনেক ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণিত আছে তার মধ্যে একটি ঘটনা এরকম যে, হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ৭ম হিজরী (৬২৮ মোতাবেক) হযরত রসুল করীম (সা.) যাতুর রিকা-র যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গমণ করেন। নবী করীম (সা.) যখন সাহাবাদের সাথে ফিরছিলেন, তখন তিনি পথের একটি ছায়াময় স্থানে বিশ্রাম নেন এবং একটি সুপারি গাছের সাথে তাঁর তরবারি ঝুরিয়ে দেন হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন যে আমরা যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখন হঠাৎ মহানবী (সা.) এর আওয়াজ আমাদের কানে আসে। তিনি আমাদের ডাকছিলেন। আমরা যখন হুযুর (সা.)-এর নিকট পোঁছলাম, তখন দেখলাম, সেখানে একজন শত্রু দাঁড়িয়ে আছে। মহানবী (সা.) বলেন, আমি যখন ঘুমিয়ে পড়লাম, তখন এই শত্রু আমাকে জাগিয়ে দিল এবং তার হাতে আমার তরবারি দেখতে পেলাম। সে আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল যে এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? মহানবী (সা.) উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ।' একথা শুনে শত্রুর হাত থেকে তার তরবারি পড়ে যায় এবং সে কিছুই করতে পারল না।" মহানবী (সা.) সেই তরবারি তুলে নিয়ে শত্রুকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? শত্রু বলল, আপনিই তো আছেন যে ক্ষমা করে দেন।"

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, বাব গাযওয়াতুর রিকা)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতা মণ্ডলী! মহানবী (সা.) এর খোদা তা'লার প্রতি পূর্ণ আস্থা ছিল এবং আল্লাহই তাঁকে তাঁর শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছিলেন। আর অন্যদিকে, যে শত্রুর এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ছিল না সে তার কোন রক্ষক না পেয়ে মহানবী (সা.)এর কাছে নিজের মুক্তির জন্য কান্নাকাটি করতে থাকে।

এই ঘটনা থেকে এটি প্রমাণ হয় যে, যে মোমেন মহানবী (সা.)এর নির্দেশ অনুসরণ করে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রত্যেক বিপদের সময় রক্ষা করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায়ও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল, ১৯০৪ ও ১৯০৫ সালে যখন তিনি (আ.) করিমুদ্দীন এর মামলার বিষয়ে গুরুদাসপুরে অবস্থান করছিলেন। একজন সাহাবী তাঁকে (আ.- জানান যে, ম্যাজিস্ট্রেট আপনাকে বন্দী করে জেলে পাঠাতে চায় এবং সে মনে করে যে আপনি এই মামলায় তার শিকার।

সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেন যে, আমি যখন 'শিকার' শব্দটি বললাম, তৎক্ষণাৎ তিনি উঠে বসলেন এবং বললেন-

'আমি শিকার নই, আমি এক সিংহ এবং যেমন তেমন সিংহ নই খোদার সিংহ আমি, সে কি খোদার সিংহকে স্পর্শক করতে পারে?"

(সিরাতুল মাহদী, প্রথাংশ, পৃ: ৮৭, রেওয়ায়েত নম্বর-১০৭)

'খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্টের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়া ঠিক নয়, সিংহের গায়ে হাত দিও না, হে হতাভাগা মুর্খেরা!"

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর হেফাজতকারী খোদার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও তাকওয়া ছিল যে, তিনি সর্বাবস্থায় তাঁকে রক্ষা করবেন। এবং তাঁর অনুসরণে, প্রত্যেক আহমদী যে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে রক্ষা করেন। আর অন্যদিকে , যে ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'লার কোন অস্তিত্ব নেই, সে এমন পরিস্থিতিতে নিজেকে একা ও অসহায় বোধ করে।

অপরাধ করা থেকে বিরত থাকা

সরকার অপরাধ রোধে আইন প্রণয়ন করে, কিন্তু অপরাধ দমনে তারা পুরোপুরি সফল হয় না। কিন্তু যে সব মানুষ ও সমাজ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বাসী তারা তাঁর আদেশ অনুসরণ করাকে তাদের কর্তব্য মনে করে এবং আদেশ থেকে বিচ্যুত হওয়াকে পাপ মনে করে। এবং তারা এটি ভয় পায় যে তাদের প্রভু যেন তাদের উপর অসন্তুষ্ট না হয়ে যায়। তারা বিশ্বাস করে যে যখন একটি অন্যায় সংঘটিত হয়, আইনের আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক বা না হোক আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তার হিসাব গ্রহণ করবেন। তাই তারা ছোটখাটো অপরাধ করা থেকে বিরত থাকে। উদাহরণস্বরূপ: মহানবী হযরত মহম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবকালে আরবের লোক মদ পানে অভ্যস্ত ছিল এবং কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যে মদ্য পানের জন্য পাঁচটি বিশেষ সময় নির্ধারিত ছিল। তারা অনবরত মদ্যপানের জন্য গর্বিত হত এবং তারা কবিতায় গর্বের সাথে তা উল্লেখ করত। আর যখন আল্লাহ্ তা'লা মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন, সাথে সাথে তারা তা পরিত্যাগ করলেন।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদিন মদিনায় কয়েকজন সাহাবা আবু তালহার ঘরে মদ করছিলেন আর আমি তাদের আমি তাদেরকে মদ্যপান করাচ্ছিলাম। এরই মধ্যে এক ব্যক্তি রাস্তার পাশ দিয়ে এই বলতে বলতে যাচ্ছিল যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর উপর ওহী অবতীর্ণ হয়েছে যে মদমান সম্পূর্ণভাবে হারাম করা হয়েছে। মদ্যপানকারীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলে যে কেউ গিয়ে তদন্ত করে এসো যে এই ঘোষণা সত্য না কি মিথ্যা। কিন্তু অন্যরা বলল যে, না আগে মদের পাত্র ভেঙ্গে মটকা থেকে মদ ফেলে দাও তারপর তদন্ত কর। এবং যখন তদন্ত করে মদ্যপান হারাম প্রমাণিত হয়, তখন তারা মদ্যমান করা বন্ধ করে দেয় এবং কেউ এটির কথা দ্বিতীয়বার চিন্তাও করে নি।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর একটি কবিতায় সাহাবীদের এই অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

تر کوا الغبوق و بدلوا من ذوقه
ذوق الدعاء بليلة الاحزان

অর্থাৎ, তারা মদ ত্যাগ করেছিল এবং শোকের রাতে দোয়ার আনন্দ দ্বারা এর আনন্দকে প্রতিস্থাপিত করেছিল।

উপস্থিত শ্রোতাবর্গ! যারা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাসী তাদের এই মহান নিয়ামত ও কল্যাণ রয়েছে তারা অবিলম্বে মহান আল্লাহ্র নির্দেশনা অনুসরণ করে এবং অন্যায়, পাপ ও অপরাধ করা থেকে রক্ষা পায় এবং অন্যরা এই ধরণের নিয়ামত ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে।

সত্যবাদিতা

যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে সে একজন সৎ ও সত্যবাদী। অন্যদিকে একজন নাস্তিক ও মুনাফিক সত্য ও মিথ্যার কোন পরোয়া করে না। আল্লাহ্র একজন মোমেন বান্দা কোন বিপদ-আপদে সত্যের পথ ত্যাগ করে না, কারণ তার সামনে আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশনা বিদ্যমান যে كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ হে সত্যবাদীগণ! সত্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। (সূরা তওবা: ১১৯) তারা কোন অবস্থাতেই সত্যবাদীদের শ্রেণী থেকে দূরে হতে চান না।

এ প্রসঙ্গে হযরত শেখ আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে যখন তিনি ঘর থেকে রওনা হচ্ছিলেন তখন তাঁর মাতা, তাঁর কোটের পকেটে ৮০ আশরফি রেখে তাঁকে উপদেশ দিলেন, 'কখনও মিথ্যা বলবে না।' শেখ আব্দুল কাদির সাহেব বাড়ি থেকে রওনা হয়ে একটি জঙ্গালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একদল দস্যু তাঁকে ধরে ফেলে এবং জিজ্ঞস করে, তোমার কাছে কত সম্পদ আছে? শেখ আব্দুল কাদির উত্তরে বললেন, আমার কাছে ৮০টি স্বর্ণমুদ্রা আছে যা আমার মা আমার পকেটে রেখে দিয়েছিলেন এবং আমাকে উপদেশি দিয়েছিলেন যে, কখনও মিথ্যা কথা বলবে না অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লা অসন্তুষ্ট হবেন। যখন পকেট ছিঁড়ে ফেলা হল দেখা গেলা যে সত্যিই ৮০টি স্বর্ণমুদ্রা আছে। চোরেদের সর্দার বলল, আমাদের পিতা-মাতা ও বড়রা আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক সত্য কথা বলার উপদেশ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু আমরা সে্ উপদেশ মানি নি যার কারণে আমরা বনে-জঙ্গালে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তখনই সে তওবা করে নেয় এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি ভবিষ্যতে কখনও মিথ্যা বলবেন না এবং সর্বদা সত্যে অটল থাকবেন। কথিত আছে যে তিনিই ছিলেন তাঁর প্রথম ভক্ত।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতামণ্ডলী! এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, একজন বিপথগামী ও অপরাধীও যখন বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ আছেন এবং তাকে অমান্য করা আল্লাহ্র ক্রোধ ও অসন্তষ্টির কারণ হয় তখন সে সত্যের পথ অবলম্বন করে। এবং যে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে না সে মিথ্যা, প্রতারণা, ঘুষ, পাপের কবল থেকে বের হতে পারে না। প্রতিশ্রুত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনীতেও অনুরূপ ঈমান উদ্দীপক ঘটনা পাওয়া যায়। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাঁর 'আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম' গ্রন্থে বলেছেন-

"একবার, পোস্ট অফিস মামলায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যাতে জরিমানা ও কারাদণ্ড উভয়ই হতে পারত। যেহেতু পোস্ট অফিসের নিয়মগুলি সে যুগে প্রায়শই লঙ্ঘন করা হত, তাই পোস্ট অফিস চেয়েছিল এক বা দু'জনকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক যাতে ভবিষ্যতে লোকেরা সতর্ক হয়। সে জন্য পোস্ট অফিসের ইংরেজ অফিসার নিজেই আসতেন এবং খুব জোর চেষ্টা চালাতেন যাতে তাঁর শাস্তি হয়ে যায়। এই মামলাটি শুধুমাত্র সেই ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল যিনি তাঁর পাঠানো প্যাকেটটি খুলেছিলেন, যাতে একটি চিঠি ছিল এবং প্যাকেটে চিঠি পাঠানো ডাক-আইনের পরিপন্থী ছিল। আইনজীবিরা বলেন, আপনার বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে আপনি বলবেন যে আমি আলাদা করে চিঠি পাঠিয়েছিল যে ব্যক্তির নামে প্যাকেট ছিল যেহেতু সে পাদ্রী ছিল এবং তাঁর সাথে ইতিপূর্বে তার বাহাসাও হয়েছিল এবং এক দিক থেকে সে শত্রুতা পোষণ করত, তাঁর এই অজুহাত অবশ্যই গ্রহণযোগ্য ছিল, কিন্তু তিনি (আ.) স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'আমি কিভাবে মিথ্যা বলতে পারি? আমি তো সত্যিই চিঠি প্রেরণ করেছি। আসলে আমি পত্রটি প্যাকেটে রেখেছিলাম এজন্যই যে সেই নিবন্ধটিও প্যাকেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট এতে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে পোস্ট অফিসের কর্মকর্তাদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও, তিনি তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, যে-ব্যক্তি কারাবাসের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং সে মুখের একটি কথায় নিজেকে বাঁচাতে পারত, কিন্তু কোন কিছু পরোয়া করে না এবং মিথার আশ্রয় নেয় না, আমি তাকে কখনও শাস্তি দিতে পারি না।

(আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম, আনোয়ারুল উলুম, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২০৬)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতামণ্ডলী! এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে, প্রতিশ্রুত মসীহ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের বরকতে ভুল বর্ণনা ও মিথ্যা এড়িয়ে চলতেন এবং আইন বিশেষজ্ঞরা ভুল বিবৃতির পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি (আ.) সর্বাবস্থায় ঐশী ও দেশীয় আইন মেনে চলার প্রতি জোর দিয়েছিলেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান আনার লাভ এটি হয়ে থাকে যে, একজন ব্যক্তি তার দেশের আইন মেনে চলে এবং তা লঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাকে কারণ তাঁর সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহ্ এমনটি করার নির্দেশ দিয়েছেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতামণ্ডলী! এটিও একটি বাস্তব যে, যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাসের দাবি করে তাদের একটি বড় সংখ্যককে মিথ্যা, প্রতারণা, ঘুষ এবং বিভিন্ন ধরণের অপরাধ করতে দেখা যায় এবং বিধর্মী নাস্তিকদের এরা আপত্তি করার সুযোগ করে দেয় যে, যদি মহান আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমানই গুনাহ ও অপরাধের কারণ হয়, তাহলে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমানের দাবিদার এই মুসলমানরা কেন এসব পাপের সাথে জড়িত?

এই প্রশ্নের উত্তর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দিয়েছেন। তিনি বলেন-

"মানুষ দুই প্রকার হয়ে থাকে, এক হল যারা খোদাকে বিশ্বাস করে, এবং অন্যটি তারা যারা খোদাকে বিশ্বাস করে না, আর যারা বিশ্বাস করে তাদের মধ্যেও এক ধরণের নাস্তিকতা আছে, কারণ তারা যদি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ্ তা'লাকে বিশ্বাস করে তাহলে এত বেহায়াপনা ও অনৈতিকতার বাড়বাড়ন্তের কারণ কী? উদাহরণস্বরূপ যদি একজন ব্যক্তিকে একটি মারাত্মক বিষ, এবং কোনরকম অর্থের প্রলোভন দেখালেও সে কখনই তা খাবে না। সে এ বিষয়ে নিশ্চিত যে আমি খেলেই মারা পড়ব। মানুষ জানে যে আল্লাহ্ তা'লা পাপে অসন্তুষ্টি হয়, তাহলে কি কারণে তারা এই বিষের পেয়ালা পান করে। তারা মিথ্যা বলে, ব্যাভিচার, কাউকে কষ্ট দিতে দ্বিধাবোধ করে না, বারো আনা বা এক টাকার গয়নার জন্য নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করে। প্রকৃত জ্ঞান ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসের পর এ ধরণের দুঃসাহসিকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করা অসম্ভব। এ থেকে বোঝা যায় যে, তারা জানে না যে, আর্সেনিক বা স্টিনিয়া বিষের চেয়েও হত্যার জন্য এই অপশক্তির বিষ বেশি শক্তিশালী। যদি তারা বিশ্বাস করত যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তিনি মন্দের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং এর জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়, তাহলে তারা পাপের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করত এবং মন্দ থেকে দূরে সরে যেত। কিন্তু পাপের জীবন যেহেতু সাধারণ হয়ে ওঠে, এবং মন্দ ও অশ্লীলতাকে ঘৃণা করার পরিবর্তে তার প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, তাই আমি এটা বলব এবং এটা সত্য যে এই নাস্তিক মতবাদ আজকাল প্রচলিত। পার্থক্য শুধু এই যে, একদল মুখে বলে যে সৃষ্টিকর্তা আছে, কিন্তু মান্য করে না এবং অন্য দল স্পষ্টভাবে তা অস্বীকার করে। বাস্তবে উভয়েই এক।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯৩)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতামণ্ডলী! পৃথিবীর পরিচিত ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, যখনই কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন থেকে বিমুখ হয় এবং তার হক আদায় করতে ভুলে যায় এবং নির্ভয়ে গুনাহ করতে থাকে এবং তার জন্য ভাল কাজ ও মন্দ কাজের পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন মহান আল্লাহ্ একজন সতর্ককারী প্রেরণ করে অন্তরে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। যেমন, মে, জুন মাসের প্রচন্ড দাবদাহের পর পৃথিবী শুকিয়ে গেলে আল্লাহ্ তা'লা শ্রাবনের বারিধার বর্ষণ করেন, যা মৃত পৃথিবীকে পুনরায় জীবিত করে তোলে।

বর্তমান যুগেও আল্লাহ্ তা'লা সৈয়্যদানা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কে সৈয়্যদানা হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই প বিত্র কাদিয়ান দারুল আমানে প্রেরণ করেছেন। তিনি উচ্চস্বরে এবং বেদনাদায়ক শব্দে ঘোষণা করেছিলেন যে-

আমি সর্বশক্তিমান খোদা তা'লার প্রতি এমন বিশ্বাস সৃষ্টি করতে চাই, যেন মানুষ সর্বশক্তিমান খোদার প্রতি বিশ্বাস রাখে যে সে যেন পাপের বিষ থেকে রক্ষা পায়। এবং তার অন্তরে পরিবর্তন আসে। সে মৃত্যুবরণ করে এক নতুন জীবন লাভ করবে। পাপ থেকে আনন্দ লাভের পরিবর্তে তার অন্তরে বিদ্বেস জাগ্রত হয়। যেন এই অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, সে বলতে পারে আমি খোদাকে সনাক্ত করতে পেরেছি। খোদা তা'লা উত্তররূপে অবগত আছেন যে,এই যুগ হল খোদা তা'লার তত্ত্বজ্ঞান শূন্যতার যুগ। এমন কোন ধর্ম নেই যা মানুষকে এই গন্তব্যে নিয়ে আসে এবং তার মধে এই প্রকৃতি সৃষ্টি করে। আমরা কোন বিশেষ ধর্মের জন্য অনুশোচনা করতে পারি না। এই ব্যাধি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এবং এই মহামারিটি বিপজ্জনকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি সত্যই বলছি। খোদার উপর ঈমান আনলে মানুষ ফেরেশতা হয়ে ওঠে বরং সে ফেরেশতাদেরও আরাধ্য হয়ে যায়। সে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯৩-৪৯৪)

দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তা'লা জামাতের প্রত্যেক সদস্যদের অন্তরে ও আত্মায় তাঁর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টি করেন, যার ফলশ্রুতিতে কোন গুনাহ করার সম্ভাবনা না থাকে এবং জামাতের প্রত্যেক সদস্য যেন আল্লাহ্ তা'লার অসংখ্য অনুগ্রহ ও কল্যানরাজি থেকে উপকৃত হয়। আমীন।

****

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আলোকিত ভবিষ্যৎ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এবং খলিফাগণের উক্তির আলোকে

মুজাফফর আহমদ নাসের সাহেব
- নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ, কাদিয়ান।

অনুবাদক: জহুরুল হক
মুরুব্বী সিলসিলা, গুয়াহাটি, আসাম

"আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আলোকিত ভবিষ্যৎ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এবং খলিফাগণের উক্তির আলোকে।"

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -
كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

(মুজাদিলা- আয়াত নম্বর ২২)

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ○ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ

অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা এই ফায়সালা করে রেখেছেন যে, তিনি এবং তাঁর রসূলই বিজয়ী হবেন। আল্লাহতায়ালা অবশ্যই শক্তিশালী এবং বিজয়ী-(হে সম্বোধনকারী) তুমি কি এটা দেখ নাই যে, আল্লাহতায়ালা পবিত্র গ্রন্থ সম্পর্কে সত্য বিষয়াবলী বর্ণনা করেছেন যে, সেটা একটি পবিত্র বৃক্ষের ন্যায়, যার শিকড় শক্তভাবে মাটির সঙ্গে যুক্ত থাকে, আর তার প্রত্যেকটি শাখা আকাশের দিকে উঁচু থাকে, আর সেই (বৃক্ষ) প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফল প্রদান করে।

(সুরা ইবরাহীম- আয়াত নম্বর ২৫-২৬)

আল্লাহতায়ালার চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী যখন কোন আল্লাহ প্রদত্ত মহা পুরুষের আবির্ভাব হয়, তখন আল্লাহর চিরস্থায়ী অঙ্গীকার অনুযায়ী তাঁর সঙ্গে (নবীর সঙ্গে) যেঅঙ্গীকার পূর্ণতা পায়, সেটা পৃথিবীর মানুষ দেখতে পায়। আর সেই অঙ্গীকারটি হল, "আমি এবং আমার নবীই বিজয়ী হবে।"

উনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে ভারতবর্ষে তথা সমগ্র বিশ্বব্যাপী ইসলামের অবস্থা শোচনীয় ছিল। মুসমান তো ছিল, কিন্তু নাম মাত্র।তাদের ঈমানের এবং কার্যকলাপের দুর্বলতা দেখে খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের পক্ষ থেকে ইসলামের উপর আক্রমন হচ্ছিল। মুসলমানরা উত্তর দেওয়ার মতো ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। ইসলাম দরদীরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আল্লাহর সমীপে সিজদাবনত ছিল।

ইসলামের এই করুন পরিস্থিতি দেখে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর হৃদয় উদ্বেগে অস্থির হয়ে উঠত এবং নিজ খোদার কাছে দুয়া চেয়ে বলতেন-

"আবারও (ইসলামের) জন্য বসন্ত প্রেরণ করেন। হে শক্তিমান খোদা আর কতদিন আমরা মানুষের বিপথগামী হওয়ার দৃশ্য দেখব? (আমি) হযরত রসুলে করীম (সা.) এর দ্বীনের দুর্বলতাকে দেখতে পারছি না। আমাকে সাফল্য ও সফলতা দান কর, হে আমার বাদশাহ!

সুতরাং আল্লাহর রহমত প্রকাশিত হয় এবং খোদার চিরাচরিত অঙ্গীকার অনুযায়ী ইসলামের হিফাজতের জন্য নতুনভাবে ভিত্তি স্থাপন করেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) স্বপ্নযোগে দেখতে পান যে মানুষেরা একজন জীবন্তকারীর সন্ধানে রয়েছেন, সেই সময়একজন তাঁর (আ.) দিকে ইশারা করে বলেন, ইনিই সেই ব্যক্তি যে, রসুলে করিম (সা.)এর সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখেন। আবার একবার দিব্য দর্শনে তিনি দেখতে পানযে, একটি বাগান রোপন করা হচ্ছে এবং সেই বাগানের মালি (হযরত মসীহ মাওউদআ.) কে করা হয়েছে।১৮৮২ সনের প্রারম্ভে আল্লাহতায়ালা (তাঁকে) ইলহাম করেন, قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ এটি (তাঁর) আ. এ আল্লাহ প্রদত্ত মহাপুরুষ এবং মুজাদ্দিদ হওয়ার প্রথম এলহাম ছিল। পরবর্তীতে আল্লাহতায়ালা এটা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন যে,উম্মাতে মোহাম্মাদীয়াতে যে ইমাম মাহদী এবং মসীহ মাওউদ (আ.) এর আগমনের কথা আছে, সেই অঙ্গীকার (তাঁর) আ. এর দ্বারাই পরিপূর্ণ হয়েছে। তাঁকেই রসুলে পাক (সা.)এর পরে ইমাম মাহদী এবং মসীহ (আ.) এর স্বরূপে প্রেরণ করা হয়েছে।

যে সময় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আল্লাহর আদেশানুযায়ী জামাতে আহমদীয়ার ভিত্তি স্থাপনা করেন, সেই সময় তিনি একাই ছিলেন। কোন ধরনের পার্থিব সাহায্যকারী এবং সঙ্গী ছিল না। কিন্তু পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান খোদা যিনি তাঁকেপ্রেরণ করেছিলেন, তিনি তাঁর সঙ্গেই ছিলেন।

আবারও তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী খোদার পক্ষ থেকে খবর পেয়ে ঘোষণা দিলেন যে,-

"খোদাতায়ালা বার বার আমাকে এই সুখবর প্রদান করেছেন যে, আমাকে তিনি অনেকসম্মান দান করবেন এবং আমার ভালবাসা মানুষের মনের মধ্যে সঞ্চার করবেন। এবংআমার জামাতকে পৃথিবীর সর্বত্র চড়িয়ে দিবেন। এবং সমস্ত ফিরকার উপরে আমার ফিরকা বিজয়ী হবে, এবং আমার ফিরকার মানুষেরা জ্ঞানে ও অত্যাধিকতার উচ্চশিখরে পৌঁছে যাবে। এবং নিজেদের সত্যতার জ্যোতির দ্বারা এবং যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা সকলের মুখ বন্ধ করে দেবে এবংপ্রত্যেক জাতির মানুষেরা এই বর্ণনা থেকে পানি পান করবে। এই জামাত দ্রুততার সঙ্গে বাড়বে ও ছড়িয়ে পড়বে, যার ফলে সমগ্র পৃথিবী ব্যপী বিস্তৃত হয়ে পড়বে। ...... খোদাতায়ালা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, তোমাকে উন্নতির পরে উন্নতি দান করব, এমনকি বাদশাহরা তোমার বস্ত্র থেকে বরকত (কল্যান) খুঁজতে থাকবে।"

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহী, রূহানী খাজাইন ২০তম খন্ড পৃ.সংখ্যা-৪০৯)

আবারও তিনি অনেক প্রতাপের সঙ্গে আল্লাহর সাহায্যের ও অঙ্গীকারের উপরে ভরসা রেখে ঘোষণা দেন যে-"তোমরা দেখতে পাবে সেই সময় অতি সন্নিকটে যখন খোদাতায়ালা এই জামাতকে পৃথিবীব্যাপী গ্রহণীয়তার সঙ্গে ছড়িয়ে দিবেন, আর এই জামাত পূর্ব, পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ সর্ব দিকে ছড়িয়ে যদবে এবং পৃথিবীতে ইসলামকে এই সিলসিলার মাধ্যম দিয়েই চেনা যাবে। এই কথা কোন সাধারণ মানুষের কথা নয়, বরং এই কথাগুলি সেই খোদারওহী যাঁর সমীপে কোন ধরনের কর্ম কার্য, অসম্ভব নয়।"

(তোহফা গুলোড়বিয়া, রুহানী খাজায়েন, ১৭তম খন্ড সংখ্যা-১৮২)

জামাতে আহমদীয়ার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

তিনি (আ.) বলেন যে,-

"আমি সেই সম্মানীয় ও শক্তিশালী খোদার কসম খেয়ে বলছি,যিনি মিথ্যার শত্রু, এবং মিথ্যা আরোপকারীকে নিঃশেষ করে দেয়, আমি তাঁর পক্ষথেকে এসেছি এবং তিনি আমাকে যথা সময়ে পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর আদেশে খাড়াহয়েছি এবং তিনি আমার প্রতিটি পদক্ষেপে সঙ্গে রয়েছেন, তিনি কখনোই আমাকেধ্বংস করবেন না আর না তো আমার জামাতকে বিনষ্টের পথে পরিচালিত করবেন,ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না সমস্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে যায়, যেগুলির তিনি ইচ্ছা রাখেন।"

(আরবাইন দ্বিতীয় খন্ড, রুহানী খাজায়েন, ১৭তম খন্ড পৃ. ৩৪৮)

হে অনুসন্ধানীরা, তোমাদেরকে অনেক অনেক শুভকামনা, কেননা অতি সন্নিকটে আমারপ্রিয় মাহবুবের মুখনিঃসৃতবাণী পূর্ণ হওয়ার দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য আকাশে আওয়াজ উত্তোলিত হচ্ছে। বর্তমানে শরৎকাল অতিবাহিত হয়ে, ফল ফুল আসার সময় এসে গেছে।

সম্মানীয় শ্রোতামন্ডলী!

আহমদীয়াতের যাত্রা, যেটা মাত্র (৪০) চল্লিশ জন ব্যক্তি দ্বারা শুরু হয়েছিল, আজকে তার সংখ্যা কোটি কোটিতে গিয়ে পৌঁছে গেছে এবং প্রতিবছর লক্ষাধিক সংখ্যায় বেড়েই চলেছে। পৃথিবীর এমন কোন পরিচিত দেশ নেই যেখানে আহমদীয়াতের এই বৃক্ষটি ফোটেনি। পবিত্র বৃক্ষের ন্যায় পৃথিবীময় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এবং তার শাখাপ্রশাখা চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেক জাতি এই ঝর্ণা থেকে পানি পান করছে, সেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণের কোন বৈষম্য ভাব নেই। এবং আহমদীয়াতের ছায়াদ্বার বৃক্ষের তলে, একে অপরের সাথে, তালে তালে তাল মিলিয়ে ইসলামের সেবায় মগ্ন রয়েছে।

ঐশী সাহায্যের নিদর্শনের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। সত্যি কথা বলতে প্রতিদিন সূর্য উদিত হয় আহমদীয়াতের উন্নতির কথা সঙ্গে নিয়ে এবং আহমদীয়াতের ভুবনে সূর্য কখনও অস্ত যায় না। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কত সাহসের সঙ্গে এই ঘোষণা দিয়েছেন যে, "হে সমস্ত মানবমন্ডলী! তোমরা মনে রাখ যে, এটি ঐ খোদার ভবিষ্যৎবাণী যিনি আকাশ ও পৃথিবী তৈরি করেছেন। তিনি এই জামাতকে পৃথিবীর সমস্ত দেশে পৌঁছে দিবে। এবং দলিল ও প্রমাণ দ্বারা সকলের উপরে এই জামাতকে বিজয় দান করবেন। সেই দিন সন্নিকটে, যখন পৃথিবীতে একটিই ধর্ম হবে, যাকে সম্মানের সাথে দেখা হবে, খোদা এই ধর্মের উপরে অশেষ বরকত দান করবেন। আর সেই ব্যক্তিদের যারা এই জামাতকে শেষ করে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করে তাদেরকে বিকল করে দিবেন।আর আমাদের বিজয় চিরস্থায়ী হবে, কিয়ামত পর্যন্ত। আজকে থেকে তিনশত বছর অতিক্রম হবে না, ঈশা (আ.) এর জন্য যারা অপেক্ষা করছেন তারা মুসলমান বা খ্রীষ্টান যে কেউ হোক না কেন নিরাশ হয়ে যাবে এবং এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে ত্যাগ করে দিবে।তখন পৃথিবীতে একটিই ধর্ম হবে এবং একজনই পথ প্রদর্শক ..... আমি তো শুধুমাত্র বীজ বপন করার জন্য এসেছি। সুতরাং সেই বীজ আমার হাত দ্বারা বপন করা হয়েছে, এখন সেই গাছ বড় হবে এবং ফলে ফুলে ভরে উঠবে, আর এমন কেউ নেই যে এই কাজে বাধা দিবে।

(তাজকিরাতুশ শাহাদাতায়েন, রূহানী খাজায়েন, ২০তম খন্ড পৃ. সংখ্যা ৬৬-৬৯)।

খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে বিরাট অঙ্গীকার

যেহেতু নবীরাও মানুষ হয়ে থাকেন এবং নিজ জীবন অতিবাহিত করে এই পৃথিবী ছেড়েচলে যান, সেহেতু তাঁর মিশনকে পরিপূর্ণ করার

জন্য আল্লাহতায়ালা খিলাফতের পন্ধতিচালু করেন। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন যে, আরবী

(কানজুল আমল, হাদিস নম্বর-৩২২৪৬) এমন কোন নবীর যুগে অতিবাহিত হয়নি যার পরে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই সুন্নত এর ধারায় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর পরে খিলাফত এর পন্ধতি চালু হয়।

তিনি (আ.) জামাতকে সুসংবাদ দিতে গিয়ে বলেন যে,

তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরতকে দেখাও অনিবার্য এবং এর আগমন তোমাদের জন্য ভাল, কেননা সেটা চিরস্থায়ী, আর সেই সিলসিলা তোমাদের থেকে বিচ্ছন্ন হবে না। আর সেই দ্বিতীয় কুদরত ততক্ষণ পর্যন্ত আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না যাব, কিন্তু যখন আমি যাব তখন আল্লাহতায়ালা দ্বিতীয় কুদরতকে তোমাদের জন্য প্রেরণ করবেন, যেটা তোমাদের সঙ্গে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। যেমনটিভাবে খোদাতায়ালা আহমদীয়াতের অঙ্গিকার করেছেন, আর সেই অঙ্গিকার আমার জন্য নয় বরং সেটা তোমাদের জন্য। যেমনটি খোদাতায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন যে, আমি এই জামাতকে যারা তোমার মান্যকারী, তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্তঅন্যদের উপরে বিজয় দান করব। সুতরাং এটা অতি আবশ্যক যে, তোমাদের থেকেআমার চলে যাওয়ার দিন আসবে তার পরেই সেই দিন আসবে যেটা চিরস্থায়ী হয়েথাকার অঙ্গিকার। তিনি আমাদের সত্য খোদা, অঙ্গিকার রক্ষাকারী খোদা, তিনিই ঐ সমস্ত বিষয়াবলী তোমাদেরকে দেখাবেন যার অঙ্গিকার তিনি করেছেন।

(রিসালা আল ওসিয়্যত, রূহানী খাজায়েন, ২০তম খন্ড পৃ. সংখ্যা-৩০৫,৩০৬)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর মৃত্যুর পর আল্লাহতায়ালার অপার কৃপায় এবং কুরআনেরসুসংবাদ অনুযায়ী ও আঁ হযরত (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদীয়া জামাতে খিলাফতের সূচনা হয়। যার পঞ্চম খলিফার দ্বারা আজ বর্তমান গোটা বিশ্বে আহমদীয়া জামাতের কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে।

নবুয়তের পন্ধতিতে খিলাফ তের যুগ

সম্মানীয় শ্রোতামন্ডলী! ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই খিলাফতের সময় সীমা অন্ততঃ এক হাজার বছরের মধ্যে বিরাজ করবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, -

"মনে রাখবে সপ্তম হাজার বছর খোদা এবং তাঁর মসীহ (আ.) এর জন্য আর সমস্ত মঙ্গল বরকত, ঈমান, সংশোধন, খোদাভীরুতা,একত্ববাদ, খোদার সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং প্রত্যেক নেকীর রাস্তা এই যুগে খোলা হবে।এখন আমরা সপ্তম হাজার বছরের শুরুতে রয়েছি। এর পরে আর অন্য মসীহের আগমণের জায়গা নেই, কেননা সময় সপ্তম হাজার বছরই চলছে। যেটা ভাল এবং মন্দ দ্বারা ভাগ করা হয়েছে। আর এই যে বিভাগের কথা আমি বলছি এটা সমস্ত নবীরা বর্ণনা করেছেন। আর পৃথিবীতে এমন কোন ভবিষ্যদ্বাণী নেই যতটা শক্তিশালী এবং বারংবার করে বলা হয়েছে সমস্ত নবীর পক্ষ থেকে ইমাম মাহদী (আ.) এর শেষ যুগে আগমন সম্পর্কে।"

(লেকচার লাহোর, রূহানী খাজাইন ২০তম খন্ড পৃ. নম্বর, ১৮৬)

তিনি আরও বলেছেন,-"সুরাতুল আসর এ পৃথিবীর ইতিহাস যে রয়েছে সেটা আমার খোদা আমাকে ইলহামের দ্বারা জানিয়েছেন"। (আলহকম, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২৫, ১৭ জুলাই ১৯০২ ইং)

উন্নতির সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী খিলাফতের যুগের সাথে সম্পৃক্ত

খিলাফতে আহমদীয়ার এই মহান যুগে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার কথা ছিলো। যেটাইসলামের উন্নতি এবং বিজয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলো। যার মাধ্যম দিয়ে পৃথিবী থেকেশিরককে মিটানোর কাজ এবং একত্ববাদের প্রতিষ্ঠার ও বিজয়ের সম্পর্ক ছিল এবং এরই মাধ্যম দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি ও সৌহার্দ্য, খুশি জড়িত। কেননা সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীখিলাফতের শব্দে এসে শেষ হয়ে যায়। এটা পৃথিবর সেই শেষ যুগ যার পরে আর কোনযুগ নেই। এই সেই শেষ সময যার পরে আর কোন সময় নেই। সুতরাং এই খিলাফতদ্বারা যেভাবে পৃথিবীর প্রারম্ভে হয়েছিল, আবারও আদম সন্তানদেরকে এক হাতে একত্রিতহয়ে একটি পরিবারের ন্যায় হয়ে যাবে। এই খিলাফতের মাধ্যম দিয়েই ইসলামের বিজয়হবে। এবং সমস্ত অধর্ম শেষ হয়ে যাবে অথবা, নমুনা হিসাবে অবশিষ্ট থাকবে।

জামা তে আহমদীয়ার উন্নতি সম্প র্কে খলিফাগণের সুসংসাদঃ

প্রথম খলিফার বাণী:-জামাতে আহমদীয়ার প্রথম খলিফা (রা.) বলেন যে,-"সুতরাং বর্তমান সময়েও যখন ইসলাম অনেক দুর্বল অবস্থায় রয়েছে, খোদাতায়ালা তাঁর একজন প্রেরিত পুরুষ দ্বারা এই সুসংবাদ শুনিয়েছেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আবারও ইসলামের জন্য সাহায্য ও বিজয়ের সময় এসে গেছে এবং মানুষেরা দলে দলে এর মধ্যে প্রবেশ করবেন, এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যে আগের মতই আধ্যাত্মিকতা ফিরে আসবে। সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে অহংকার না করে খোদাতায়ালার কর্ম কাজকেসম্মান করে, তাঁর ফলে সেও একদিন সম্মানিত হবে।"

(হাকাইকুল ফুরকান ৪র্থ খন্ড পৃ. ৫৩৩)

দ্বিতীয় খলিফার উক্তি :-

"জামাতে আহমদীয়ার দ্বিতীয় খলিফা (রা.) বলেন যে,- অটল এবং বিশ্বাসযোগ্য কথা এটা যে, সূর্য হটে যেতে পারে, নক্ষত্ররা নিজের জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারে, পৃথিবী নিজ ঘূর্ণবর্ত অবস্থা থেকে স্থির হয়ে যেতে পারে কিন্তু মনে রাখবেন হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর বিজয়কে এখন আর কেউ বন্ধ করতে পারবে না। কুরআনের রাজত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হবে। তারপর মানুষেরা নিজ হস্তে তৈরী বুতের (মূর্তির) পুজা করা ছেড়ে এক ঈশ্বরের ইবাদত করতে লাগবে, যদিও এটা এখনকার সময় দেখে সম্ভব পর মনে হয় না তবুও ইসলামের রাজত্ব আবারও প্রতিষ্ঠিত হবে এতো শক্তিশালীভাবে যে তার শিকড়কে নড়ানো খুবই অসম্ভব হয়ে যাবে।

(দিবাচা তাফসিরুল কুরআন পৃ. ৩২৪)

তৃতীয় খলিফার উক্তি:-

জামাতে আহমদীয়ার তৃতীয় খলিফা (রাহ.) বলেন যে,- "এমন একদিন আসবে যখনমানুষ হতভম্ব হয়ে যাবে, এবং দেখতে পাবে খোদাতায়ালার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জামাত এর মধ্যে কত শক্তি ছিল, বাহ্যিকভাবে দুর্বল, ধনসম্পদহীণ সহায় সম্পদহীণতা সত্ত্বেও এবং পৃথিবীর সম্মান থেকে বঞ্চিত অবহেলিত অসম্মানিত পদতলে পিষ্ট করে দেওয়া জামাত আল্লাহতায়ালার ফজলে আকাশের উঁচুতে পোঁছে গেছে।"

(আল ফজল ৩ ডিসেম্বর ১৯৬৫)

আবারও তিনি দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইসলামের বিজয় সম্পর্কে বলেন:- "যেমনটি ভাবে আমি পূর্বে ও বলেছি যে, আমার ধারনা অনুযায়ী জামাতে আহমদীয়ারজন্য দ্বিতীয় শতাব্দী হবে বিজয়ের শতাব্দী এই শতাব্দীতে সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামেরবিজয় আসবে। হিন্দুই হোক বা মুসলমান সকলেই এটা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, সত্যিকারের ইসলামের যদি কেই খিদমত করে সেটা হল জামাতে আহমদীয়া, আর এই জামাতই পৃথিবীর মানুষের মন জয় করে আঁ হযর (সা.) এর পদতলে জমা করবে।"

(প্রারম্ভিক খিতাব জলসা সালানা ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭৮ আল ফজল ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ সন)

চতুর্থ খলিফার (রা.) সুসংবাদ :

প্রত্যেক জায়গায়, প্রতিটি গ্রামে, গঞ্জে, প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ঝান্ডার উত্তোলন হবে।

চতুর্থ খলিফা (রাহ.) বলেন যে,

"ঐ ব্যক্তিরা যারা আমাদেরকে ধ্বংস করার ইচ্ছা পোষণ করে এটা তাদের স্বপ্ন মাত্র,যেটা কখনই পরিপূর্ণতা পাবে না, সেই স্বপ্নই পূর্ণ হবে যেটা আমার প্রিয় নবী হযরতমোহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর স্বপ্ন ছিলো এবং সেই স্বপ্নই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) দেখতেন। সমগ্র পৃথিবীময় ইসলামের পতাকা উঁচু করা হবে এবং ইসলাম বিরোধীদের সমস্ত স্বপ্ন নির্মূল হয়ে যাবে, পরিপূর্ণ হবে না। এবং তারা অসফল হয়ে ঘুরে বেড়াবে। এবং এর বিপরীতে প্রত্যেক জায়গায় প্রতিটি গ্রামে গঞ্জে, প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মধ্যেহযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ঝান্ডা উত্তলিত হবে। প্রকৃততে এই ঝান্ডাটা হবে হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর ঝান্ডা। এবং সমস্ত ইসলাম বিরোধীদের স্বপ্ন বিফল হয়ে যাবে।"

(আল ফযল, ৭ই জুন ১৯৮৩ সন)

সময় আসছে, বাদশাহরা হযরত মসীহ মা্ওউদ (আ.) এর বস্ত্র হতে কল্যাণ (বরকত) অন্বেষণ করবেন

তিনি (রাহ.) আরও বলেন যে, এটা আল্লাহর অটুট ফায়সালা এবং ইচ্ছা যে পৃথিবীতে একবার আবারও একত্ববাদের বাদশাহাত হোক এবং প্রত্যেক অসত্য খোদাকে মিটিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য তোমরা দাড়িয়ে যাও এবং তোমরা বিশ্বাস রাখ যে আল্লাহতায়ালা তোমাদের এই কাজকে অবশ্যই সফল করবেন এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)এই ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই পূর্ণতা পাবে যে, "আমিতোমাকে বরকত এর পর বরকত দান করব, এমন কি বাদশাহ তোমার বস্ত্র হতে বরকত অন্বেষণ করবে" এটাও ১৮৯৭ সনের ইলহাম- সুতরাং এখন সময় আসেছ যে বাদশাহ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর একত্ববাদের জ্যোতির্ময় বস্ত্র থেকে বরকত অন্বেষণ করবেন।"

(খুতবা জুমআ ২৫ জুলাই ১৯৯৭- আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সন)

আগামী যুগটা আমাদের কাঁধে তুলে দেওয়া হবে

তিনি (রাহ.) আরও বলেন যে,:

"আমরা এমন এক সময়ে আছি যে আগামী যুগটা আমাদের কাঁধে তুলে দেওয়া হবে।হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর রাজত্ব সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী বিরাজ করতে চলেছে। আর এই দায়িত্ব পালনের জন্য আল্ল াহতায়ালা আমাদের মতন দুর্বল, যোগ্যতাহীন ব্যক্তিদেরকেই চিহ্নিত করে নিয়েছেন, সুতরাং তিনিই আমাদের মধ্যে শক্তি ও যোগ্যতার সঞ্চার ঘটাবেন। তিনি যোগ্যতা প্রদান করবেন। কিন্তু এই যোগ্যতা আল্লাহর নামের বিকাশের উপরে চিন্তাধারার ফলেই প্রাপ্তি হবে।"

(খুতবা জুমআ ১৭ই মার্চ ১৯৯৫, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ২৮ই এপ্রিল ১৯৯৫ সন)

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে জামাতে আহমদীয়া দ্বারা

ইসলামের যে বিজয়ের পরিকল্পনা সেটাই সফল হবে।

হুযুর (রাহ.) ফিজি নামক একটি দেশে মসজিদ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন,–

“মাঝে মাঝে আমাদের উন্নতির পথকে কঠিন করে দেয়, এবং আমাদের রাস্তাতে (উন্নতির পথে) বিপদ ও সংকটের পাহাড় খাড়া করে দেওয়া হয়। আমাদেরকে অত্যাচারিত ও নিপীড়নের স্বীকারে পরিনত করা হয় এবং অত্যাচারের মধ্যে কোন ধরনের নরমভাব দেখানো হয় না। কিন্তু এতো কিছু হওয়া সত্বেও আহমদীয়াতের ফৌজ বিরোধীতার সমস্ত কৌশলকে উপেক্ষা করে সঠিক পথে উন্নতির নতুন নতুন পথ অতিক্রান্ত করেই চলেছে। আর এ কারণেই আমাদের অটুট বিশ্বাস আছে যে, জামাতে আহমদীয়াদ্বারা ইসলামের বিজয়ের যে পরিকল্পনা আল্লাহতায়ালা নিয়েছেন সেটা অবশ্যই সফল হবে। এবং আল্লাহতায়ালা এর মিষ্টি ফল দান করবেন।”

(মসজিদ সওদা-(ফিজির) উদ্বোধণী ভাষণ ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ সন, আল ফজল, ১৯ শে অক্টোবর ১৯৮৩ সন)

আগামীতে জামাতে আহমদীয়ার এক বিরাট বিজয় হবে:–

আবারও এক সময় তিনি (রাহ.) তাঁর এক খুৎবা জুমাতে বলেন যে,

যেহেতু আগামীতে জামাতে আহমদীয়ার এক বিরাট বিজয় হবে এবং জামাতে আহমদীয়া সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ হওয়ার দিন এগিয়ে আসছে, সেহেতু আমাদের উপর একটা দায়িত্ব যে আমরা আমাদের চারিত্রিক গুণগত মানকে আরও উন্নত করার দিকে আগ্রহী হই।”

(খুৎবা জুমা ২৭ শে জুলাই ১৯৯০ আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল ২৩ শে অক্টোবর ১৯৯০)

অল্প সময়ের ম ধ্যে দলে দলে মানুষ আহমদীয়াতের ছত্রছায়ায় আসবে ঃ

তিনি (রাহ.) জলসা সালানা ইউ.কে. তে ১৯৯৩ সনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন যে,–

“বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত আকাশ হতে জামাতে আহমদীয়ার উপর ফজল নাজিল হচ্ছে… অল্প সময়ের মধ্যেই দলে দলে মানুষ আহমদীয়ারে ছত্রছায়ায় আসেব এবং এই বিষয়টির সম্পর্ক ক্ষমার সঙ্গো সংযুক্ত রয়েছে। আল্লাহর বাণীতে যখন এই ধরনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তখন তার সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রশংসা কর এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, সেই কারণে যখনই বিজয়ের সময় আসবে তখন এই কথাটা মনে রাখতে হবে। পৃথিবীর সামরীক বাহিনী নিজ নিজ রাজত্ব আপনাদেরপদতলে উপস্থিত করবে, সেই সময় শুধু বিজয়ের ঢোল যেন না বাজে, বরং খোদার প্রশংসার ধ্বনি যেন মুখরিত হয়।” (সারসংক্ষেপ উদ্বোধনী ভাষণ জলসা সালানা ইউ.কে ৩০ শে জুলাই ১৯৯৩সন, আলফজল ২য় আগস্ট ১৯৯৩সন)

শত্রুদের ফুৎকার কখনই এই আলোকিত বাতিকে নিভিয়ে দিতে পারবে না ঃ

একইভাবে তিনি (রাহ.) বলেন যে, আহমদীয়াত মসীহ মাওউদ (আ.) দ্বারা লাগানো কোন বৃক্ষ নয়, এটি খোদারহাত দ্বারা লাগানো একটি বৃক্ষ এবং এই বৃক্ষটি আল্লাহতায়ালা মসীহ মাওউদ (আ.) এরহাত দ্বারা বপন করেছেন আর এই বৃক্ষটি কখনই নিজ উদ্দেশ্যে বিফল হবে না। এটা সবসময় বড় হতে থাকবে এবং উন্নতি করতে থাকবে এবং শত্রুদের ফুৎকার কখনই এইআলোকিত বাতিকে নিভিয়ে দিতে পারবে না কারণ এই বাতিটি জ্বলছে হযরত রসূলে করীম (সা.) এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী।”

(খুতবা জুমা ১৪ মে ১৯৯৯ সন, আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল ২ জুলাই ১৯৯৯ সন)

পঞ্চম খলিফার (আ.বে.আ.) উক্তি– এমন কেউ নেই যে বর্তমান যুগে আহমদীয়াতের উন্নতির পথে বাধা দিতে পারে।

২৭শে মে ২০০৮ সনের খিলাফত দিবসের জলসায় পঞ্চম খলিফা হযরত আমিরুল মুমেনিন (আ. বে. আজিজ) বলেন যে,–

“এই যুগ, যে যুগে পঞ্চম খরিফার সঙ্গো নতুন শতাব্দীতে আমরা প্রবেশ করছি, এই যুগটা ইনশাআল্লাহ আহমদীয়াতের উন্নতি এবং বিজয়ের যুগ। আমি আপনাদেরকে বিশ্বাসের সঙ্গো বলছি যে, আল্লাহ তায়ালার এমন এমন সাহায্য ও সহযোগিতার দ্বার খুলেছে এবং খুলছে, যা দ্বারা প্রত্যেকটি আগন্তক দিন আহমদীয়াতের বিজয়কে সন্নিকটে করছে.... আমি আমার দূরদর্শিতার চক্ষু দিয়ে দেখে বরছি যে, খোদাতায়ালা এই যুগটিকে অফুরন্ত সাহায্য সহযোগিতা দ্বারা উন্নতি দান করবেন এবং উন্নতির শিখায় পৌঁছে যাবে। ইনশাআল্লাহ। আর এমন কেউ নেই যে, ইসলাম আহমদীয়াতের এইউন্নতিকে বাধা দিতে পারে, আর না কখনও এর উন্নতি থমকে যাবে। খিলাফতের পদ্ধতি চলতে থাকবে আর আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রা বেড়েই চলবে।”

(২৭ মে ২০০৮, জলসা খিলাফত দিবসের ভাষণ, আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল ২৫ শে জুলাই ২০০৮ সন)

হযরত রসূলে করীম (সা.) এর পতাকা পৃথিবীময় জ্বলজ্বল করে উত্তোলিত হবেঃ

“একইভাবে তিনি আরও বলেন – “আজ পৃথিবীতে ইসলামের হারিয়ে যাওয়া সম্মান ও মর্যাদাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য এবং রসূলে করীম (সা.) এর বিরুদ্ধে অপবাদের উপর দেওয়ার জন্য আল্লাহতায়ালা যে জন্য ব্যক্তিকে পাঠিয়েছেন তাঁর পিছনে পিছনে তাঁর দেওয়া যুক্তি, দলিল প্রমাণাদি এবং তাঁর দেওয়া শিক্ষার উপরে কাজ করলেই ইসলাম এবং আঁ হযরত (সা.) এর পতাকা পরিপূর্ণ রূপে সম্মানের সাথে পৃথিবীর বুকে উড়তে থাকবে, ইনশাআল্লাহ এবং চিরকাল এই পতাকা উঁচু হয়ে থাকবে।”

(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল ১৭ই মার্চ ২০০৭ সন)

২০০৪ সনে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ফেরার পথে লাজনা ইমাইল্লার স্বাগতম অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন,

“ইনশাআল্লাহ তায়ালা আল্লাহর যে অঙ্গিকার আছে সেটা অবশ্যই পরিপূর্ণতা লাভ করবে এবং একদিন সমগ্র পৃথিবীর উপরে আহমদীয়াতের বিজয় হবে কিন্তু এটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা খিলাফতের সঙ্গো যুক্ত থাকব এবং খিলাফতের প্রতিটি আদেশকে মান্য করাকে নিজের কর্মের মধ্যে প্রাধান্য দান করব।

(পশ্চিম আফ্রিকার ভ্রমন শেষে, লাজনা ইমাইল্লাহর স্বাগতম অনুষ্ঠানে বক্তব্য। ১ মে ২০০৪ আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল ৩০ জুলাই ২০০৪)

ইনশাআল্লাহ সেই দিন অতি সন্নিকটে যখন সমস্ত বিরোধীরা হাওয়াতে উড়ে যাবে এবং যারা বিরোধীতা করত তারা (জামাতের) সামনে নিজেদেরকে নত হতে বাধ্য হবে।

২০০৬ সনের জলসা সালানা কাদিয়ানে লন্ডন থেকে সরাসরি বক্তব্য রাখার সময় হুজুর বলেন,–

“যখন আল্লাহতায়ালার সাহায্য ও সহযোগিতা আপনাদের সঙ্গো থাকবে, তখন শত্রুরাআপনাদের কিছুই করতে পারবে না– এটি আল্লাহর অঙ্গিকার এবং আল্লাহতায়ালা তারনিজ অঙ্গিকার কখনই ভঙ্গ করেন না। যারা শহীদ হয়েছেন তাদের রক্তবিন্দু কখনই নষ্টযাবে না, বরং ঐ রক্তবিন্দুগলি ফলে ফুলে ভরে উঠবে। আহমদীদের যে শুধুমাত্র রক্তবিন্দুই ফল নিয়ে আসে তা নয় বরং আমি তো এটা বিশ্বাস করি যে, আহমদীদের যে একটু হালকা কষ্ট পৌঁছে সেটাও বৃথা যায় না। একটি মসজিদ বন্ধ করে দেয় (বিরোধীরা) তো আল্লাহতায়ালা দশটি মসজিদ দান করে দেন। একটি জামাতের উপরে বাধা আসেতো দশটি জামাত স্বাধীনভাবে নিজেদের প্রচারের কাজ করতে থাকে। সুতরাং সমস্ত দুঃখ কষ্টকে আল্লাহর নিমিত্তে সহ্য করুন। ইনশাআল্লাহ ঐ সময় অতি নিকটে যখন সমস্ত বিরোধীতা হাওয়াতে উড়ে যাবে এবং বিরোধীরা আপনাদের সম্মুখে নত হতে বাধ্য হয়ে যাবে।”

(জলসা সালানা কাদিয়ানের শেষ অধিবেশনের বক্তব্য– ২৮শে ডিসেম্বর ২০০৬, আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল ২৬শে জানুয়ারী ২০০৯ সন)

খোদার পবিত্র বান্দারা খোদার থেকে সাহায্য পায় আর যখন এই সাহায্য প্রাপ্তি হয় তখন পৃথিবীকে একটি নিদর্শন দেখিয়ে দেয়।

আল্লাহর ইচ্ছা, কখনই অ–সম্পূর্ণ থাকে না মানুষের জন্য সৃষ্টিকারীর কাছে সৃষ্ট জিনিসের কি আসে যায়।

শেষ বিজয়, ইনশাআল্লাহতায়ালা মসীহ মাওউদের জামাতেরই হবেঃ

হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন, “আজ যে অত্যাচার আমাদের উপরে বিরোধীদের পক্ষ থেকে হচ্ছে, এটা আমাদের জন্য পরীক্ষা। ধৈর্য এটাই যে আমরা যেন পিছুপা না হই। আজ যে তোমাদের উপর অত্যাচার ও কষ্টের পাহাড় চালনা করা হচ্ছে তার জন্য কোন মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করে খোদা তায়ালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আদেশের উপর আমল কর এবং যে শিক্ষা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বর্তমান যুগে বর্ণনা করেছেন তার উপরে আমল কর এবং খারাপ কর্ম থেকে বিরত থাক। ইনশাআল্লাহ তায়ালার সাহায্য অবশ্যই আসবে এবং তোমরা সাহায্য পাবে, এবং সর্ব শেষ বিজয় ইনশাআল্লাহ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর জামাতেরই হবে। এটা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সঙ্গো আল্লাহর অঙ্গিকার,ইনশাআল্লাহ আহমদীয়াত অর্থাৎ সত্যিকারের ইসলামের বিজয় হবে। আঁ হযরত (সা.)এর সত্য প্রেমিকের জামাতই পৃথিবীতে বিজয় লাভ করবে।”

(খুৎবা জুম্মা ২৩ শে নভেম্বর ২০০৭ সন, আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল ১৪ ডিসেম্বর ২০০৭)

(ছোট ছোট দ্বীপ হোক বা বড় বড় দেশ তাদের অধিকাংশ (অধিবাসী) ইনশাআল্লাহ আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের ছত্রছায়ায় আসবে।)

হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন,– মরিসাসের সঙ্গো একটি ছোট দ্বীপ আছে, যার নাম রুদ্রাক্ষ... ওখানে গিয়ে মনের মধ্যে অনেক ইচ্ছা হলো যে, এটা একটি ছোট দ্বীপ, এই দ্বীপটা সম্পূর্ণরূপে আহমদীয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা উচিত। সুতরাং ছোট দ্বীপ

হোক বা বড় বড় দেশসমূহ, তাদের অধিকাংশ (অধিবাসী) আহমদীয়াত- অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহতায়ালা আমারে জীবনেই যেন এই দৃশ্য দেখান, যখন আমরা আহমদীয়াতের বিজয় দেখতে পাব। স্মরণে রাখবেন স্বচ্ছভাবে আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করলেই রাবওয়ার রাস্তা এবং কাদিয়ানের রাস্তাখুলে যাবে, এবং মদিনা ও মক্কার রাস্তাও খুলে যাবে। ইনশাআল্লাহ

(খুতবা জুমা ২০শে জানুয়ারী ২০০৬, আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬)

শেষ বিজয় আমাদের এবং অবশ্যই আমাদেরই, পৃথিবীর কোন শক্তি নেই যারা আমাদের এই বিজয়কে বাধা দিতে পারেঃ

তিনি (আই.) বলেন যে,- "আজকেও ঐ খোদা জামাতে আহমদীয়াকে রক্ষা করার জন্যদাঁড়িয়ে রয়েছে আজকেও সেই খোদা নিজ বান্দাদের এবং নিজ মসীহের জামাতের মানুষের দুয়াকে শোনেন। আজকেও তোমরা এমন অনেক দৃশ্য দেখতে পাবে যে, শত্রুরা আহমদীয়াতের দুয়ার খুলে টুকরো টুকরো হয়ে হাওয়াতে উড়তে থাকে। যদি কোন রাজনৈতিক শক্তি বা দেশ আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়েযাবে যদি কোন সংগঠন দাড়ায় তাহলে তারাও টুকড়ো টুকড়ো হয়ে যাবে। এটা আল্লাহতায়ালার সুন্নত যে কখনও কখনও আল্লাহর জামাতকে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রত্যেক আহমদী দায়িত্ব যে অনেক ধৈর্য সহকারে এই পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। কেননা শেষ বিজয় আমাদেরই, অবশ্যই আমাদের। পৃথিবীর কোন শক্তি নেই যারা আমাদের এই বিজয় রথকে বাধা দিতে পারে। আর এটা খোদাতায়ালার কথা, আর মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাথে খোদার অঙ্গীকার আর এটা পরিপূর্ণতা পাবেই। আর অবশ্যই পূর্ণ হবে। ইনশাআল্লাহ

(খোৎবা জুমআ ২৭ শে অক্টোবর ২০০৬, আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল ১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সন)

খোদার পবিত্র বান্দাগণ অন্যদের উপরে বিজয় লাভ করে, আমার ক্ষেত্রে এই নিদর্শন প্রকাশ পেতে চলেছে। খোদাতায়ালা একটি ভীতিসঞ্চারকারী নিদর্মন প্রকাশ করবেন। আর এই নিদর্শন দেখে মনের মধ্যে শক্তির সঞ্চার হবে।

সম্মানীয় শ্রোতামন্ডলী,-যেমনটি ভাবে সৈয়দনা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) নিজ জামাতের অসাধারণ উন্নতি এবং বিজয়ের সম্বন্ধে বড় বড় সুসংবাদ দিতে গিয়ে বলেন যে, খোদাতায়ালা আমাকে বারংবার খবর দিয়েছেন, তিনি অনেক সম্মান দান করবেন, আর আমার ভালবাসা সকলের হৃদয়ে সঞ্চার করবেন এবং আমা জামাতকে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দিবেন এবং সমস্ত ফিরকার উপরে আমার ফিরকাকে বিজয় দান করবেন। তিনি আ.) আরও বলেন যে, আমার এই সিলসিলা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সব দিকে চড়িয়ে পড়বে। আর পৃথিবীতে ইসলাম মানে আহমদীয়াতই থাকবে। এই কথাটা কোন মানুষের কথা নয়, এটা ওই খোদার ওহী যা সম্মুখে কোন বিষয়ই অসম্ভব নয়। আর এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর মারকাজী নুকতা হল আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা, যেটা প্রতিনিয়ত পূর্ণতা পাচ্ছে। আর প্রত্যেক বছর আমরা জলসা সালানা ইউ.কে তে হযরত আমীরুল মোমেনিন খলিফাতুল মসীহ আল খামেস(আই.) এ বক্তব্য এইরূপে শুনতে পাই যে,-সম্মানীয় শ্রোতামন্ডলী,-এই সুসংবাদগুলি বছরের পর বছর পরিপূর্ণতার সাথে হয়ে চলেছে। যেটা আহমদীয়া মুসলিম জামাত এর সদস্যরা দেখছে। এই বিষয়টার দিকেও একটু আলোচনা করব। সন ২০২২-২৩ এ আল্লাতায়ালার যে সমস্ত ফজল জামাতে আহমদীয়ার উপর নাযিল হয়েছে তার একটি সারাংশ তুলে ধরতে চাই। জলসা সালানা ইউ.কে ২০২৩ সনে হযরত আমিরুল মোমেনিন খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম বলেন,-

* এই সময়ের মধ্যে ১০১৬ জায়গাতে আহমদীয়াতের বীজ প্রথম বারের মতো বপন করা হয়েছে। এই বছর পাকিস্তান ছাড়া পৃথিবীময় ৩২০টি নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

* চলতি বছর ১২৯টি নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে আর ৫৬টি তৈরী করা মসজিদ আমরা পেয়েছি।

* চলতি বছরে ১২৪টি নতুন মিশন হাউসের বৃদ্ধি হয়েছে।

* বর্তমান সময় পর্যন্ত জামাতে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে ৭৬টি ভাষাতে কুরআনের অনুবাদ করা হয়েছে।

* ১০৫টি দেশের রিপোর্ট অনুযায়ী ৪৪৮টি বই ও পামপ্লেট ৪৭টি ভাষাতে ছাপানোহয়েছে। এছাড়াও ২৬টি ভাষাতে বিভিন্ন ধরনের পত্র পত্রিকা ছাপানো হচ্ছে।

* ৯১৬৬ টি প্রদর্শণীর দ্বারা ১৫ লাখ ৭০ হাজার মানুষের কাছে আহমদীয়া জামাতের পয়গাম পৌঁছানো হয়েছে।

* পৃথিবীর ১০৪টি দেশে ৬২০টি জোনাল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

* হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) রিভিউ অফ রিলিজিয়ানের শুভারম্ভ করেছিলেন। প্রথম প্রকাশনা ১৯০২ সনে হয়েছিল বর্তমানে এই পত্রিকার ১২১ বছর হয়ে গেল। বর্তমানে এটি ইংরেজী, জার্মানী এবং ফ্রেঞ্চ ভাষাতে ছাপানো হচ্ছে। এই বছর দুই লাখ, এক হাজারেরও অধিক সংখ্যায় ছাপানো হয়েছে।

* আল্লাহতায়ালার ফজলে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার জন্য এম.টি.এ এর ৮টি চ্যানেল ২৪ ঘন্টা প্রচার প্রসার করছে। এবং এই চ্যানেলগুলিতে বর্তমানে ২৩টি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ও প্রচার করা হচ্ছে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এম.টি.এ এর প্রোগ্রাম তাদের জাতীয় টি.বি. চ্যানেল এর মাধ্যমে প্রচার করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এম.টি.এ এর মাধ্যমে বয়াতও হচ্ছে।

* জামাতে আহমদীয়ার ২৫টি রেডিও চ্যানেল কাজ করছে। এর মাধ্যমেও বয়াত হচ্ছে। এবং আহমদীদের মধ্যে উৎসাহ ওপরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

* বর্তমান বছরে ৬৭টি দেশে ২৭০০টি খবরের কাগজে এবং ১৪৯৪টি পত্রিকায় জামাতী খবরাখবর প্রকাশিত হয়েছে।

* আফ্রিকাতে মজলিস নুসরাত জাহার মাধ্যমে ১৩টি দেশে ২৭টি হসপিটাল এবং ১২টি দেশে ৬১৬টি প্রাইমারী এবং মিডিল স্কুল এবং ১০টি দেশে ৮০টি সেকেন্ডারী স্কুল কাজ করছে।

* এই বছর ২,১৭,১৬৮ জন দুই লাখ সতেরো হাজার একশত আটষট্টিটি সত্যান্বেষী আত্মা আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমেনিন খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন:-

"আল্লাহতায়ালার ফজলের উপরে যদি আমরা এক নজর করি তাহলে একটি অনেক বড় লম্বা সুচিপত্র আমাদের হাতে শুকরিয়া আদায় করা জন্য এসে পড়বে। এবং আমাদের কাছে আবেদন করবে যে আমরা যেন কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী হই। আমরা যখন রিপোর্ট পড়ি বা শুনি তখন, কখনও আমাদের স্কুল ও হাসপাতালের উন্নতির কথা শুনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা জন্য মজবুর করে দেয়, তো কখনও হসপিটাল থেকে আরোগ্য লাভকারী অসহায়, দরিদ্র মানুষের হাসিখুশি এবং জামাতের জন্য তারা যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে চিঠি লেখে তা পড়ে এবং যখন আমরা রিপোর্ট পড়ি বা শুনি তখন আল্লাহ তায়ালার ফজল দ্বারা জামাতীয় মিশন হাউস ও মসজিদ নির্মাণের সংখ্যাদেখে শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে ইচ্ছে করে। কখনও বা আহমদীয়াতের দ্বারা ঈমানের যে পরিবর্তন তাঁর কথা শুনেও আল্লাহর কাছে সিজদাবনত হতে ইচ্ছে করে। কখনও বা আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে ইসলামের পরিপূর্ণ খিদমত করার জন্য যে সমস্ত সুযোগ দান করেছেন তা দেখে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করি যে তিনি বর্তমান যুগে কত ধরনের কত রকমের উপাদান সৃষ্টি করেছেন আমাদের এই কাজকর্ম করার জন্য যেটা আজ থেকে ২০ বছর আগে ছিল না। কখনও বা আমরা এ জন্য আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করি যে প্রত্যেক বর কোন না কোন নতুন দেশ আমাদেরকে দান করছেন, যেখানে আহমদীয়াতের বৃক্ষ লাগছে আর আমরা সকলে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নকারী হয়ে যাচ্ছি যে, "আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব" কখনও তো আমরা লক্ষ লক্ষ আহমদী হওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর পয়গাম পৃথিবীতে পৌঁছাতে হবে, এবং পৃথিবীর মানুষ হযরত মসীহ মাওউ; (আ.) কে রসুলে করীম (সা.) এর সত্য প্রেমিক এবং আল্লাহর একজন শক্তিশালী মহান পুরুষ হিসাবে জানবে বরং বর্তমানে জানছে।

আর এইগুলি হল হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সঙ্গে আল্লাহর অঙ্গীকারের ফল।

সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর এই প্রিয় জামাতটির জন্য অনেক অনেক সুসংবাদ রয়েছে এবং উন্নতির ও বিজয়ের রাস্তা প্রতিদিন আরও অধিকভাবে খুলতে থাকবে।

সুতরাং এখন ঐ সমস্ত মানুষেরা, যারা নিজেদেরকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর বয়াতের অন্তর্ভুক্ত মনে করে তাদের কর্তব্য হবে যে তাঁরা যেন সঠিক ঈমানকে মজবুতির সঙ্গে নিজের মনের মধ্যে ধরে রাখে আর হযরত মসীহ মাওউদ আ. এর পরে তাঁর দ্বারা পরিচালিত খিলাফতের পদ্ধতির উপর পরিপূর্ণ ঈমান নিয়ে তাঁর সঙ্গে শক্তভাবে জড়িত হওয়া এবং খলিফার সঙ্গে সঙ্গা দিয়ে ইসলামকেজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর কাজ করা এবং প্রকৃত একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করা।

যেমনটিভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে আল্লাহর চিরাচরিত নিয়মেরমধ্যে রয়েছে যে তিনি দুটি কুদরত দেখান এবং আমরা সকলেই জানি যে এই দ্বিতীয় কুদরতটি হল, খিলাফত।

সুতরাং দ্বিনের উন্নতির জন্য খিলাফতের একটি ভূমিকা রয়েছে এবং ইসলামী শরীয়তেরএটি একটি বিশেষ অংশ। খিলাফত বিহীন দ্বিনের উন্নতি সম্ভব নয়। জামাতের একতা খিলাফত ছাড়া প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে প্রকৃত শুকরিয়া জ্ঞাপনকারী বান্দায় যেন পরিণত করে। আমাদের উপরে যেন প্রথমের চেয়ে আরও বেশি আল্লাহর ফজল নাজিল হয় এবং আমরা যেন আরও বেশি প্রকৃষ্ট হই। এবং প্রতিটি আগন্তক দিন আমরা যেন উন্নতির নতুন নতুন পথ অতিক্রম করে চলে যেতে পারি। (আমীন)

(পয়গাম হুযুরে আনওয়ার বদর পেপার জলসা সালানা নম্বর ২০২২)

অস্বীকারের কালো মেঘ একদিন কাফুর হয়ে যাবে আহমদীয়াত শুধুমাত্র থাকবে, কাবার প্রভুর কসম।

****

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 9-16 March, 2024 Issue No. 11-12

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs.12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

১৩ পাতার পর.......

সৃষ্টি হচ্ছে। যা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য পাওয়ার কারণও হয়ে চলেছে। দোয়া করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের হক আদায় করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। কুরবানীর মান বৃদ্ধি করার সৌভাগ্য হচ্ছে।"

(বক্তৃতা বাৎসরিক ইজতেমা মজলিস আনসারুল্লাহ ইউ.কে ৪ অক্টোবর, ২০০৯)।

অতঃপর আরও এক সময়ে হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন,-"যারা একথা বলে যে আমরা ওসিয়্যতের শর্ত পূর্ণ করতে পারব না। এজন্য আমরা ওসিয়্যত করি না। এ ধরনের লোক ছুতো খোঁজে। এমন লোকেদের জিজ্ঞাসা করা উচিত যে তারা কি বয়াতের শর্তের সমস্ত শর্ত পূর্ণ করছেন, আর যদি না করেন তাহলে কি আহমদীয়াত ত্যাগ করবেন? প্রকৃত বিষয় হল চেষ্টা করা। শর্ত পূরণ ও মনের ইচ্ছে পূরণের দৃঢ় সংকল্প করা এবং তার উপর যথাসম্ভব আমল করার চেষ্টা করা । আল্লাহ তায়ালার নিকট তৌফিক চাইতে থাকা উচিত।"

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল,১০ জানুয়ারী ২০১৪)।

নিজামে ওসিয়্যতে শামিল হওয়ার কল্যাণের অসংখ্য ঘটনাবলী রয়েছে, সময় সাপেক্ষে আমি কেবল একটি ঈমানবর্ধক ঘটনা বর্ণনা করতে চাই। কোসো জামাতের একজন বন্ধুর একটা ঘটনা আছে। তার সম্পর্কে হুজুর আকদস (আই.) বলেন.-"একটি হাসপাতালে কাজ করতেন এবং কোন ভাল চাকরির সন্ধানে ছিলেন। অনেকদিন ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন ভাল জায়গায় চাকরি পাওয়া যাচ্ছিল না। তিনি ওসিয়্যত করার মনস্থির করলেন এবং ওসিয়্যতের কর্ম পূর্ণও করেননি বরং কেবল ওসিয়্যতের চাঁদা প্রদান করা শুরু করেছিলেন যে সঙ্গে সঙ্গে নিজের শহরে বাসনা অনুসারে কাজ পেয়ে যান। তিনি বহুবার একথার উল্লেখ করেছেন যে এটা কেবল ওসিয়্যতের কল্যাণ ও যুগ খলিফার দোয়ার কল্যাণ। একটা বিশেষ কথা তিনি যার উল্লেখ করেছেন তা হল যে ওসিয়্যত করার পূর্বে বেতন নেওয়ার জন্য যখন ব্যাঙ্কে যেতাম বেশির ভাগ সময় একাউন্ট শূন্য থাকতো কিন্তু যখন থেকে ওসিয়্যত করেছি কখনও একাউন্ট খালি থাকেনি। অতএব এই সব কুরবানী যা জামাত উপস্থাপন করছে এবং তার যথার্থতাও অনুভব করছে যে নিজের মধ্যে পবিত্র পবির্তন আনার ফলেই আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য প্রাপ্ত হয়। এবং আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতি লাভ হয়।"

(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল ১৫ আগষ্ট ২০১৪)

পরিশেষে আমি একটি নিবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই, হজরত আমিরুল মোমেনীন (আই.) ইউকের জলসা সালানায় ২০০৪ এ বলেন,-"আমার ইচ্ছা যে ২০০৮ এ যখন খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১০০ বছর পূর্ণ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। তখন পৃথিবীর প্রতিটি দেশের প্রতিটি জামাতে যত উপার্জনশীল সদস্য আছেন, যারা চাঁদাপ্রদানকারী তাদের মধ্যে থেকে কম করে ৫০ শতাংশ এমন হয়ে যাক যারা হজরত মসীহে মাওউদ (আ.) এর মহান ব্যবস্থাপনায় শামিল হয়ে যাবে।"

হুজুর আনোয়ারের এই বাসনার প্রতি বিশ্ব আহমদীয়া জামাত লাব্বায়েক বলে সাড়া দিয়েছে এবং বহু দেশ ও জামাত এই টার্গেট পূর্ণ করেছে এবং অনেকে এর চেয়েওআগে চলে গেছে। এখন আহমদীয়া খেলাফতের দ্বিতীয় শতাব্দীর ১৬তম বছর অতিবাহিতহচ্ছে। আমাদেরকে ব্যক্তিগত ও জামাতীয় ভাবে নিজেদের সমীক্ষা করার প্রয়োজনরযেছে যে আমরা কী কম করে ৫০ শতাংশের টার্গেট পূর্ণ করতে পেরেছি? যদি না হয় তাহলে যেরূপে হজরত আমিরুল মোমেনিন (আই.) বলেছেন- "যা কিছু অলসতা হয়ে গেছে তার প্রতি ইস্তিগফার করে এবং হজরত মসীহে মাওউদ (আ.) এর আওয়াজকে লাব্বায়েক বলে এই ওসিয়্যতের ব্যবস্থাপনায় সংযুক্ত হয়ে যান। এবং নিজেকে ও সুরক্ষিত রাখুন এবং নিজ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও সুরক্ষিত রাখুন। এবং আল্লাহ তায়ালার কৃপার অংশীদার হন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আমিন

(সমাপ্তি ভাষণ জলসা সালানা ইউকে ২০০৪)

******

যুগ ইমামের বাণী

খোদাতায়ালা আমাকে বারবার জানিয়েছেন, তিনি আমায় বহু সম্মানে বিভূষিত করবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপুত করে দিবেন। – *(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)*

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

১৬ পাতার পর....

জ্ঞান ও শিক্ষার জ্যোতির প্রসার করছে। হিউম্যানিটি ফার্স্ট ৬০টি দেশে নথিভুক্ত হয়ে মানবার সেবার কাজে বৈশ্বিক স্তরে অসাধারণ সেবা দানের তৌফিক পাচ্ছে।

يَنْصُرُكَ رِجَالٌ نُوحِي إِلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ

(স্বপ্ন, দিব্যদর্শনের মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণের দৃশ্য

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! ঐশী অনুগ্রহ বর্ষিত হওয়া এবং জামাতের উন্নতির একটি দিক হল তবলীগের ময়দানে ঐশী সমর্থনের দৃষ্টান্ত, অপরদিকে আহমদীয়াত গ্রহণের জন্য সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে পথপ্রদর্শন লাভের দৃষ্টান্ত এর ভিন্ন প্রেক্ষিত। হুযুর আনোয়ার তাঁর ভাষণ ও খুতবায় এমন শত শত ঘটনার বর্ণনা দেন। এখানে এমনই একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ২০২২ সালের ২৭শে মে হুযুর আনোয়ার জুমআর খুতবায় একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

"আফ্রিকার দূর-দূরান্তের একটি দেশ হল, গিনি-বিসাও। আব্দুল্লাহ্ সাহেব নামে এক বন্ধু যিনি পূর্বে খ্রিস্টান ছিলেন; তিনি বর্ণনা করেন, কিছুদিন পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেন, শুভ্র দাড়িবিশিষ্ট ও পাগড়ি পরিহিত এক ব্যক্তি জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছেন এবং পিনপতন নীরবতার সাথে মানুষ এই বক্তৃতা শুনছে। সেই ব্যক্তির বক্তব্য প্রদানের ধরণ নিতান্তই সাধারণ এবং আমাদের লোকদের চেয়ে ভিন্ন ছিল। তার ঘুম ভাঙলে, তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারেন নি; এরপর তিনি তা ভুলে যান। কয়েক দিন পর তিনি পুনরায় অনুরূপ স্বপ্ন দেখেন এবং এর ফলে তার মাথায় সেই চেহারাটি গেঁথে যায়। অতঃ পর তৃতীয় বার তিনি স্বপ্ন দেখেন। (স্বপ্নে দেখা) সেই ব্যক্তি কে তা তিনি জানার চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু জানতে ব্যর্থ হন। ঘটনাচক্রে একদিন তিনি গ্রামের নিকটস্থ ফারিন শহরে অবস্থিত আমাদের মসজিদে যান, সেদিন ছিল শুক্রবার। জামাতের সদস্যরা এমটিএ'তে আমার জুমুআর খুতবা শুনছিল। তিনি বলেন, আমাকে দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মুয়াল্লিম সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, খুতবা প্রদানকারী এই ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, ইনি আমাদের খলীফা। যাহোক, তিনি নীরবে বসে বসে খুতবা শুনতে থাকেন এবং খুতবার পর সকল সদস্যের সাথে নামায পড়েন। নামায শেষে তিনি ত্বরিৎ দাঁড়িয়ে বলেন, আমি আজ ইসলাম গ্রহণ করছি এবং বলেন, খোদা তা'লা আমাকে স্বপ্নে তিনবার এই ব্যক্তিকে দেখিয়েছেন, আমার হৃদয়ে যার গভীর প্রভাব ছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ আমি তাঁর সন্ধানে ছিলাম কিন্তু ঘটনাচক্রে আজ আপনাদের মসজিদে এসে আপনাদের খলীফাকে দেখতে পাই। একেবারে সেই চেহারা যা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম এবং স্বপ্নে আমি যে দৃশ্য দেখেছিলাম হুবহু একই দৃশ্য– অর্থাৎ, মানুষ নীরবে বসে বক্তৃতা শুনছিল স্বপ্নে। কাজেই, আমি ইসলাম আহমদীয়াতে প্রবেশ করছি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বিরোধিতা কোথায় না পোঁছেছে আর সেই সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি সমর্থনের কি অসাধারণ দৃশ্যও প্রকাশ করছেন। এটা যদি কোন মানুষের কাজ হত, মানবসৃষ্ট জামাত হত তবে জামাতের স্থাপনা থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যতটা বিরোধিতা হয়েছে আর এযাবত হয়ে চলেছে, আর তাঁর মান্যকারীদের প্রতিও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিয়ত এমনই আচরণ হয়ে চলেছে, এই বিরোধিতার কারণে এই জামাত এতদিন ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এটা ধ্বংস হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, বরং আল্লাহ্ তা'লা এই জামাতকে একে পর এক উন্নতি দান করছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর এক মজলিসে বলেছিলেন– বিরুদ্ধবাদীরা নানান উপায়ে বিরোধিতা করেছে, কিন্তু খোদা তা'লা উন্নতি দান করেছেন। জগতবাসীদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও যখন সত্যের প্রসার ঘটে, তখন সেটাই সত্যতার প্রমাণ। এখন আমাদের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীরা কোন পন্থা অবলম্বন করতে বাকি রেখেছে? কিন্তু শেষমেশ তারা ব্যর্থই হয়েছে। এটি খোদা তা'লার নিদর্শন।" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৮৬)

যেমনটি আমি বলেছি, বিরুদ্ধবাদীরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে এবং আজও করে চলেছে, বড় বড় উলেমা আমাদের বিরুদ্ধে নানান প্রকার ষড়যন্ত্র রচনা করেছে, এমনকি আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের সরকারের পক্ষ থেকে জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কথাই পূর্ণ হয়েছে– ' বিরুদ্ধবাদীরা বিফল মনোরথ হয়েছে আর এদিকে রয়েছে খোদার নিদর্শন।'

(সূত্র-খুতবা জুমআ,প্রদত্ত ১৬ই অক্টোবর, ২০১৫)

'ইস কদর মুঝ পর হুঙ্গঁ তেরি ইনায়াত ও করম/ জিন কা মুশকিল হ্যা কি তা রোযে কিয়ামত হো শুমার।

অর্থ: আমার প্রতি তোমার এত বেশি কৃপা ও অনুগ্রহ রয়েছে যেগুলি কিয়ামত দিবস পর্যন্তও গণনা করা সম্ভব নয়।

****

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir